দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন

পদ্যপ্রাশের তৃতীয় ভাগ দ্বিতীয়বার প্রকাশিত হইল। এবারে মধ্যে মধ্যে এক একটী নূতন সন্দর্ভ সন্নিবেশিত করিয়াছি, ও দুই একটী পূর্ব্বকার সন্দর্ভ পরিত্যক্ত হইয়াছে। কাব্য কাহাকে বলে; কাব্যের দোষ গুণ অলঙ্কার প্রভৃতির বিষয় কিঞ্চিৎ অবগত হওয়া আবশ্যক বিবেচনায় এবারে কাব্যের স্বরূপ দোষগুণ অলঙ্কার ও ছন্দের বিষয়ে একটী প্রস্তাব লিখিয়া পুস্তকের পূর্ব্বে সন্নিবেশিত করিয়াছি। এক্ষণে ইহাদ্বারা পাঠার্থীদিগের কিঞ্চিন্মাত্র উপকার দর্শিলেও আমার সমুদায় শ্রম সফল হইবে। পরিশেষে বক্তব্য এই, অলঙ্কার ও ছন্দঃ প্রকরণের অনেক গুলি উদাহরণ আমার প্রিয়বন্ধু প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃত সাহিত্যাধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু নীলমণি মুখোপাধ্যায় লিখিত নববোধ ব্যাকরণ হইতে গৃহীত হইয়াছে, এজন্য আমি প্রিয়বন্ধুর নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম। ইতি ২২ শে পৌষ, ১২৮১ সাল।

শ্রীনৃসিংহচন্দ্র শর্ম্মা।

পদ্যপ্রকাশ।

তৃতীয় ভাগ।

উপক্রমণিকা।

যে রচনা পাঠ করিতে করিতে পাঠকের হৃদয়ে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ ও চমৎকার রসের আবির্ভাব হয়, তাহার নাম কাব্য। রচনার যে গুণ থাকাতে উহা পাঠ করিলে মনে উক্তরূপ আনন্দ চমৎকার ও বিস্ময় প্রভৃতির উদয় হয়, তাহার নাম রস। সুতরাং রসই কাব্যের আত্মা অর্থাৎ জীবনস্বরূপ। যে রচনাতে কোন প্রকার রস নাই তাহাকে কাব্য বলা যাইতে পারে না।

অনেক পাঠকের মনে এরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে, যে যদি কেবল আনন্দজনক রচনাই কাব্য হইল, তাহা হইলে যে গ্রন্থে শোক, ক্রোধ, ভয় ও ঘৃণাজনক বিষয়ের বর্ণনা আছে, লোকে তৎসমুদয়কে কিরূপে কাব্যশব্দে নির্দ্দেশ করিয়া থাকে? কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিলেই এইরূপ সংশয়ের সুন্দর মীমাংসা হইতে পারে। কেন না যে সকল স্থলে শোকাদির বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা পাঠ করিলেও পাঠকের মনে শোকাদিমিশ্রিত এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় আনন্দের

অনুভব হইয়া থাকে। সীতার বনবাস গ্রন্থের করুণরসপূর্ণ স্থল গুলি পাঠ করিলে সকলের হৃদয়ে শোকের উদয় হইয়া থাকে যথার্থ বটে, অথচ উহা পাঠ করিতে কেহই দুঃখানুভব ও অনিচ্ছাপ্রকাশ করেন না। প্রত্যুত সকলেই আগ্রহসহকারে উহা পাঠ করিয়া এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। কোন বিষয়ে আনন্দ না জন্মিলে তদ্বিষয়ে আগ্রহ ও অভিনিবেশ হওয়া অসম্ভব, সুতরাং এরূপ স্থলেও শোক দুঃখ, ক্রোধ ও লজ্জাদিজনিত যে এক প্রকার অলোকসাধারণ আনন্দ জন্মে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, যে রস কাব্যের আত্মা অর্থাৎ জীবনস্বরূপ, এই রস সর্ব্বশুদ্ধ দশ প্রকার। যথা শৃঙ্গার, বা আদিরস, বীর, করুণ, হাস্য, রৌদ্র, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত, শান্ত, ও বৎসল।

নায়ক নায়িকার প্রণয়বর্ণন করিলে আদিরস হয়। শকুন্তলা, সীতার বনবাস প্রভৃতি আদিরসের উদাহরণ স্থল।

যুদ্ধ, ধর্ম্ম, দয়া ও দান প্রভৃতি বিষয়ে যে অবিচলিত উৎসাহ তাহার নাম বীর রস। অর্জ্জুন, নেপোলিয়ন প্রভৃতি যুদ্ধবীর, যুধিষ্ঠির সক্রেটিস প্রভৃতি ধর্ম্মবীর, জীমূতবাহন, হাউয়ার্ড প্রভৃতি দয়াবীর, এবং কর্ণ, হরিশ্চন্দ্র, পঞ্চম চার্লস, প্রভৃতি দানবীর। মেঘনাদবধ কাব্যে বীররসের বর্ণনা আছে।

প্রিয় বস্তুর বিয়োগ অথবা অপ্রিয় বস্তুর সমাগমে যে শোক উপস্থিত হয় তাহার নাম করুণ রস। নীলদর্পণ নাটকে করুণ রসের সবিশেষ বর্ণনা আছে।

বিকৃত বাক্য বেশ, ও চেষ্টাদি দ্বারা পাঠক বা দর্শকের হৃদয়ে হাস্যের উদ্রেক হইলে হাস্যরস হয়।

ক্রোধের উদ্দীপক রচনাতে রৌদ্ররস প্রকটিত হয়।

যে বর্ণনা পাঠ করিলে মনে ভয়ের সঞ্চার হয়, তাহার নাম ভয়ানক রস।

ঘৃণাজনক বর্ণাতে বীভৎসরস প্রকটিত হয়।

যে রচনা পাঠ করিলে হৃদয়ে বিস্ময়ের উদয় হইয়া থাকে, তাহার নাম অদ্ভুত রস।

যাহা পাঠ করিতে করিতে মনে বৈরাগ্য, তত্ত্বজ্ঞান প্রভৃতির উদ্রেক হয় তাহার নাম শান্তরস।

পুত্রাদির প্রতি পিতা মাতাপ্রভৃতি গুরুজনের স্নেহ বর্ণনাকে বৎসল রস কহে।

কাব্য।

কাব্য দুই প্রকার দৃশ্য ও শ্রব্য। অভিনয় [যাত্রা] যোগ্য কাব্যকে দৃশ্য কাব্য বা নাটক কহে। যথা নীলদর্পণ।

যে সকল কাব্য অভিনয়ের উপযুক্ত না হইয়া কেবল শ্রবণ ও পাঠের যোগ্য হয়, তাহার নাম শ্রব্য কাব্য। যথা রামায়ণ, মহাভারত, মেঘনাদবধ, সীতার বনবাস প্রভৃতি।

শ্রব্য কাব্য তিন প্রকার, গদ্য, পদ্য ও মিশ্র। ছন্দোবন্ধযুক্ত রচনাকে পদ্য আর ছন্দোবন্ধবিহীন রচনাকে গদ্য কহে। যে রচনা এই উভয়ের সংশ্রবে রচিত হয় অর্থাৎ যাহাতে গদ্য ও পদ্য দুইই থাকে তাহার নাম মিশ্রকাব্য বা চম্পু। পদ্যকাব্য যথা রামায়ণ, মেঘনাদবধ প্রভৃতি। গদ্যকাব্য যথা সীতার বনবাস, রামের রাজ্যাভিষেক প্রভৃতি। মিশ্রকাব্য যথা বসন্তসেনা প্রভৃতি।

গুণ।

যাহা দ্বারা কাব্যের উৎকর্ষ সম্পাদিত হয়, তাহার নাম গুণ। গুণ তিন প্রকার; মাধুর্য্য, ওজ ও প্রসাদ।

যে গুণ থাকিলে কাব্য শ্রবণমাত্র চিত্তকে আর্দ্র ও দ্রবীভূত করে তাহার নাম মাধুর্য্য গুণ। সমাসবিহীন অথবা অল্পসমাসযুক্ত সুললিত রচনা দ্বারা মাধুর্য্যগুণ প্রকটিত হয়। শৃঙ্গার, করুণ, শান্ত ও বৎসল রসে এই প্রকার রচনা প্রশংসনীয়। যথা :—

"পতিশোকে রতি কাঁদে, বিনাইয়া নানাছাঁদে,
ভাসে চক্ষু জলের তরঙ্গে।
কপালে কঙ্কণ মারে, রুধির পড়িছে ধারে,
কাম অঙ্গ ভস্ম লেপে অঙ্গে।"

যে গুণ থাকিলে কাব্যের শ্রবণ বা পাঠমাত্র শ্রোতা বা পাঠকের হৃদয় বিস্তৃত অর্থাৎ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে, তাহার নাম ওজোগুণ। কঠোর ও দীর্ঘ সমাসবহুল পদসমূহের সঙ্ঘটনদ্বারা ওজোগুণ প্রকটিত হয়। বীর বীভৎস ও রৌদ্ররসে এইরূপ রচনা প্রশস্ত। যথা :—

"মহারুদ্র রূপে মহাদেব সাজে
ভভম্ভম্ ভভম্ভম শিঙ্গা ঘোর বাজে" ইত্যাদি।

কাব্যের যে গুণ থাকাতে পাঠমাত্রই অর্থবোধ হয়, ও চিত্ত তাহা হইতে বিনির্মুক্ত না হইয়া শুষ্ক কাষ্ঠে অগ্নির ন্যায় শীঘ্র প্রবেশ করে, তাহাকে প্রসাদ গুণ কহে। যথা :—

"পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল,
কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল"। ইত্যাদি।

দোষ।

যাহারা কাব্যের অপকর্ষ সাধন করে তৎসমুদয়কে দোষ কহে।

শ্রুতিকটুতা।—বিনাকারণে কর্কশ শব্দের প্রয়োগ। যথাঃ—

"কঠোর তপোনুষ্ঠানে মুনি চূড়ামণি
মোক্ষ লক্ষ্য করি কাল কাটায় অমনি।"

শান্তরসে কোমলপদ বিন্যাস করাই উচিত, এখানে তাহার বৈপরীত্য হইয়াছে।

চ্যুতসংস্কৃতি—ব্যাকরণের দোষ। যথাঃ—

"সৌজন্যতা হেরি তিনি হন পরিতোষ"

এস্থলে "সৌজন্যতার" পরিবর্ত্তে 'সৌজন্য, বা 'সুজনতা' ও "পরিতোষের" পরিবর্ত্তে "পরিতুষ্ট, হওয়া উচিত।

অপ্রযুক্ততা।—যে শব্দ অভিধানে পাওয়া যায়, কিন্তু সচরাচর যাহার ব্যবহার নাই তাহার প্রয়োগ করিলে অপ্রযুক্ততা দোষ হয়। যথাঃ—

"ঈশাক্ষের উষর্বুধে যারা গেল মারা
নাকেতে নির্জ্জরগণ করে হাহাকার।"

উষর্বুধ [অগ্নি], নাক (স্বর্গ) নির্জ্জর [দেবতা), এই তিনটী শব্দ অভিধানে আছে বটে, কিন্তু ইহাদের প্রয়োগ প্রায় দেখা যায় না।

অসমর্থতা—যে শব্দ যে অর্থের প্রতিপাদক নহে, সেই শব্দ সেই অর্থে প্রয়োগ করিলে অসমর্থতা দোষ হয়। যথা ঃ—

"আমার বাক্যেতে যেহ ত্রাখার নন্দন
বিরাটতনয় বুঝি কর বিতরণ।"

এস্থলে কর্ণ [কাণ] ও উত্তর, (প্রশ্নের উত্তর] এই দুই অর্থ বুঝাইবার জন্য যথাক্রমে " রাধার নন্দন " ও " বিরাট তনয় " এই দুইটী শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে।

নিরর্থকতা—যে শব্দের কোনরূপ সার্থকতা ও উপযোগিতা নাই, তাহার প্রয়োগ। যথা :—

' সকলেই সমভাবে সদা সর্বক্ষণ,

আমার হৃদয়সুখ করিছে সাধন। ' এই স্থলে ' সদা ' ' সর্বক্ষণ ' এই দুইটী শব্দের মধ্যে একটী নিরর্থক।

অশ্লীলতা—অশ্লীল তিন প্রকারের হইতে পারে। অমঙ্গল-সূচক, ঘৃণাজনক ও লজ্জাকর।

নিহতার্থতা—অনেকার্থক শব্দের অপ্রসিদ্ধ অর্থে প্রয়োগ।

যথাঃ—" তোমার গৌরবে গো পাইব করতলে " এস্থলে প্রথম " গো " শব্দের অর্থ বাক্য, দ্বিতীয়ের অর্থ স্বর্গ। ইহা অপ্রসিদ্ধ।

ক্লিষ্টতা—দীর্ঘ দীর্ঘ সমাস থাকাতে অর্থপ্রতীতির যে ব্যাঘাত হয়, তাহার নাম ক্লিষ্টতা। যথা :—

" ক্ষীরোদ-তনয়া-পতি-বাহনের তরে। "

ক্ষীরোদ তনয়া—লক্ষ্মী, তাঁহার পতি বিষ্ণু, তাঁহার বাহন গরুড়।

অনবীকৃততা—এক শব্দের বার বার ব্যবহার। যথা :—

" দেখিয়া সুরেন্দ্রধনু, দেখিয়া লোহিত ভানু

দেখিয়া জলধিজনু, কত সুখে ভাসে সেই ভাবুকের হিয়া। "

এখানে " দেখিয়া " এই শব্দটী বার বার প্রযুক্ত হইয়াছে।

পুনরুক্ততা—ভিন্ন ভিন্ন শব্দদ্বারা এক বিষয়ের উপর্য্যুপরি বর্ণন। যথা :—

" সে শোভা তাহারি, রূপের মাধুরী, বচনচাতুরী
হেরিয়া উথলে ভাব।"

এস্থলে " রূপের মাধুরী " এই বিষয়টী পুনরুক্ত হইয়াছে।

প্রসিদ্ধিবিরুদ্ধতা—কবিদিগের প্রসিদ্ধি বা লোকপ্রসিদ্ধির বিরুদ্ধ বর্ণন করা।

" চন্দ্রের উদয়ে, নলিনী নিচয়ে, বিকাশে
সরসীজল "

চন্দ্রের উদয়ে কুমুদেরই বিকাশ হয়, পদ্মের নহে।

সন্দিগ্ধতা—কোন পদের অর্থ একরূপ, কি অন্য প্রকার হইবে, এরূপ সন্দেহ। যথা :—

" কি ছার মিছার কাম ধনুরাগে ফুলে
ভূরুর সমান কোথা ভুরুভঙ্গে ভুলে "

এস্থলে কামদেব নিজ ধনুর প্রতি রাগ অনুরাগ অর্থাৎ পক্ষপাতহেতুক যে ফুলিয়া গর্ব্বিত হন তাহা নিষ্ফল। অথবা ফুল দ্বারা কামধনুর যে রাগ অর্থাৎ ফুলনির্ম্মিত কামধনুর যে বক্রতা তাহাতে কোন ফল নাই, এই উভয়ের কোন অর্থ প্রকৃত তদ্বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে।

গ্রাম্যতা—অপভাষার ব্যবহার, বা ইতরজনোচিত ভাবের প্রয়োগ। যথা :—

" চাঁদের দেখি সোহাগে শালুক ফুটে জলে
আবু আশে মার্জ্জার যেমন মুখ মেলে "

এস্থলে, পূর্ব্বার্দ্ধে উত্তম ভাব প্রকাশ করিতে অপভাষার প্রয়োগ এবং উত্তরার্দ্ধে সাধুভাষায় ইতর ভাবের প্রতীতি।

অনৌচিত্য—দেশ, কাল, পাত্র, রস, আচার ব্যবহার প্রভৃতির বিপরীত বর্ণনা। যথা :—

"বিভীষণ রসে শুন গুণদেহী রমণ
মানেতে অগ্রজ মোর সম দুর্য্যোধন।"

বিভীষণ দুর্য্যোধনের পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, অত-এব এস্থলে কালের অনুচিত প্রয়োগ হইয়াছে।

ছন্দঃপতন—লক্ষণানুযায়ী মাত্রাপরিমাণ, লঘুগুরুবিভাগ, অক্ষরসংখ্যা অথবা যতিসংস্থানের ব্যতিক্রম। যথা :—

"রত্নাকর ভাবিয়া পশিনু জলধিজলে।"

পয়ারে চতুর্দ্দশ অক্ষর—পঞ্চদশ অক্ষর হয় না।

দূরান্বয়—যে দুই পদের পরস্পর আকাঙ্ক্ষা আছে, তাহারা অত্যন্ত দূরে থাকিলে দূরান্বয়দোষ হয়।

"নিষ্পীড়িত জর্জ্জরিত, ফ্রান্সদেশ ঋদ্ধিযুত,
কত হল জর্ম্মান যুদ্ধেতে।"

এস্থলে "কত" ও "নিষ্পীড়িত" এই দুইটি পরস্পরসম্বন্ধ শব্দ অনেক ব্যবধানে রহিয়াছে।

অলঙ্কার।

যেরূপ হার বলয় প্রভৃতি অলঙ্কার শরীরের শোভা সম্পাদন করে, তদ্রূপ অনুপ্রাস, উপমা প্রভৃতি, কাব্যের অঙ্গস্বরূপ শব্দ ও অর্থের শোভাসম্পাদনপূর্ব্বক রসকে পরিপুষ্ট করিয়া দেয় বলিয়া উহাদিগকে অলঙ্কার কহে।

অলঙ্কার দুই প্রকার। শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার। শব্দের পরিবর্ত্ত করিলেই যে স্থলে অলঙ্কারের বিপর্য্যয় হয় অর্থাৎ যেখানে অলঙ্কারদ্বারা কেবল শব্দেরই সৌন্দর্য্য সাধিত হইয়া থাকে, তাহাকে শব্দালঙ্কার কহে, আর যে স্থলে শব্দের পরিবর্ত্ত

করিলেও অলঙ্কারের ব্যাঘাত হয় না অর্থাৎ যেখানে অলঙ্কার দ্বারা অর্থের বৈচিত্র্য সাধিত হয় তাহার নাম অর্থালঙ্কার।

শব্দালঙ্কার।

বাঙ্গালাভাষায় যে সমুদয় শব্দালঙ্কার প্রচলিত আছে তন্মধ্যে অনুপ্রাস, যমক ও শ্লেষ এই তিনটী প্রধান।

অনুপ্রাস।

যেস্থলে স্বরবর্ণের বৈসাদৃশ্য থাকিলেও একস্থানোচ্চার্য্যমান ব্যঞ্জনবর্ণের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি হয়, তাহাকে অনুপ্রাস কহে। যথাঃ—

"নহে সুখী সুমুখী নিরখি নন্দিনীরে,
অম্বরে অম্বর, অম্বর পড়ে শিরে।"[১]
"শম্বর সুন্দর কাতর মানস হে,
তব সে সব চারু রুচীবিরহে।"[২]
"চূত মুকুলকুলসঙ্কুলকুঞ্জ
গুণ গুণ রঞ্জিনি গানে,
মদকল কোকিল কলরব সঙ্কুল
রঞ্জিত বাদন তানে।"[৩]

যমক।

অর্থ থাকিলে একাকার দুইটী শব্দ যদি এক অর্থের বাচক না হইয়া এক শ্লোকের মধ্যে প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে যমকালঙ্কার হয়। প্রয়োগভেদে যমক চারি প্রকার হইতে পারে।

আদ্যযমক, মধ্যযমক, অন্ত্যযমক ও মিশ্রযমক। কোন স্থলে একাকার শব্দদ্বয়ের মধ্যে একটী নিরর্থক অপরটী সার্থক, দুইটীই নিরর্থক বা দুইটীই সার্থক হইতে পারে। কিন্তু যে স্থলে দুইটীই সার্থক তথায় উহাদের পরস্পর ভিন্নার্থবোধক হওয়া আবশ্যক। ক্রমে উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে।

আদ্যযমক।—

" ভারত, ভারত খ্যাত আপনার গুণে,
রাজেন্দ্র রাজেন্দ্র প্রায় তাঁহারি বর্ণনে।"

মধ্যযমক।—

" পাইয়া চরণ তরি, তরি তবে আশা
তরিবারে সিন্ধু ভব, ভব সে ভরসা।"

অন্ত্যযমক।—

" আট পণে আধ সের আনিয়াছি চিনি,
অন্য লোকে ভুরা দেয়, ভাগ্যে আমি চিনি।"

মিশ্রযমক।—

" [illegible] করি করী করি কিন্তু হয় হয়,
অদৃষ্ট অদৃষ্ট কভু তুষ্ট নয় নয়।"

শ্লেষ।

যেস্থলে একটী শব্দ দুই বা বহু অর্থে প্রযুক্ত হয় তথায় শ্লেষ নামক অলঙ্কার হইয়া থাকে। যথাঃ—

'অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ
কোন গুণ নাহি তার কপালে আগুন।
কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ।
গঙ্গা নামে সতা তার, তরঙ্গ এমনি
জীবনস্বরূপা, সে স্বামীর শিরোমণি।
ভূত নাচাইয়া পতি ফিরে ঘরে ঘরে
না মরে পাষাণ বাপ দিল হেন বরে।'

এই স্থলে 'গুণ, 'কু, 'তরঙ্গ, 'জীবন, প্রভৃতি শব্দ শ্লিষ্ট, অতএব এ সন্দর্ভে দুইটী পৃথক পৃথক অর্থের বোধ হইতেছে।

অর্থালঙ্কার।

অর্থালঙ্কার অনেক, তন্মধ্যে প্রধান প্রধান গুলির লক্ষণ ও উদাহরণ নিম্নে লিখিত হইতেছে।

উপমা।

যদি একধর্ম্মবিশিষ্ট ভিন্নজাতীয় বস্তুদ্বয়ের পরস্পর সাদৃশ্য 'যথা, 'সম, 'তুল্য, প্রভৃতি শব্দদ্বারা প্রকটিত হয়, তাহা হইলে উপমা অলঙ্কার হয়। যাহার সহিত তুলনা করা যায় তাহাকে উপমান, ও যাহার তুলনা করা যায় তাহাকে, উপমেয় কহে। যথা—

'সর্ব্ব সুলক্ষণবতী ধরাধামে যে যুবতী
লোকে বলে পদ্মিনী তাহারে।
সেই নাম নাম যার, সেরূপ প্রকৃতি তার
কতগুণ কে কহিতে পারে।
পতিব্রতা পতিরতা, অবিরত সুশীলতা
আবির্ভূতা যৎ পদ্মাসনে।
কি কব লজ্জার কথা, লতা লজ্জাবতী যথা
মৃতপ্রায় পর পরশনে।"

এস্থলে পদ্মিনী উপমেয় ও লজ্জাবতী লতা উপমান।

যে স্থলে এক উপমেয়ের দুই বা ততোধিক উপমানের সহিত তুলনা করা যায়, তাহাকে মালোপমা কহে। যথা—

" যথা চাতকিনী কুতুকিনী ঘন দরশনে
যথা কুমুদিনী প্রমুদিনী হিমাংশু মিলনে,
যথা কমলিনী মলিনী যামিনীযোগে থেকে
শেষে দিবসে বিকাশে আকাশে ভাস্কর দেখে,
হলো তেমতি সুমতি নরপতি মহাশয়
পরে পেয়ে সেই পুরী পরিতুষ্ট অতিশয়।"

রূপক

উপমেয়ে যে উপমানের আরোপ অর্থাৎ উভয়ের যে অভেদ-নির্দ্দেশ তাহার নাম রূপক। রূপকস্থলে তুলনার্থক শব্দ ও সমানধর্ম্মবাচক শব্দের ব্যবহার হয় না; তবে কোথাও কোথাও 'রূপ, বা 'স্বরূপ, শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা—

"নয়ন কেবল নীল উৎপল, মুখ শতদল দিয়া গঠিল,
কুন্দে দন্তপাঁতি, রাখিয়াছে গাঁথি
অধরে নবীন পল্লব দিল।"

এস্থলে নয়নাদি উপমেয়ের সহিত উৎপলাদি উপমানের অভেদ নির্দ্দেশ হইয়াছে। রূপ শব্দের ব্যবহারযুক্ত যথা—

"যখন হৃদয়াকাশ বিষম বিপত্তিরূপ মেঘদ্বারা ঘোরতর আচ্ছন্ন হয়, তখন কেবল আশাবায়ু প্রবাহিত হইয়া তাহাকে পরিষ্কৃত করিতে থাকে।"

উৎপ্রেক্ষা।

প্রস্তুত বিষয়ের সহিত উপমানের উৎকট সাদৃশ্যহেতুক যে এক প্রকার অভেদের ন্যায় নির্দ্দেশ তাহার নাম উৎপ্রেক্ষা।

'যেন, 'বুঝি, প্রভৃতিশব্দের প্রয়োগ দ্বারা উপমান ও উপমেয়গত সাদৃশ্যের উৎকটরূপ প্রতীতি হইলে উৎপ্রেক্ষা হয়। যথা—

"এই যে প্রিয়ার কোলে নিদ্রিত কুমার
প্রভাতের তারা যেন উরসে উষার। [১]
'অরুণে উদয়াচলে হেরি সুধাকর
ভয়েতে হইল বুঝি পাণ্ডুকলেবর।" [২]

উৎপ্রেক্ষা দুই প্রকার,বাচ্য ও প্রতীয়মানা। যে স্থলে উপমান ও উপমেয়ের সাদৃশ্য "যেন" "বুঝি" প্রভৃতি শব্দ দ্বারা প্রকটিত হয়, তথায় বাচ্য, আর যে স্থলে "যেন" "বুঝি" শব্দ থাকে না তথায় প্রতীয়মানা। প্রতীয়মানা যথাঃ—

"—সুন্দর তেন সময়
সুড়ঙ্গ হইতে উঠিল ত্বরিতে।
ভূমিতে চাঁদ উদয়।"

স্মরণালঙ্কার।

কোন বস্তু দেখিয়া সাদৃশ্যহেতুক পূর্ব্বদৃষ্ট সদৃশ পদার্থের স্মরণকে স্মরণালঙ্কার কহে। যথাঃ—

"প্রফুল্ল নলিনে অলি খেলিতেছে হেরি
সুতের চঞ্চল আঁখি সদা মনে করি।"

ভ্রান্তিমান।

অত্যন্ত সৌসাদৃশ্য জানাইবার উদ্দেশে সদৃশ বস্তুতে সদৃশ বস্তুর কাল্পনিক অর্থাৎ কবিপ্রতিভোত্থাপিত ভ্রমকে ভ্রান্তিমান অলঙ্কার কহে; বাস্তবিক ভ্রান্তিকে অলঙ্কার বলা যায় না। যথাঃ—

"দেখ সখে, উৎপলাক্ষী সরোবরে নিজ অক্ষি
প্রতিবিম্ব করে দরশন;
জলে কুবলয় ভ্রমে, বার বার পরিশ্রমে
ধরিবারে করয়ে যতন।"

এই স্থলে বর্ণিত ভ্রমটী কবির কল্পনোত্থিত, বাস্তবিক নহে।

সন্দেহ।

যদি প্রস্তুত বিষয়কে অপ্রস্তুত বলিয়া সংশয়, কবির

প্রতিভা দ্বারা উত্থাপিত হয়, তাহা হইলে উহাকে সন্দেহ অলঙ্কার কহে। যথাঃ—

" দেব কি দানব, নাগ কি মানব,
কেমনে এল এখানে।"

এস্থলে সুন্দরকে দেবাদিরূপে সংশয় হইতেছে।

অতিশয়োক্তি।

উপমেয়ের এক বারে উল্লেখ না করিয়া যদি উপমানকেই উপমেয়রূপে নির্দ্দেশ করা যায়, তাহা হইলে উহাকে অতিশয়োক্তি কহে। যথাঃ—

" বসিয়া চতুর কহে চাতুরীর সার
অপরূপ দেখিনু বিদ্যার দরবার,
তড়িত ধরিয়া রাখে কাপড়ের ফাঁদে
তারাগণ লুকাইতে চাহে পূর্ণ চাঁদে।"

অপহ্নুতি।

প্রস্তুত বস্তুর প্রতিষেধ করিয়া তৎসদৃশ অপ্রস্তুত বস্তুর স্থাপন করাকে অপহ্নুতি কহে। যথাঃ—

" এ নহে নভোমণ্ডল, কিন্তু সরিৎপতি
তারকাস্তবক নহে, উহা ফেন পাঁতি।"

ব্যতিরেক।

উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বর্ণনকে ব্যতিরেক কহে।

উপমেয়ের উৎকর্ষ যথাঃ—

" কে বলে শারদশশী সে মুখের তুলা
পাদনখে পড়ে তার আছে কত গুলা।"

উপমানের উৎকর্ষ যথাঃ—

" দিনে দিনে শশধর, দেখা যায় তনুতর
পুন তার হয় উপচয়।
নরের নশ্বর তনু, হইলে ক্রমশ তনু
আর ত নূতন নাহি হয়।"

নিদর্শনা।

পদার্থদ্বয়ের বা বাক্যার্থদ্বয়ের পরস্পর অন্বয় অনুপপন্ন বলিয়া, উভয়ের মধ্যে যে সাদৃশ্যকল্পনা, তাহাকে নিদর্শনা কহে। যথাঃ—

" নিশার স্বপন সম এ তোর বারতা
রে দূত। অমরবৃন্দ যার ভুজবলে
কাতর, সে ধনুর্দ্ধরে রাঘব ভিখারী।
" বধিল সম্মুখ রণে? ফুলদল দিয়া
কাটিল কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে।"

এস্থলে ভিখারী রাঘবকর্তৃক ধনুর্দ্ধর বীরের প্রাণসংহারও ফুলদল দিয়া শাল্মলীতরুর ছেদন এই উভয়, তুল্যরূপে অসম্ভব এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে।

৯. দৃষ্টান্ত।

বর্ণনীয় বস্তুর দৃঢ়তাসম্পাদনার্থ ভিন্ন বাক্যে তৎসদৃশ বিষয়ান্তরের বর্ণনকে দৃষ্টান্ত কহে। যথাঃ—

"ধন্য দময়ন্তি! ধন্য ধন্য গুণাবলি,
যার বলে হরিলে নলের মন অলি,
আকর্ষে যে জলধির লহরী প্রবল
তার চেয়ে আর কি চন্দ্রের শ্লাঘ্য বল।"

বিভাবনা।

যে স্থলে কবির প্রৌঢ়োক্তি নিবন্ধন কারণ ব্যতিরেকে কার্য্যের উৎপত্তি বর্ণিত হয়, তথায় বিভাবনা অলঙ্কার হয়। যথাঃ—

"ভূষণ ব্যতীত শোভে, তনু সুকোমল,
ভয় নাহি তবু আঁখি সতত চঞ্চল"

এস্থলে যৌবনরূপ কারণ উহ্য।

বিশেষোক্তি।

কারণ সত্ত্বেও কার্য্যের অনুৎপত্তি হইলে বিশেষোক্তি অলঙ্কার হয়। যথাঃ—

'গর্ব্বহীন বহুধনে, চাপল্য শূন্য যৌবনে,
মহত্ত্বের এই ত লক্ষণ।'

অসঙ্গতি।

কার্য্য কারণ ভিন্নাধারে অবস্থিত হইলে অসঙ্গতি অলঙ্কার হয়। যথাঃ—

'মহাত্মারে সমাদরে পূজয়ে সকলে
কিন্তু লঘু চিত্ত জনে গরবেতে ফুলে।'

এস্থলে গর্ব্বের কারণ এক আধারেও গর্ব্বরূপ কার্য্য অন্য আধারে বর্ণিত হইয়াছে। অথবা যথাঃ—

" শিবের কপালে রয়ে, প্রভুরে আহুতি লয়ে
না জানি বাড়িল কি না গুণ।"
' একের কপালে রহে, আরের কপাল দহে
আগুণের কপালে আগুণ।'

সমাসোক্তি।

যদি সমান কার্য্য, সমান লিঙ্গ, বা সমান বিশেষণ দ্বারা প্রস্তুত অচেতন বস্তু, তির্য্যগ্জাতি, প্রভৃতি বিষয়ে অপ্রস্তুত বস্তুর ব্যবহার অর্থাৎ মনুষ্যোচিত ব্যবহারাদির আরোপ হয়, তাহার নাম সমাসোক্তি। যথাঃ—

' হায় রে তোমারে কেন দুষি ভাগ্যবতি!
ভিখারি না রাঁধা যবে তুমি রাজরাণী!
হরপ্রিয়া মন্দাকিনী সুভগে তব সঙ্গিনী
অর্পেন সাগরবরে তিনি তব পাণি
সাগর সমীপে তব তাঁর সহ গতি।'

এস্থলে যমুনার উপর কামিনীর ধর্ম্মের আরোপ হইয়াছে।

অপ্রস্তুত প্রশংসা।

অবস্থার বৈসাদৃশ্য বা সৌসাদৃশ্য হেতুক অথবা কার্য্য-কারণভাবনিবন্ধন অপ্রস্তুত বস্তুর বর্ণনদ্বারা প্রস্তুত বিষয়ের প্রতীতি হইলে অপ্রস্তুত প্রশংসা কহে। সৌসাদৃশ্যনিবন্ধন যথা :—

'চাতকে যাচিলে জল হইয়ে কাতর
মৌনভাবে কভু কি থাকয়ে জলধর।'

এস্থলে দাতা যাচককে বিমুখ করিতে পারেন না এই অর্থ বুঝাইতেছে।

প্রস্তুত বিষয়ের উল্লেখ থাকিলে অপ্রস্তুত প্রশংসা না হইয়া দৃষ্টান্তালঙ্কার হয়।

অর্থান্তরন্যাস।

সাধারণ বস্তুদ্বারা বিশেষ, ও বিশেষ বস্তুদ্বারা সামান্যের সমর্থন অর্থাৎ দৃঢ়তা সম্পাদন হইলে অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কার হয়। যথা :—

সহসা করনা কার্য্য ধৈর্য্য বাঁধ মনে
বিবেক বিরহে কষ্ট ঘটে পদে পদে।

এস্থলে সাধারণ দ্বারা বিশেষের সমর্থন হইতেছে।

"দশে মিলে করিলে মহৎ কার্য্য হয়
তৃণের সমূহ রজ্জু হস্তিরে বান্ধে হয়।"

এস্থলে বিশেষ দ্বারা সামান্যের সমর্থন হইতেছে। দৃষ্টান্ত অলঙ্কারে সামান্যবিশেষভাব নাই।

বিরোধ।

যে স্থলে পাঠমাত্র বিরোধের প্রতীতি, কিন্তু পর্য্যবসানে ভঞ্জন হয় তাহার নাম বিরোধ অলঙ্কার। যথা ঃ—

'অচক্ষু সর্ব্বত্র চান, অশ্রুব সর্ব্বত্র গতাগতি
কর বিনা বিশ্ব গড়ি, মুখ বিনা বেদ পড়ি,
সবে দেন সুমতি কুমতি।,

ঈশ্বরের পক্ষে সকল সম্ভবে, বলিয়া পর্য্যবসানে বিরোধের ভঞ্জন হইতেছে।

বিষম।

বিসদৃশ বস্তুদ্বয়ের সঙ্ঘটন হইলে বিষম অলঙ্কার হয়। যথা ঃ—

রত্নাকর ভাবি পশিনু জলধিজলে
কোথা রত্ন উদর পূরিল লোণাজলে।,

উল্লেখ।

এক মাত্র পদার্থের বিবিধপ্রকারের উল্লেখ করিলে উল্লেখ অলঙ্কার হয়। যথাঃ—

'বিদ্যা নামে তার কন্যা, আছিলা পরম ধন্যা
রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী,

এস্থলে বিদ্যাকে লক্ষ্মী ও সরস্বতী রূপে উল্লেখ করা হইয়াছে।

স্বভাবোক্তি।

পদার্থবিশেষের প্রকৃত অবস্থার বর্ণন যদি চমৎকারজনক হয়, তাহা হইলে তাহাকে স্বভাবোক্তি অলঙ্কার বলে। যথাঃ—

"পাখী সব করে রব রাত্রি পোহাইল
কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল
রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে
শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে"
ইত্যাদি। [১]

"খরতর বেগে রথ পিছু পিছু ধায়,
ঘাড় বাঁকাইয়া ঘোড়া পুন পুন চায়।
শরীরের পূর্ব্বভাগ শরাঘাত ভয়ে,
সম্মুখের দিকে যেন যাইছে সাঁধিয়ে।
শ্রমেতে বিবৃতমুখ হতে দুই ভিত,
পড়িছে ঘাসের গ্রাস অর্দ্ধেক চর্ব্বিত।
দেখ দেখ দীর্ঘ লম্ফ ঐ কৃষ্ণসার,
ভূমি হতে শূন্যেতে যাইছে বহুবার।"

ব্যাজস্তুতি।

নিন্দার ছলে স্তুতি, বা স্তুতির ছলে নিন্দা সূচিত হইলে ব্যাজস্তুতি অলঙ্কার হয়। যথাঃ—

'সভাজন শুন, জামতার গুণ,
বয়সে বাপের বড়।
কোন গুণ নাই, যেথা সেথা ঠাঁই,
সিদ্ধিতে নিপুণ দড়।
মান অপমান, সুস্থান কুস্থান,
অজ্ঞান জ্ঞান সমান।
নাহি জানে ধর্ম্ম, নাহি মানে কর্ম্ম,
চন্দনে ভস্ম জ্ঞেয়ান।

এস্থলে নিন্দাচ্ছলে মহাদেবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা প্রভৃতি গুণের উল্লেখ পূর্ব্বক স্তব করা হইয়াছে।

' খরধার করকা বর্ষিয়া জলধর,
চুতকলি দলি লভি কীর্ত্তি মহত্তর।'

এস্থলে স্তুতি চ্ছলে মেঘের নিন্দা হইতেছে।

ছন্দঃ প্রকরণ।

বর্ণসংখ্যা বা মাত্রা সংখ্যার কোন প্রকার নিয়মিত পরিমাণ বা বিভাগ অনুসারে পদাবলীর যে আবৃত্তি, তাহার নাম ছন্দ।

ছন্দ দুই প্রকার, মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর।

চারি চরণের কোনটীর শেষস্থ শব্দের সহিত যদি অন্য চরণের শেষস্থ শব্দের উচ্চারণগত মিল থাকে, তবে তাহাকে মিত্রাক্ষর ছন্দ কহে। মিত্রাক্ষর ছন্দে, হয় শুদ্ধ চরণের অন্তে, না হয় চরণ ও পদ উভয়ের অন্তেই মিল হইতে পারে। তোটক, পয়ার প্রভৃতি ছন্দে কেবল চরণের অন্তেই মিল থাকে, কিন্তু ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দে চরণ ও পদ উভয়ের অন্তেই মিল থাকে। যথাঃ—

" কান্তি মিল মৃগমদ নয়ন হিল্লোলে
কাঁদেরে কলঙ্কী চাঁদ মৃগ লয়ে কোলে"

পয়ার।

" অভিনব বারি, স্বভাব তাহারি,
নীচ মুখে বেগে ধায়।
কীট বৃক্ষ তৃণ, ভাসে অগণন,
পাণ্ডুর বরণ তায়।

অমিত্রাক্ষর ছন্দে চরণের অন্তে মিল থাকে না ও লেখক

যেখানে ইচ্ছা বিরাম করিতে পারেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচনা করিবার নিয়ম পয়ার রচনার ন্যায়। কোথাও কোথাও উহার—বৈপরীত্যও থাকে। মেঘনাদবধ প্রভৃতি অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত।

মিত্রাক্ষর ছন্দ।

মিত্রাক্ষর ছন্দ নানা প্রকার। তন্মধ্যে পয়ার, ত্রিপদী চৌপদী, ললিত, ও একাবলী কয়েকটীই প্রধান।

পদ্য পাঠ করিতে করিতে যে স্থলে নিশ্বাস ত্যাগ ও পুনর্ব্বার গ্রহণ, অর্থাৎ বিরাম করিতে হয়, তাহার নাম যতি।

প্রতি চরণে এত অক্ষরের পর যতি পড়িবে এরূপ কোন নিয়ম নাই, অর্থ ও উচ্চারণের সুশ্রাব্যতার প্রতি মনোযোগ রাখিয়া যেখানে ইচ্ছা বিরাম করিতে পারা যায়। পয়ার ছন্দে সচরাচর অষ্টম অক্ষরের পর যতি পড়িয়া থাকে।

পয়ার।

পয়ার ছন্দের প্রত্যেক চরণে চতুর্দ্দশ অক্ষর থাকে, এবং সপ্তম বা অষ্টম অক্ষরের পর যতি পড়ে যথা:—

"কৃষ্ণের বচন শুনি বলিলেন দেবী
বিষম পুত্রের শোক মনে মনে ভাবি।"

পয়ারের প্রত্যেক পংক্তিতে দুইটী করিয়া সমুদয়ে চারিটী চরণ। প্রতি পংক্তির প্রথম চরণে আট অক্ষর ও দ্বিতীয় চরণে ছয় অক্ষর।

পয়ার রচনা করিবার নিয়ম।

(১) যদি প্রথম শব্দটী দুই অক্ষরের হয়, তবে দ্বিতীয় তৃতীয় এই দুইটী শব্দ প্রত্যেকে দুই অক্ষরের, অথবা একটী চারি ও অপরটী দুই অক্ষরের হইবে। যথা ঃ—

'কন্যা দেখি দ্বিজ কিম্বা হইল অজ্ঞান।' [১]

'দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মুরতি।' [২]

[২] যদি প্রথম শব্দটী তিন অক্ষরের হয়, তাহা হইলে দ্বিতীয় শব্দটীও তিন অক্ষরের হইবে। যথা ঃ—

'সামান্য মনুষ্য বুঝি না হবে এ জন।'

(৩) যদি প্রথম শব্দটী চারি অক্ষরের হয়, তবে দ্বিতীয় শব্দটী চারি অক্ষরের অথবা দ্বিতীয় ও তৃতীয় শব্দ দুইটী প্রত্যেকে দুই বা তিন অক্ষরের হইবে। যথা ঃ—

'সিংহগ্রীব বন্ধুজীব অধরের তুল। (১)

খগরাজ পায় লাজ নাসিকা অতুল (২)

ঊর্দ্ধবাহু করিয়া আকর্ণ টানি গুণ' [৩]

(৪) প্রথম ও দ্বিতীয় এই দুইটী শব্দ দুই অক্ষরের হইলে, তৃতীয় শব্দটী চারি অক্ষরের হইবে, অথবা তৃতীয় ও চতুর্থ এই দুইটী শব্দ প্রত্যেকে দুই বা তিন অক্ষরের হইবে। যথা ঃ—

'এত যদি কহিলেন শ্রীরাম মাতারে, (১)

হেন পুত্র বনে রাজা পাঠান কি দোষে (২)

'এক সত্য পালহ পিতার অঙ্গীকার, [৩]

পূর্ব্বে পয়ার দুই পংক্তি ও চারি চরণে নিবদ্ধ হইত। এক্ষণে অনেকে চারি পংক্তি অর্থাৎ আট চরণে এক একটী পয়ারের শ্লোক শেষ করেন। এই পংক্তির মধ্যে প্রথমটীর তৃতীয়ের সহিত মিল হয়, অথবা প্রথমটী চতুর্থের সহিত মিলে

ও দ্বিতীয়টী তৃতীয়ের সহিত মিলে। কখন বা এই রূপে একটী বা দুইটী শ্লোক সাঙ্গ করিয়া শেষে দুইটী পরস্পর মিলের পংক্তি থাকে। এইরূপ কৌশলে যে সকল পয়ার নিষ্পন্ন হয় তাহাদের নাম পর্য্যায়সম অর্দ্ধসম ও শেষসম। উদাহরণ পুস্তকের মধ্যে অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইবে।

রঙ্গিল পয়ার।

যে পয়ারের চতুর্থ অক্ষর অষ্টম অক্ষরের সহিত মিলে তাহার নাম রঙ্গিল পয়ার। ইহা একপ্রকার লঘুত্রিপদী। যথাঃ—

' দেখ দ্বিজ, মনসিজ, জিনিয়া মুরতি
পদ্মপত্র, যুগ্মনেত্র, পরশয়ে শ্রুতি।,

ভঙ্গ পয়ার।

প্রথম চরণে মিত্রাক্ষর মিলিত পদদ্বয়ে আট আট অক্ষর, ও দ্বিতীয় চরণে চতুর্দ্দশ অক্ষর, অর্থাৎ ভঙ্গ পয়ারের প্রথম চরণ আট অক্ষরে নিবদ্ধ হয়, ও তাহার পুনরাবৃত্তি দ্বারা দ্বিতীয় চরণ হয় যথাঃ—

' পণে জাতি কেবা চায়, পণে জাতি কেবা চায়,
প্রতিজ্ঞায় যেই জিনে সেই লয়ে যায়।,

হীনপদ পয়ার।

প্রথম চরণে আট অক্ষর ও দ্বিতীয় চরণে চতুর্দ্দশ অক্ষর। যথা ঃ—

' তব উপদেশ বাণী
অন্তরে জাগিছে মোর দিবস রজনী।'

এক্ষণে অনেকে পয়ারের চতুর্দ্দশ অক্ষরের পরে এই এক অক্ষর, বা দুই, তিন, চারি, পাঁচ, বা ছয়, অক্ষর পর্য্যন্ত বসাইয়া পয়ারের নূতন নূতন প্রকার রচনা করেন। পঞ্চদশ অক্ষরের একটী উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

' কেন না শুনেছি পুরা, তিন লোকে কয় হে
অনলেতে কাটয়ে অনল, বিষে বিষক্ষয় হে।'

ত্রিপদী।

ত্রিপদী ছন্দে তিনটি করিয়া পদ থাকে, এবং পদে পদে ও চরণে চরণে মিত্রাক্ষর হয়, অর্থাৎ প্রথম ও দ্বিতীয় পদের পরস্পর মিল থাকে, আর তৃতীয় পদটী যুক্ত চরণের তৃতীয়পদের সহিত মিলে। ত্রিপদী দুই প্রকার লঘুত্রিপদী ও দীর্ঘ ত্রিপদী।

লঘুত্রিপদী।

লঘুত্রিপদীর প্রথম ও দ্বিতীয় পদে ছয় ছয় অক্ষর ও শেষ পদে আটটী অক্ষর থাকে। যথা ঃ—

' কৈলাস ভূধর, অতি মনোহর,
কোটি শশি পরকাশ।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর, যক্ষ বিদ্যাধর,
অপ্সর গণের বাস ।,

তরল ত্রিপদী।

প্রথম ও দ্বিতীয় পদে ছয় ছয় অক্ষর এবং শেষপদে নয় অক্ষর। যথাঃ—

"শুনি সবিশেষ করিলা প্রবেশ,
তাতে স্বর্গ প্রায় পায় রে।
কহিছে মদনে, নৃপের সদনে,
দেখিবে চল তথায় রে।"

ভঙ্গ লঘু ত্রিপদী।

ইহার প্রথম চরণে দুইটী পদ থাকে, এই দুই পদ আটটী করিয়া অক্ষরে নিবদ্ধ এবং পরস্পর ও যুগ্ম চরণের শেষ পদের সহিত মিলিত। দ্বিতীয় চরণটী লঘুত্রিপদী। যথাঃ—

'ওরে বাছা ধূমকেতু, মা বাপের পুণ্যহেতু
ফেটে ফেল চোরে, ছেড়ে দেহ মোরে,
ধর্ম্মের বান্ধহ সেতু।'

হীনপদা লঘুত্রিপদী।

প্রথম চরণে আট অক্ষর যুক্ত একটী মাত্র পদ থাকে, কিন্তু দ্বিতীয় চরণ অবিকল ত্রিপদীর ন্যায়। যথাঃ—

'বহে মারুতলহরী
অঙ্গ পুলকিত, প্রাণ উল্লসিত
অন্তর তুষিত করি।'

দীর্ঘ ত্রিপদী।

দীর্ঘ ত্রিপদীতে প্রত্যেক চরণে ছাব্বিশটী অক্ষর থাকে, প্রথম ও দ্বিতীয় পদে আট আটটী করিয়া ষোলটী ও শেষ পদে দশটী। যথাঃ—

"ভবানীর কটুভাষে, লজ্জা হৈল কৃত্তিবাসে,
ক্ষুধানলে কলেবর দহে।
বেলা হৈল অতিরিক্ত, পিত্তে হৈল গলা তিক্ত,
বৃদ্ধ লোকে ক্ষুধা নাহি সহে।"

ভঙ্গ দীর্ঘত্রিপদী।

ইহার প্রথম চরণে দশ অক্ষরযুক্ত দুইটী পদ থাকে, এই দুইটী পরস্পর ও শেষ চরণের শেষ পদের সহিত মিলে। দ্বিতীয় চরণটী অবিকল দীর্ঘ ত্রিপদী। যথাঃ—

"হায়রে বিধাতা নিদারুণ, কোন দোষে হইলি বিগুণ
আগে দিয়া নানা দুখ, মধ্যে দিল কত সুখ
শেষে দুখ বাড়ালি দ্বিগুণ।"

হীনপদা দীর্ঘত্রিপদী।

ইহার প্রথম চরণে দশ অক্ষরযুক্ত একটী পদ থাকে, কিন্তু দ্বিতীয় চরণ দীর্ঘ ত্রিপদী। যথাঃ—

"কহে লক্ষ্মী শুন গৌরীপতি,
কহিতে না আইসে মুখে, অন্ন নাহি মোর ঘরে,
আজি বড় দৈবের দুর্গতি।"

চতুষ্পদী বা চৌপদী ।

চতুষ্পদী ছন্দে মিত্রাক্ষরাদির নিয়ম ত্রিপদীর ন্যায়, বিশেষের মধ্যে এই, অন্ত্য পদ অন্যান্য পদ অপেক্ষা সচরাচর অল্পাক্ষরযুক্ত হইয়া থাকে। চৌপদী দুই প্রকার দীর্ঘ ও লঘু।

দীর্ঘ চৌপদী।

ইহার প্রথম তিন পদে আট আট অক্ষর ও শেষ পদে ছয় অক্ষর থাকে। কখন কখন এই নিয়ম অপেক্ষা অক্ষর অল্পও হয়, অধিক হয়। যথাঃ—

"মিছা দারা সুত লয়ে,　　মিছা সুখে সুখী হয়ে,
যে রহে আপনা কয়ে, সে মজে বিষাদে।
সত্য ইচ্ছা ঈশ্বরের,　　আর সব মিছা ফের,
ভারত পেয়েছে টের গুরুর প্রসাদে।"

লঘু চতুষ্পদী।

ইহার প্রথম তিন পদের ছয়টী করিয়া আঠারটী অক্ষর ও শেষ পদে সচরাচর পাঁচ অক্ষর থাকে, কিন্তু শেষ পদে ইহা অপেক্ষা অল্পও হয়। যথাঃ—

"শুন লোভ্য মান,　　যদি লোক স্থান,
না পাইয়া ত্রাণ,　তোমার মুখ।
তব গুণ ধরে,　　জানে ভূত জনে,
ভাবি দেখ মনে,　ছাড়িয়া দুখ।"

হীনপদা চতুষ্পাদী।

এই ছন্দও লঘু দীর্ঘাদিভেদে নানা প্রকার হইতে পারে। যথাঃ—

"ওরে আমার মাছি!
আহা কি নম্রতা ধর, এসে হাত যোড় কর,
কিন্তু কেন বারি কর, তীক্ষ্ণ শুঁড় গাছি।"

ললিত।

ললিত ছন্দে চৌপদীর ন্যায় চারিটী পদ থাকে, বিশেষের মধ্যে এই চৌপদীর প্রথম তিন পদে পরস্পর মিল থাকে, ললিতের কেবল প্রথম দুই পদে মিল, তৃতীয় পদে মিল থাকা আবশ্যক নহে। এই ছন্দ ও লঘু ও দীর্ঘ ভেদে দুই প্রকার।

লঘু ললিত।

ইহার প্রথম দুই পদে ছয় ছয় অক্ষর, শেষ পদে একাদশ অক্ষর ও ষষ্ঠ অক্ষরের পর যতি। যথাঃ—

নয়ন কেবল, নীল উৎপল,
মুখ শত দল, দিয়া গঠিল।
কুন্দে দন্ত পাতি, রাখিয়াছে গাঁথি,
অধরে নবীন পল্লব দিল।

দীর্ঘ ললিত।

প্রথম দুই পদে আট আট অক্ষর, শেষ পদে পঞ্চদশ অক্ষর ও অষ্টম অক্ষরের পর যতি। যথাঃ—

"বিধুত কবঙ্কী বলে, কলঙ্ক ধরেছে গলে
আমি মলে আর তার কি অধিক পুষিবে,
ভুজঙ্গের সঙ্গে থাকা, অঙ্গে তার বিষ মাখা,
সে চন্দনে তৈল দেহ, কেবা তারে রুষিবে।"

একাবলী।

এই ছন্দে প্রতি চরণে একাদশ অক্ষর থাকে,ও ষষ্ঠ বা পঞ্চম অক্ষরের পর যতি পড়ে। যথাঃ—

"উষাতে কৌমুদী, হয় মলিনী
নিদাঘে ম্লানা, যেন কমলিনী।"

দ্বাদশ অক্ষর থাকিলে ও ষষ্ঠ বা সপ্তম অক্ষরের পর যতি পড়িলেও একাবলী হয়। যথাঃ—

"অস্তগত হয়, যবে নিশাপতি,
মহীকে উজালে খদ্যোত ভাতি॥"

মিশ্রছন্দ।

এক্ষণে পয়ার, ত্রিপদী, চতুষ্পদী প্রভৃতি পরস্পর মিশ্রিত করিয়া নূতন নূতন ছন্দ রচিত হইতেছে, ইহাদিগকে মিশ্র ছন্দ কহে। একটী মাত্র উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

"ফেলিয়া দিয়াছি আজি যত অলঙ্কার
রতন মুকুতা হীরা সব আভরণ।
ছিঁড়িয়াছি ফুল মালা, জুড়াতে মনের জ্বালা
চন্দন চর্চ্চিত দেহে ভস্মের লেপন।
আর কি এ সবে সাধ, আছে গো রাধার।"

পদ্যের ভাষা।

পদ্যে পদের কোমলতাসম্পাদন করিবার জন্য কতকগুলি সংযুক্ত বর্ণ বিযুক্ত করিতে হয় অর্থাৎ সংযোগের মধ্যে অকার আগম হয়। যথাঃ—

সংযুক্ত বর্ণ	বিযুক্ত বর্ণ
বর্ণ।	বরণ।
দর্শন।	দরশন।
গর্জন।	গরজন।
বর্ষা।	বরিষা।
নির্দ্দয়।	নিরদয়। ইত্যাদি।

পদ্যে এরূপ অনেক শব্দ ব্যবহৃত হয় যাহা গদ্যে ও চলিত ভাষায় ব্যবহৃত হয় না। যথা "উপজে" "নেউটিল" "এবে ইত্যাদি। এতদ্ভিন্ন অনেক স্থলে ব্যাকরণের সূত্রের বিপর্য্যয় করিতে হয়। সে যাহা হউক এই সকল নিয়ম পুস্তকে নির্দ্দেশ করিয়া শেষ করা যায় না, পদ্যপাঠ করিতে করিতে পাঠক স্বয়ং এ সকল নিয়ম বুঝিতে পারিবেন। উপরে যে সকল ছন্দে লক্ষণ ও উদাহরণ প্রদত্ত হইল, তদ্ভিন্ন বাঙ্গালা ভাষার উন্নতির সহিত আরও অনেক প্রকার নূতন ও সংস্কৃতমূলক ছন্দ অধুনা এই ভাষায় প্রবেশ করিতেছে। এই সকলের বিশেষ দেখিবার জন্য বাবু নীলমণি মুখোপাধ্যায় প্রণীত নববোধ ব্যাকরণের ছন্দঃ প্রকরণ পাঠ করে।

পদ্য প্রকাশ।

তৃতীয় ভাগ।

বৃক্ষশ্রেণী।

এই যে বিটপিশ্রেণি হেরি সারি সারি,
কি আশ্চর্য্য শোভাময় যাই বলিহারি!
কেহ বা সরল সাধুহৃদয় যেমন,
ফলভরে নম্র কেহ গুণীর মতন,
যখন মানবকুল ধনবান হয়,
তখন তাদের শির সমুন্নত রয়;
কিন্তু ফলশালী হলে এই তরুগণ,
অহঙ্কারে উচ্চশির না করে কখন!
ফলশূন্য হলে সদা থাকে সমুন্নত,
নীচপ্রায় কারু ঠাঁই নহে অবনত!
কঠিন অপ্রিয়বাক্য করিলে শ্রবণ,
রক্তজবা-রাগ ধরে মনুজলোচন;

ইহাদের শির পরে ফোঁটা নিক্ষেপণে,
সুফল প্রদান করে বিনম্রবদনে।

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।

নদী।

ত্যজিয়া জনকালয়, (১) ত্বরান্বিত অতিশয়,
কোথায় গমন স্রোতস্বতি!
নাহি অবসর নিরন্তর হেরি গতি॥
পশ্চাতে নাহিক চাও, সম্মুখে সতত ধাও,
ব্যস্ত এত কাহার কারণ।
সাগর সখারে বুঝি করিতে দর্শন?
কত দেশ মনোহর, সুন্দর কত নগর;
কতই প্রান্তর হয়ে পার।
অনন্ত অর্ণব তরে গতি অনিবার॥
প্রিয় উপহার তরে, কতই সংগ্রহ করে,
রাখিয়েছ আপন অন্তরে।
কিসের অভাব বল আছে রত্নাকরে॥
অথবা আছে এমন, যেবা যার প্রিয়জন,
যা দেয় তাতেই তার তুষ্ট মন।
যথা কুমুদিনী মধু [illegible] [illegible]

---

(১) জনকালয়—উৎপত্তিস্থান, অর্থাৎ পর্বত।

কিন্তু যবে বসুধায়, [illegible] কায়,
তবুও আসিত কেবা নয় ।
কে আছে এমন যে বিক্রম তব বয় ॥
বাড়াইয়া অধিকার, তাজ কুল আপনার,
নাহি মান উপরোধ কার ।
সম্মুখে পড়িলে নাই কাহারও নিস্তার ॥
সদা কল কল স্বর, উন্মত্ত নিরন্তর,
অন্তরে নাহিক কারে ভয় ।
ঐশ্বর্য্য উদয়ে গর্ব্ব করে নাহি হয় ॥
ভ্রমি দেশ শত শত, হেরিলে অপূর্ব্ব কত,
সবারে কহিতে সে সম্বাদ ।
যাইছ সাগরে আর ধরে না আহ্লাদ ॥
সরল তোমার মন, যখন সঙ্গিনীগণ,
আসিয়া মিলিত তব সনে ।
দ্বিগুণ বাড়ে হরষ ঈর্ষা [illegible] মনে ॥
অপকারী কারো নহ, সকল যে দেশে রহ,
কর তাদের কত উপকার ।
অতুল [illegible] ॥
বহু উপকার করে, অন্য দেশ দেশান্তরে,
পরিপূর্ণ দ্রব্যগণ [illegible]
যাতায়াত [illegible] ॥

অসীম প্রবাহ তার, অনায়াসে কর পার,

এ ধার তো শুধিবার নয়।

পর-তরে ক্লেশ বহে কেবা এত সয় ?

নাহিক ঘৃণার লেশ, দুর্গন্ধ দ্রব্য অশেষ,

অবিরত করহ বহন।

যে যা দেয় তাতেই তোমার তুষ্ট মন ॥

করি নিজ বারি দান, রাখহ সবার প্রাণ,

কি বা জলস্থলচরগণ।

কে বা নর ধনী বল তোমার মতন ?

কিন্তু বল শৈবলিনি, পতিসুখে আহ্লাদিনি,

সুধাই তোমারে এবে তাই।

তোমার অন্তরে কৈ কৃতজ্ঞতা নাই ?

তোমার জনক শৈল, এখন কোথায় রৈল,

ত্যজিলে কি তারে একেবারে।

ফিরিবেনা কভু বুঝি হেরিতে পিতারে ?

কিন্তু দেখ পিতৃমন, নিশ্চিন্ত নহে কখন,

এত যে হয়েছ দেশান্তর।

তথাপি জীবন (১) তব পাছে নিরন্তর ॥

---

(১) জীবন—এস্থলে জীবন শব্দটি দ্ব্যর্থ, পর্ব্বত নিরন্তর জল দান করিয়া নদীর জীবন রক্ষা করিতেছে।

তারি বলে স্রোতস্বতি, চলেছে প্রভাববতী
তারি বলে গরজে গম্ভীরে।
নতুবা কি পেতে কভু প্রিয়দরশন ?
মিশিলে সাগরবরে, ত্যজিতে কি মন সরে,
কে তোমারে দোষ দিবে তায়।
রত্নের আকরে বল কে ত্যজিতে চায় ?
যবে থাক দেশান্তরে, সতত শিখাও নরে
স্রোতমত চঞ্চল জীবন—
নিরন্তর বহিছে, কিন্তু ক্ষয় অনুক্ষণ ॥
প্রথমে নির্ম্মল রয়, ক্রমে কলুষিত হয়
কাম ক্রোধ লোভ তাতে যত—
ভীষণ কুম্ভীরমত ভ্রমে অবিরত ॥
কখন সুস্থির নয়, ক্ষণেতে তরঙ্গোদয়,
দেশে দেশে সতত ভ্রমণ।
অপার কালসাগরে চরমে পতন ॥

গান্ধারীর খেদ ও কৃষ্ণের প্রতি শাপ।

কৃষ্ণের বচন শুনি বলিলেন দেবী।
বিষম পুত্রের শোকে দহে মরে জ্বালি ॥
শুন কৃষ্ণ তব [illegible]
পুত্রশোকে আর মোর না রহে জীবন ॥

কুপুত্রে সুপুত্রে এক মায়ের সমান।
পাসরিতে নারি পারে মায়ের পরাণ ॥
দেখ কৃষ্ণ এক শত পুত্র মহাবল।
ভীমের গদায় মোর মরিল সকল ॥
শুন ওই বধূগণ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদে।
যাহাদের দেখে নাই কভু সূর্য্য চাঁদে ॥
শিরীষকুসুম জিনি সুকোমল তনু।
দেখিয়া যাদের রূপ রথ রাখে ভানু ॥ [১]
হেন সব বধূগণ পড়ি কুরুক্ষেত্রে।
ছিন্নকেশ মুক্তবেশ দেখ তুমি নেত্রে ॥
ঐ দেখ হাহা করে নারী পতিহীনা।
কণ্ঠশব্দ শুনি যেন নারদের বীণা ॥
পতিহীনা কত নারী বীরবেশ ধরি।
ঐ দেখ নৃত্য করে হাতে অস্ত্র করি ॥
সহিতে না পারি শোকে শান্ত নহে মন।
আমা ত্যজি কোথা গেল পুত্র দুর্য্যোধন ?
হে কৃষ্ণ দেখহ মম পুত্রের অবস্থা,
যাহার মস্তকে ছিল স্বর্ণের ছাতা ॥

---

(১) অর্থাৎ যাহাদের রূপ এত [illegible] ও মনোহর যে সূর্য্যদেব স্বয়ং রথের [illegible] রথ রক্ষা করেন।

নানা আভরণে যার তনু সুশোভিত।
সে তনু ধুলায় আজি দেখ যদুসুত॥
সহজে কাতর বড় মায়ের পরাণ।
সুপুত্র কুপুত্র দুই মায়ের সমান॥
এককালে এত শোক সহিতে না পারি।
বুঝাইবে কি বলিয়া আমাকে কংসারি॥ (১)
পুত্রশোকে শেল হেন বাজিছে হৃদয়।
দেখাবার হলে দেখাতাম মহাশয়॥
সংসারের মধ্যে শোক আছয়ে যতেক।
পুত্রশোক তুল্য শোক নহে আর এক॥
গর্ভেতে ধরিয়া পরে করয়ে পালন।
যেই সে বুঝিতে পারে পুত্রের মরণ॥
এ শোক সহিবে কেবা আছয়ে সংসারে।
বিবরিয়া বাসুদেব কহ দেখি মোরে॥
সহিতে না পারি আমি হৃদয়েতে তাপ।
ভাবিতে উঠয়ে মনে মহা মনস্তাপ॥
মহাবলবন্ত মোর শতেক নন্দন।
বুঝাইবে কি দিয়া আমাকে কৃষ্ণধন॥
মহারাজ দুর্য্যোধন লোটায় ভূতলে।
চরণ পূজিত যার নৃপতিমণ্ডলে॥

(১) কংসারি—কংস নামক অসুরের প্রাণবধ করিয়াছিলেন বলিয়া কৃষ্ণের নাম কংসারি অর্থাৎ কংসের শত্রু হইয়াছে।

ময়ূরের পাখে যার চামর ব্যজন।
কুক্কুর শৃগাল তারে করয়ে ভক্ষণ॥
সহিতে না পারি আমি এসব যন্ত্রণা।
শকুনি (১) দিলেক যুক্তি খাইয়া আপনা॥
কাতর না ছিল রণে আমার নন্দন।
সমর করিয়া সবে ত্যজিল জীবন॥
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম মৃত্যু সম্মুখ সংগ্রামে।
তাহাতে না ভাবি আমি দুঃখ কোনক্রমে॥
কিন্তু এক হৃদয়ে রহিল বড় ব্যথা।
সংগ্রামে আইল দুর্য্যোধনের বনিতা॥
এই দুঃখ যদুপতি না পারি সহিতে।
ওই দেখ বধূগণ আলুথালু তাতে॥
অতএব ব্যগ্র বড় হইয়াছি আমি।
আর এক নিবেদন শুন কৃষ্ণ তুমি॥
মরিলেক শত পুত্র না আছে সন্ততি।
বৃদ্ধকালে রাজার হইবে কিবা গতি॥
পাণ্ডুর নন্দন রাজ্য লবে আপনার।
পুত্র নাহি কেবা আনি যোগাবে আহার॥

---

(১) শকুনি—কৌরবদিগের শালা খেলিবার মন্ত্রণা দেয় এবং পাশা খেলা হইতেই কুরুপাণ্ডবের বিবাদ হইয়া পরিশেষে সর্ব্বনাশকর যুদ্ধ হয়।

জলাঞ্জলি দিতে কেহ নাহি পিতৃগণে।
এই হেতু ক্রন্দন করিব রাত্রি দিনে ॥
কি বলিব ওহে কৃষ্ণ কহিতে না পারি।
আজি হইতে শূন্য হৈল হস্তিনানগরী ॥ (১)
কহিতে কহিতে ক্রোধ বাড়িলেক অতি।
পুনরপি কহিলেন বাসুদেব প্রতি ॥
শুনিয়াছি আমি সব সঞ্জয়ের মুখে।
কিবা অনুযোগ আমি করিব তোমাকে ॥
ওহে কৃষ্ণ যদুনাথ দেবকীকুমার।
তোমা হৈতে হৈল মোর বংশের সংহার ॥
ভেদ জন্মাইলা দুই দিকে যদুপতি।
না পারি কহিতে দেব তোমার প্রকৃতি ॥
কৌরব পাণ্ডব তব উভয় সমান।
তাহে ভেদ করা যুক্ত নহে মতিমান ॥
ধর্ম্ম আত্মা যুধিষ্ঠির কিছু নাহি জানে।
সংগ্রামে প্রবৃত্ত ধর্ম্ম তোমার সন্ধানে ॥
না আছে হিংসার লেশ ধর্ম্মের শরীরে।
ভেদ জন্মাইলা তুমি কহিয়া তাহারে ॥
যদি বিবাদ হৈল ভাই দুই জনে।
তোমার উচিত নহে উপস্থিত রণে ॥

(১) হস্তিনা—অধুনাতন দিল্লী নগরের সান্নিধ্যে অবস্থিত ছিল পূর্ব্বকালে হস্তী নামে চন্দ্রবংশীয় রাজা ছিলেন। তৎকর্ত্তৃক সংস্থাপিত বলিয়া হস্তিনাপুর এই নাম হইয়াছে।

তারে বন্ধু বলি যেই করায় সমতা ।
তুমি দিলা শিখাইয়া বিবাদের কথা ॥
কহিতে তোমার কথা দুঃখ উঠে মনে ।
সমান সম্বন্ধ তব কুরু-পাণ্ডু সনে ॥
বরণ করিতে তোমা গেল দুর্য্যোধন ।
পালঙ্কে আছিলা তুমি করিয়া শয়ন ॥
জাগিয়া আছিলা তুমি দেখি দুর্য্যোধনে ।
কপটে মুদিয়া আঁখি নিদ্রা গেলা মনে ॥
পশ্চাতে অর্জ্জুন গেল সে কথা জানিয়া ।
উঠিয়া বসিলা মায়া নিদ্রা উপেক্ষিয়া ॥
সারথি হইলা তুমি অর্জ্জুনের রথে ।
সমান সম্বন্ধ তব রহিল কি মতে ?
তোমার উচিত ছিল শুন যদুপতি ।
সৈন্য নাহি দিতে, তুমি না হতে সারথি ॥
তবে সে হইত যাতে সমান সম্বন্ধ ।
তোমার উচিত নহে কপট প্রবন্ধ ॥
তার পর এক কথা শুন যদুসুত ।
করিলা দারুণ কার্য্য শুনিতে অদ্ভুত ॥
মধ্যস্থ হইয়া যবে গিয়াছিলা তুমি ।
চাহিলা যে পঞ্চগ্রাম † শুনিয়াছি আমি ।

† ইন্দ্রপ্রস্থ, বৃকপ্রস্থ, জয়ন্ত, বারণাবত ও অপর একটী গ্রাম ।

না দিলেক পুত্র মোর কি ভাবিয়া মনে।
আসিয়া কহিলা তুমি পাণ্ডুর নন্দনে ॥
সদাচার পাণ্ডুপুত্র রাজ্যে নাহি মন।
তাকে তুমি ভেদ করি কহিলা বচন ॥
আপনি করিলা ভেদ কৌরব পাণ্ডবে।
নহে তুমি প্রবৃত্ত হইলা কেন তবে ॥
সেই কালে ঘরেতে যাইতে যদি তুমি।
সমস্নেহ বলি তবে জানিতাম আমি ॥
যুদ্ধযুক্তি দিলা তুমি পাণ্ডুর কুমারে।
প্রবঞ্চনা করি কৃষ্ণ ভাণ্ডিলে আমারে ॥
জানিলাম তুমি সব অনর্থের মূল।
করিলা বিনাশ তুমি যত কুরুকুল ॥
কহিতে তোমার কর্ম্ম বিদরয়ে প্রাণ।
তবে কেন বল তুমি উভয় সমান ॥
আমি সব শুনিয়াছি সঞ্জয়ের মুখে।
না কহিলে স্বাস্থ্য নাহি জানাই তোমাকে ॥
কি কহিতে পারি আমি তোমার সম্মুখে।
উচিত কহিতে পাছে পড় মনোদুখে ॥
পুত্রশোকে কলেবর পুড়িছে আমার।
বল দেখি হেন শোক হয়েছে কাহার ॥
যাবত শরীরে মোর রহিবেক প্রাণ।
তাবত জ্বলিবে দেহ অনল সমান ॥

শুন কৃষ্ণ আজি শাপ দিবই তোমারে।
তবে পুত্রশোক মোর ঘুচিবে অন্তরে॥
অন্যথা আমার বাক্য না হবে লঙ্ঘন।
জ্ঞাতিগণ হৈতে কৃষ্ণ হইবে নিধন॥
পুত্রগণশোকে আমি যত পাই তাপ।
পাইবা যন্ত্রণা তুমি এই অভিশাপে॥
শুন মোর বধূ সব করিছে ক্রন্দন।
এই মত কান্দিবেক তব বধূগণ॥
তুমি যথা ভেদ কৈলা কুরু পাণ্ডবেতে।
যদুবংশে তথা হবে আমার শাপেতে॥
কৌরবের বংশ যেন হইল সংহার।
শুন কৃষ্ণ এই মত হইবে তোমার॥

কাশীদাস।

ঊষা।

অয়ি সুখময়ি ঊষে! কে তোমারে নিরমিল?
বালার্ক [১] সিন্দূর ফোঁটা, কে তোমার শিরে দিল?
হাসিতেছে মৃদু মৃদু, আনন্দে ভাসিছে সবে,
কে শিখাল এই হাসি, কেবা সে, যে হাসাইল?
জগত মোহিত করি, গাইছ বিপিনে কারে?
বল কে সে, পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিছ যারে?

(১) বালার্ক—তরুণ সূর্য্য। নবোদিত সূর্য্যের বর্ণ সিন্দুরের ন্যায় সুন্দর ও মনোহর। সুতরাং নবোদিত সূর্য্য ঊষাদেবীর সীমন্তে সিন্দুর-বিন্দুর ন্যায় শোভা পায়; এটী একটী অতি চমৎকারজনক ভাব।

কমল নয়ন খুলে, কার পানে চেয়ে আছ,
কার, তরে ঝরিতেছে, প্রেম অশ্রু নিরমল ?
এই ছিল জীবগণ, মৃতপ্রায় অচেতন,
তব দরশন মাত্র, পাইল নব জীবন,
বারেক আমারে তুমি, দেখাও দেখিব তারে,
হেন সঞ্জীবনী শক্তি (১), কে তোমারে প্রদায়িল !

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার ।

রসাল ও স্বর্ণ-লতিকা ।

রসাল কহিল উচ্চে স্বর্ণলতিকারে,—
"শুন মোর কথা, ধনি (২) নিন্দ বিধাতারে !
নিদারুণ তিনি অতি-
নাহি দয়া তব প্রতি,
তেঁই ক্ষুদ্রকায়া করি সৃজিলা তোমারে !
মলয় বহিলে, হায়,
নতশিরা তুমি তায়,
মধুকর-ভরে তুমি পড় লো হেলিয়া ;

(১) সঞ্জীবনী শক্তি—জীবন প্রদান করিবার শক্তি। প্রাতঃকালে যাবৎ পদার্থই যেন নূতন হইয়া উঠে। জীবগণ নিদ্রাদ্বারা দিবসের ক্লান্তিনিবারণ পূর্ব্বক প্রাতঃকালে যেন পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠে।
(২) ধনী শব্দে স্ত্রীলোক বুঝায়।

হিমাদ্রিসদৃশ আমি,
ঘন-বৃক্ষ কুল স্বামী,
মেঘলোকে উচ্চে শির আকাশে ফেলিয়া
কালাগ্নির মত তপ্ত তাপন তপন,—
আমি কি ডরাই কখন ?
দূরে রাখি গাভি-দলে,
রাখাল আমার তলে,
বিরাম লভয়ে অনুক্ষণ,—
শুন, ধনি, রাজ-কাজ দরিদ্র পালন !
আমার প্রসাদ ভুঞ্জে পথ-গামী জন ।
কেহ অন্ন রাঁধি খায়,
কেহ পড়ি নিদ্রা যায়,
এ রাজ-চরণে ।
শীতলিয়া মোর তরে
সদা আসি সেবা করে
মোর অতিথির সেবা আপনি পবন ।
মধু-মাখা কথা মোর বিখ্যাত ভুবনে !
তুমি কি তা জাননা ললনে ?
দেখ মোর ডাল-রাশি
কত পাখী বাঁধে আসি
বাসা এ আগারে !
ধন্য মোর জনম সংসারে !

কিন্তু তব দুঃখ দেখি নিত্য আমি দুখী ;
নিন্দ বিধাতায় তুমি, নিন্দ বিধুমুখি ।"
নীরবিলা তরুরাজ, উড়িল গগনে
যমদূতাকৃতি মেঘ গম্ভীর স্বননে ; (২)
আইলেন প্রভঞ্জন,
সিংহনাদ করি ঘন,
যথা ভীম ভীমসেন কৌরব-সমরে ;
মহাঘাতে মড়মড়ি
রসাল ভূতলে পড়ি,
হায়, বায়ুবলে
হারাইলা আয়ু সহ দর্প বনস্থলে !
উর্দ্ধশির যদি তুমি কুল মান ধনে ;
করিও না ঘৃণা তবু নীচশির জনে ।

* * *

মাইকেল মধুসূদন দত্ত ।

রাজপুত সাধুর বিবরণ।

যশল্মীর অন্তঃপাতি, দেশে ছিল ভটিজাতি,
অধিপ অনঙ্গদেব তার ;

(২ স্বননে—স্বনন অর্থাৎ শব্দ করিয়া ।

পুগল দেশের নাম ;　　উাঁর পুত্র গুণধাম
সাধুনামা বিক্রম আধার ।
মহাপরাক্রান্ত বীর,　　কভু নহে নতশির,
প্রতাপেতে প্রখর-তপন ;
সঙ্গে সব সহচর,　　শূরবীর পরিকর
প্রভুর সেবায় প্রাণপণ ।
চঠ ধর্ম্মে রত অতি,　　কঠ কঠ সদাগতি,
সদাগতি (১) পরাভূত তায় ।
দড়ে বড় দড় বড়,　　অশ্বচালনায় দড়
ছোট বড় জানা নাহি যায় ।
হয় যবে মনোরথ,　　পাঁচ দিবসের পথ,
পাঁচ দণ্ডে উপনীত হয় ।
ধনিক বণিকগণ,　　ভীত-চিত্ত অনুক্ষণ,
কখন আসিয়ে লুটে লয় ।
বাল বৃদ্ধ বনিতারে,　　সদা তোষে সদাচারে,
সদা সমাদরে রক্ষা করে ।
কিন্তু মিলে সমযোগ্য,　　সমর রসের ভোগ্য,
একেবারে ভীমবেশ ধরে !
বিশেষ যবন প্রতি　　সরোষ আক্রোশ অতি ;
অলিতাঙ্গ হয়ে একেবারে,

(১) সদাগতি—বায়ু ।

লাফ দিয়ে চড়ে ঘাড়ে, ভূমিতলে টেনে পাড়ে,
খণ্ড খণ্ড করে তরবারে।
পূর্ব্বদিকে বিষ্ণুপদী, (২) পশ্চিমেতে সিন্ধুনদী,
মাথুর শূরত্ব অধিকার ;
বিনশন (৩) মহাটবী, যথা খর রবি-ছবি,
মরীচিকা [৪] করে আবিষ্কার।
ব্যাপিয়া বৃহৎ দেশ, নাহি বারি-বিন্দু-লেশ
নাহি ছায়া নাহি তরুলতা,
দূরে থেকে দৃষ্ট হয়, অপরূপ জলাশয়,
তাহে চারু তটিনী সঙ্গতা !
তটে পুষ্প উপবন, শোভা পায় সুশোভন,
বৃক্ষ বল্লী ছায়া করে দান ;

(২) বিষ্ণুপদী—গঙ্গা। বিষ্ণুর পদ হইতে গঙ্গার উৎপত্তি হইয়াছিল এই জন্য গঙ্গাকে শাস্ত্রে বিষ্ণুপদী কহে।

(৩) কুরুক্ষেত্রের পশ্চিম।

[৪] মরীচিকা—মরীচিকা—মৃগতৃষ্ণা। মধ্যাহ্নকালের প্রখর রৌদ্রে বিস্তীর্ণ প্রান্তর দিয়া ভ্রমণ করিবার কালে পথিকেরা কখন কখন এই অদ্ভুত ব্যাপার নয়নগোচর করে। ঐ সময়ে পথিকেরা হঠাৎ অদূরে পুষ্করিণী, উদ্যান প্রভৃতি দেখিতে পাইয়া তদভিমুখে ধাবমান হয়, কিন্তু পথিক যতই অগ্রসর হইতে থাকে সম্মুখে পরিদৃশ্যমান পদার্থ সকল ততই অন্তর হয় এবং পরিশেষে একবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়। ফলতঃ এই সকল ব্যাপার কেবল ভ্রমমাত্র। বহুদূরস্থ দেশের পদার্থ সকলের প্রতিবিম্ব মেঘে ও সূর্য্যকিরণে প্রতিফলিত হইয়া ঐ রূপ আকার ধারণ করে।

শ্রান্ত-পান্থ চিত্তহর, নয়নের তৃপ্তিকর,
ভাল বটে, ভাস্থর এ ভাগ !
সাধু এই বিনশনে, সহচরগণ সনে,
অনায়াসে করিত ভ্রমণ ;
মরীচিকা তুচ্ছ করি, ভয়ানক বেশ ধরি,
করেছিল গহন শাসন ।
পাঁচ হাতিয়ার ধরা, আপাদ মস্তক পরা,
অয়স্ রচিত পরিচ্ছদ ;
সুশোভিত সন্নহন, (৫) শব্দ হয় ঝন্ ঝন,
ঝক্ মক্ ঝলক বিশদ ।
শীতল কঠোর ধর্ম্ম, অসিচর্ম্ম আর বর্ম্ম,
সাজ শয্যা তাহাই সকল ;
ঢালেতে রাখিয়ে শির, নিদ্রা যেত যত বীর,
সেই ঢাল, ভোজন-ভাজন !
কটিতটে চন্দ্রহাস, (৬) চন্দ্রহাস পরকাশ,
তাহে সিদ্ধ নানা প্রয়োজন ।
দিবা নিশি এক সাজ, অভিপ্রেত এককাজ,
অস্ত্র শস্ত্র তিলেক না ছাড়ে :
বীর রসে বিচক্ষণ তাই মাত্র আলাপন,
উৎসাহ অনল হাড়ে হাড়ে ।

(৫) সন্নহন—সাজোয়া ।
(৬) তরবারি বিশেষ ।

কারু প্রতি ক্ষমা নাই ; হউক আপন ভাই,
সমুচিত শিক্ষা দিবে তারে ;
অন্যায় না সহ্য হয়, মিথ্যাবাদ নাহি সয়,
সত্যের পরীক্ষা তরবারে !
হায় কোথা সেই দিন, ক্রমে হয় তনু ক্ষীণ,
এ যে কাল পড়েছে বিষম ;
সত্যের আদর নাই, সত্যহীন সব ঠাঁই,
মিথ্যার প্রভুত্ব পরাক্রম ।
সব পুরুষার্থ শূন্য ; কিবা পাপ কিবা পুণ্য,
ভেদ জ্ঞান হইয়াছে গত ;
বীর কার্য্যে রত যেই, গোঁয়ার হইবে সেই,
ধীর, যিনি ভীরুতায় রত !
নাহি সরলতা-লেশ, ঘেরেছে পুরিল দেশ,
কিবা এর শেষ নাহি জানি ;
ক্ষীণ দেহ, ক্ষীণ মন, ক্ষীণ প্রাণ, ক্ষীণ পণ,
ক্ষীণ ধনে, ঘোর অভিমানী ।
হায় কবে দুঃখ যাবে, এ দশা বিলয় পাবে,
ফুটিবেক সুদিন প্রসূন !
কবে পুন বীর-রসে জগৎ ভরিবে যশে,
ভারত ভাস্বর হবে পুন ?

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ।

মেঘ ও চাতক।

উঠিল আকাশে মেঘ গরজি ভৈরবে।
ভানু পলাইলা ত্রাসে,
তা দেখি তড়িৎ হাসে,
বহিল নিশ্বাস ঝড়ে;
ভাঙ্গে তরু মড় মড়ে :—
গিরি শিরে চূড়া নড়ে,
যেন ভূকম্পনে।
অধীরা সভয়ে ধরা সাধিলা বাসবে!
আইল চাতক-দল,
মাগি কোলাহলে জল,—
তৃষায় আকুল মোরা, ওহে ঘনপতি,
এ জ্বালা জুড়াও, প্রভু, করি এ মিনতি!
বড় মানুষের ঘরে ব্রতে কি পরবে
ভিখারী-মণ্ডল যথা আসি ঘোর রবে,
কেহ আসে, কেহ যায়,
খেয়ে ফিরে পুনরায়;
আবার বিদায় চায়,
হস্ত যোড়ে সবে।
সেরূপে চাতক-দল,
উড়ি করে কোলাহল,—

"তৃষায় আকুল মোরা ওহে ঘনপতি,
এ জ্বালা জুড়াও জলে, করি এ মিনতি "
রোষে উত্তরিলা ঘনবর,—
অপরে নির্ভর যার অতি সে পামর।
বায়ুরূপ দ্রুতরথে চড়ি
সাগরের নীল পায়ে পড়ি
আনিয়াছি বারি,—
ধরার এধার ধারি,—
এই বারি পান করি
মেদিনী সুন্দরী,
বৃক্ষ লতা, শস্যচয়ে
স্তন-দুগ্ধ বিতরয়ে—
শিশু যথা বল পায়
সে রসে তাহারা খায়
অপরূপ রূপ-সুধা,—বাড়ি নিরন্তর,
তাহারা বাঁচায়, দেখ, পশু, পক্ষী, নর।
নিজে তুমি হীন-গতি,
জল গিয়া আনিবারে নাহিক শকতি।
তেঁই তাঁর হেতু বারি-ধারা,—
তোমরা কাহারা?
তোমাদের দিলে জল,
কভু কি ফলিবে ফল?

পাখা দিয়াছেন বিধি,—
যাও যথা জল-নিধি,
যাও যথা জলাশয়,
নদ নদী তড়াগাদি জল যথা রয়,
কি গ্রীষ্ম কি শীতকালে,
জল যেখানে পালে,
সেখানে চলিয়া যাও, দিনু এ যুকতি।
চাতকের কোলাহলে অতি।
রাগে তড়িতেরে ঘন কহিলা,
অগ্নিবাণে তাড়াও এ দলে।—
তড়িৎ প্রভুর আজ্ঞা মানিল।
পালায় চাতক, পাখা জ্বলে।
যা চাহ লভ তা সদা নিজ পরিশ্রমে,
এই উপদেশ কবি দিলা এই ক্রমে।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত।
(অ-পূর্ব্ব-প্রকাশিত)

নিদ্রা।

নাই আর এখন সে মিহির কিরণ,
তিমির করেছে গ্রাস মহীর বদন।
ঘুমাইছে কুলায় কুলায় পাখীগণ,
বাজেনা বিপিনে ঝিঁঝি বাজেনা এখন।

বিরত সংসার কার্য্যে শ্রান্ত নরগণ,
করিছে শয্যায় সবে বিশ্রাম গ্রহণ।
শান্তিবিনাশিনী নিদ্রা নয়নে বসিয়া,
করিছেন শান্তিনাশ, বন্ধন করিয়া!
নাহি তাঁর মনে কিছু ভেদাভেদ জ্ঞান,
ছোট বড় সকলেরে ভাবেন সমান।
ভূপের ভাবনা দূর করেন যেমন,
দীনের মনের দুঃখ হরেন তেমন।
হায় রে! দিবসে কত জননী দুখিনী,
প্রিয়তম পুত্রশোকে হয়ে উন্মাদিনী,
হাহাকারে ভরিয়াছে গগনমণ্ডল,
ঝর ঝর ঝরেছে নয়নে অশ্রুজল;
মনস্তাপনাশিনী নিদ্রার পরশনে,
নাহি আর তাদের সে সন্তাপ এক্ষণে!
নাই আর তাদের সে মুখে হাহাকার,
নাই আর নয়নযুগলে জলধার!
কত শত পতিহীনা অভাগিনীগণ,
জ্বলিয়াছে মনের আগুনে অনুক্ষণ,
মলিনবদনে দুখে বসিয়া বিরলে,
করিয়া কপোলদেশ ন্যস্ত করতলে,
সঙ্কুচিত করি দুটি কমল নয়ন,
পতির মোহিনী মূর্ত্তি করেছে চিন্তন;

অই দেখ তাদের সে অালাতন মন,
নিদ্রার শীতল ক্রোড়ে জুড়ায় এখন !
বিষয়ের দাস কত বিষয়িনিচয়,
বিষয় ব্যাঘাতে ছিল ব্যথিত হৃদয় ;
হেট করে মাথা দুটি জানুর ভিতরে,
ভাসিয়াছে কতরূপ চিন্তার সাগরে ;
থেকে থেকে একবার, ঊর্দ্ধদৃষ্টি করি,
ছাড়িয়াছে দীর্ঘশ্বাস পরিণাম [১] স্মরি :
দেখিয়াছে দশদিক আঁধার দিবসে,
অই দেখ সুস্থ তারা নিদ্রার পরশে !
স্নেহময়ী জননীর সজল নয়ন,
পত্নীর সহস্র গ্রন্থি মলিন বসন,
ক্ষুধাকুল প্রিয়তম তনয়ের মুখ,
দুখরূপ শেলে যার বিঁধিয়াছে বুক,
দয়াময়ী নিদ্রা অই, কর পরশনে,
করেছেন যত্নে তার সে শেল মোচন ।
অয়ি নিদ্রে ! ভবজন-তাপনিবারণে !
প্রণিপাত প্রণিপাত তোমার চরণে !
তোমার মতন দুখ হরণ-তৎপর,

[১] পরিণাম স্মরি—পরিণামে অর্থাৎ ভবিষ্যতে কি ঘটিবে ইহা আন্দোলন করিয়া।

কে আছে কে আছে আর ভুবন ভিতর ?
সম্পদ সক্ষম নয়, যে দুঃখ হরণে,
অনায়াসে ঘুচে তাহা তব পরশনে।
সুধাংশুর সুধাময় শীতল কিরণ,
মানসসরসীজল মলয় পবন,
নিবারণ করিতে যে জ্বালা নাহি পারে,
স্পর্শমাত্র নিদ্রে ! তুমি দূর কর তারে।
বল নিদ্রে ! পরের এমন উপকার,
করিবারে,-কে করিল সৃজন তোমারে ?
কাহার আদেশে তুমি প্রতি রজনীতে,
কর পর উপকার এসে অবনীতে ?
ধন্য ধন্য ধন্য তিনি ধন্য দয়া তাঁর,
এজগতে তেমন দয়াল নাহি আর ;
অরে মন ! কৃতজ্ঞতাকুসুমের হারে,
কররে কররে সদা অর্চ্চনা তাঁহারে।

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।

দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর।

পুনঃ পুনঃ ধৃষ্টদ্যুম্ন স্বয়ম্বর স্থলে,
লক্ষ্য বিন্ধিবারে বলে ক্ষত্রিয় সকলে।
তাহা শুনি উঠিলেন কুরুবংশপতি,
ধনুর নিকটে যান ভীষ্ম মহামতি,

তুলিয়া ধনুকে, ভীষ্ম দিয়া বাম জানু,
করেতে ধরি নত্ত করিলেন মহাধনু।
বল করি ধনু তুলি গঙ্গার কুমার, [১]
আকর্ণ পূরিয়া ধনু দিলেন টঙ্কার,
মহাশব্দে মোহিত হইল সর্ব্বজন ;
উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন গঙ্গার নন্দন ;
শুনহ পাঞ্চাল আর যত রাজ ভাগ,
সবে জান, আমি দারা করিয়াছি ত্যাগ :
কন্যাতে আমার নাহি কিছু প্রয়োজন,
আমি লক্ষ্য বিন্ধিলে লইবে দুর্য্যোধন।
এত বলি ভীষ্ম বাণ জুড়েন ধনুকে,
হেনকালে শিখণ্ডীকে [২] দেখেন সম্মুখে
ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা আছে খ্যাত চরাচর—
অমঙ্গল দেখিলে ছাড়েন ধনুঃশর।
শিখণ্ডী দ্রুপদপুত্র নপুংসক জাতি,
তার মুখ দেখি ধনু থুইলা মহামতি।
তবে ত সভাতে ছিল যত ক্ষত্রগণ,
পুনঃ ডাক দিয়া বলে পাঞ্চালনন্দন :
" ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র নানাজাতি,
যে বিন্ধিবে লবে সেই কন্যা গুণবতী।"

---

[১] গঙ্গার কুমার—ভীষ্ম।

[২] শিখণ্ডী—দ্রুপদরাজার পুত্র।

এত শুনি উঠিলেন দ্রোণ মহাশয়,
শিরেতে উষ্ণীষ শোভে শুভ্র অতিশয় ;
শুভ্র মলয়জে (১) লিপ্ত, শুভ্র সর্ব্ব অঙ্গ,
হস্তে ধনুর্ব্বাণ শোভে, পৃষ্ঠেতে নিষঙ্গ।
ধনুক লইয়া দ্রোণ বলেন বচন,
" যদি আমি এই লক্ষ্য বিন্ধি কদাচন,
আমা যোগ্যা নহে এই দ্রুপদকুমারী,
সখার কুমারী হয় আপন ঝিয়ারী।
দুর্য্যোধনে কন্যা দিব যদি লক্ষ্য হানি।"
এত বলি ধরিয়া তুলিলা বাম পাণি।

* * *

তবে দ্রোণ লক্ষ্য দেখে জলের ছায়াতে।
অপূর্ব্ব রচিল লক্ষ্য দ্রুপদ নৃপেতে।
পঞ্চ ক্রোশ উর্দ্ধেতে সুবর্ণ মৎস্য আছে।
তার অর্দ্ধ পথে রাধাচক্র ফিরিতেছে,
নিরবধি ফিরে চক্র, অদ্ভুত নির্ম্মাণ।
মধ্যে রন্ধ্র আছে মাত্র যায় এক বাণ,
উর্দ্ধে দৃষ্টি কৈলে মৎস্য না পাই দেখিতে,
জলেতে দেখিতে পাই চক্রছিদ্র পথে,
অধোমুখে চাহিয়া থাকিবে, মৎস্য লক্ষ্য,
উর্দ্ধে বাণ বিন্ধিবেক, শুনিতে অশক্য।

---

[১] মলয়জ—চন্দন।

তবে দ্রোণাচার্য্য, বাণ আকর্ণ পূরিয়া,
চক্রছিদ্র পথে বিন্ধে জলেতে চাহিয়া।
মহাশব্দে উঠে বাণ গগনমণ্ডলে,
স্বদর্শনে ঠেকিয়া পড়িল ভূমিতলে।
লজ্জিত হইয়া দ্রোণ ছাড়িল ধনুক,
সভাতে বসিল গিয়ে হয়ে অধোমুখ।
বাপের দেখিয়া লজ্জা, ক্রোধে তবে দ্রৌণী[১]
তুলিয়া লইল ধনু ধরি বাম পাণি,
ধনু টঙ্কারিয়া বীর চাহে জল পানে,
আকর্ণ পূরিয়া চক্রছিদ্রপথে হানে,
গর্জ্জিয়া উঠিল বাণ উল্কার সমান,
রাধাচক্রে ঠেকিয়া হইল খান খান।
দ্রোণ দ্রৌণী দোঁহে যদি বিমুখ হইল,
বিষম লজ্জায় ভয়ে কেহ না উঠিল।
তবে কর্ণ মহাবীর সূর্য্যের নন্দন,
ধনুর নিকটে শীঘ্র করিল গমন।
বামহস্তে ধরি ধনু, দিয়া পদভর,
খসাইয়া গুণ পুনঃ যুড়ি বীরবর।
টঙ্কারিয়া ধনুকে যুড়িল বীর বাণ,
ঊর্দ্ধ করে অধোমুখে পূরিয়া সন্ধান।
ছাড়িলেন বাণ, বায়ুসম বেগে ছুটে,

[১] দ্রৌণী—দ্রোণের পুত্র অশ্বত্থামা।

জ্বলন্ত অনল যেন অন্তরীক্ষে উঠে।
সুদর্শন চক্রে ঠেকি চূর্ণ হয়ে গেল,
তিলবৎ হয়ে বাণ ভূতলে পড়িল।
লজ্জা পেয়ে কর্ণ ধনু ভূতলে ফেলিয়া,
অধোমুখ হয়ে সভামধ্যে বসে গিয়া।

ভয়ে ধনু পানে কেহ নাহি চাহে আর,
পুনঃ পুনঃ ডাকি বলে দ্রুপদকুমার।
"দ্বিজ হোক, ক্ষত্র হোক, বৈশ্য শূদ্র আদি,
চণ্ডাল প্রভৃতি লক্ষ্য বিন্ধিবেক যদি,
লভিবে দ্রৌপদী সেই দৃঢ় মোর পণ"
এতবলি ঘন ডাকে পাঞ্চালনন্দন।
কেহ আর নাহি যায় ধনুকের ভিতে,
একবিংশ দিন গণা গেল হেন রীতে।

দ্বিজসভা মধ্যেতে বসিয়া যুধিষ্ঠির ;
চতুর্দ্দিকে বেষ্টি বসিয়াছে চারি বীর,
আর যত বসিয়াছে ব্রাহ্মণমণ্ডল,
দেবগণ মধ্যে যেন শোভে আখণ্ডল, (১)
নিকটেতে ধৃষ্টদ্যুম্ন পুনঃ পুনঃ ডাকে,
"লক্ষ্য আসি বিন্ধ যাহার শক্তি থাকে।
যে লক্ষ্য বিন্ধিবে কন্যা লবে সেই বীর"।
শুনি ধনঞ্জয়, চিত্তে হইলা অস্থির।

(১) আখণ্ডল—ইন্দ্র।

বিন্ধিব বলিয়া লক্ষ্য, করিছেন মনে,
যুধিষ্ঠির পানেতে চাহেন অনুক্ষণে।
অর্জ্জুনের চিত্ত বুঝি চাহেন ইঙ্গিতে,
আজ্ঞা পেয়ে ধনঞ্জয় উঠেন ত্বরিতে।
অর্জ্জুন চলিয়া যান ধনুকের ভিতে,
দেখিয়া যে দ্বিজগণ লাগে জিজ্ঞাসিতে।
“কোথাকারে যাহ দ্বিজ, কিসের কারণ?
সভা হৈতে উঠি যাহ কোন প্রয়োজন?”
অর্জ্জুন বলেন, “যাই লক্ষ্য বিন্ধিবারে,
প্রসন্ন হইয়া সবে আজ্ঞা দেহ মোরে।”
শুনিয়া হাসিল যত ব্রাহ্মণমণ্ডল,
“কন্যারে দেখিয়া দ্বিজ হইল পাগল।
যে ধনুকে পরাজয় পায় রাজগণ,
জরাসন্ধ, শল্য, শাল্ব, কর্ণ, দুর্য্যোধন,
সে লক্ষ্য বিন্ধিতে দ্বিজ চাহে কোন্ লাজে?
ব্রাহ্মণেতে হাসাইল ক্ষত্রিয় সমাজে।
বলিবেক ক্ষত্রগণ, লোভী দ্বিজগণ,
হেন বিপরীত আশা করে কে কারণ।
বহু দূর হৈতে আসিয়াছে দ্বিজগণ,
বহু আশা করিয়াছে পাবে বহু ধন,
সে সব হইবে নষ্ট তোমার কর্ম্মেতে;
অসম্ভব আশা কেন কর দ্বিজ ইথে।’

এত বলি ধরাধরি করি বসাইল,
দেখি ধর্ম্মপুত্র দ্বিজগণেরে কহিল ;—
" কি কারণে দ্বিজগণ কর নিবারণ ?
যার যত পরাক্রম সে জানে আপন ;
যে লক্ষ্য বিন্ধিতে ভঙ্গ দিল রাজগণ,
শক্তি না থাকিলে তথা যাবে কোন জন ?
বিন্ধিতে না পারিলে আপনি পাবে লাজ,
তবে নিবারণে আমা সবার কি কাজ ?"
যুধিষ্ঠির বাক্য শুনি ছাড়ি দিল সবে।
ধনুর নিকটে যান ধনঞ্জয় তবে।

হাসিয়া ক্ষত্র যত করে উপহাস,
' অসম্ভব কর্ম্মে দেখি দ্বিজের প্রয়াস।
সভামধ্যে ব্রাহ্মণের মুখে নাহি লাজ ;
যাহে পরাজয় হৈল রাজার সমাজ,
সুরাসুরজয়ী যেই বিপুল ধনুক,
তাহে লক্ষ্য বিন্ধিবারে চলিল ভিক্ষুক।
কন্যা দেখি দ্বিজ কিবা হইল অজ্ঞান,
বাতুল হইল কিম্বা করি অনুমান ;
কিম্বা মনে করিয়াছে দেখি একবার,
পারিলে পারিব, নহে কি যাবে আমার ?
নির্লজ্জ ব্রাহ্মণে নাহি অমনি ছাড়িব,
উচিত যে শাস্তি হয় অবশ্য তা দিব।

কেহ বলে ব্রাহ্মণেরে না কহ এমন,
সামান্য মনুষ্য বুঝি না হবে এ জন।
দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মূরতি,
পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র পরশয়ে শ্রুতি,
অনুপমতনু শ্যাম নীলোৎপল আভা,
মুখরুচি কত শুচি করিয়াছে শোভা!
সিংহগ্রীব, বন্ধুজীব অধরের তুল,
খগরাজ পায় লাজ নাসিকা অতুল,
দেখ চারু যুগ্ম ভুরু, ললাট প্রসর,
কি সানন্দ গতি মন্দ মত্ত করিবর,
ভুজযুগে নিন্দে নাগে আজানুলম্বিত,
করিকর যুগবর জানু সুবলিত।
মহাবীর্য্য, যেন সূর্য্য ঢাকিয়াছে মেঘে;
অগ্নি অংশু যেন পাংশু আচ্ছাদিল মাগে
এই ক্ষণে লয় মনে বিন্ধিবেক লক্ষ্য,
কাশী ভনে হেনজনে কি কর্ম্ম অশক্য।
প্রণাম করেন পার্থ ধর্ম্মের চরণে!
যুধিষ্ঠির কহিলেন চাহি দ্বিজগণে,
'লক্ষ্য বিন্ধে ব্রাহ্মণ প্রণমি কৃতাঞ্জলি,
কল্যাণ করহ তারে ব্রাহ্মণমণ্ডলি।'
শুনি দ্বিজগণ বলে, স্বস্তি স্বস্তি বাণী,
লক্ষ্য বিন্ধি প্রাপ্ত হৌক দ্রুপদনন্দিনী।

ধনু লয়ে পাঞ্চালে বলেন ধনঞ্জয়,
কি বিন্ধিব, কোথা লক্ষ্য, বলহ নিশ্চয়।
ধৃষ্টদ্যুম্ন বলে এই দেখহ জলেতে,
চক্রচ্ছিদ্রপথে মৎস্য পাইবে দেখিতে।
কনকের মৎস্য, তার মাণিক নয়ন,
সেই মৎস্যচক্ষু বিন্ধিবেক যেইজন,
সে হইবে বল্লভ আমার ভগিনীর।
এত শুনি জলে দেখে পার্থ মহাবীর।
ঊর্দ্ধবাহু করিয়া আকর্ণ টানি গুণ,
অধোমুখ করি বাণ ছাড়িল অর্জ্জুন।
সুদর্শন অবকাশ করেন অন্তর,
মৎস্য চক্ষু বিন্ধিলেক অর্জ্জুনের শর।
মহাশব্দে মৎস্য যদি হইলেক পার,
অর্জ্জুনের শব্দ যে আইল পুনর্ব্বার।
বিন্ধিল বিন্ধিল বলি হৈল মহাধ্বনি,
শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন যত নৃপমণি।
কাছেতে দরিদ্র পাত্র জনে লুকাইলা।
দ্বিজেরে বরিতে যান দ্রুপদের বালা।
দেখিয়া বিস্ময় হৈল সব নৃপমণি,
ডাকিয়া বলিল "শুন শুন যাজ্ঞসেনি,
ভিক্ষুক দরিদ্র এ সহজে হীনজাতি;
লক্ষ্য বিন্ধিবারে কোথা ইহার শকতি?

মিথ্যা গোল কি কারণে কর দ্বিজগণ,
গোল করি কন্যা কোথা পাইবে ব্রাহ্মণ ?
ব্রাহ্মণ বলিয়া চিত্তে উপরোধ করি,
ইহার উচিত এইক্ষণে দিতে পারি ।
পঞ্চক্রোশ উর্দ্ধে লক্ষ্য শূন্যেতে আছয়,
বিন্ধেছে কি না বিন্ধেছে কে জানে নির্ণয় ?
বিন্ধিল বিন্ধিল বলি লোকে জানাইল,
কহ দেখি কোথা মৎস্য কেমনে বিন্ধিল ?
তবে ধৃষ্টদ্যুম্ন সহ বহু দ্বিজগণ,
নির্ণয় করিতে করে জল নিরীক্ষণ :
শিষ্টে বলে বিন্ধিয়াছে, দুষ্টে বলে নয়,
ছায়া দেখি কি প্রকারে হইবে প্রত্যয় ?
শূন্য হৈতে মৎস্য, যদি কাটিয়া পড়িবে,
সাক্ষাতে দেখিলে তবে প্রত্যয় জন্মিবে।
কাটি পাড় মৎস্য যদি আছয়ে শকতি,
এইরূপে কহিল যতেক দুষ্টমতি।
শুনিয়া বিস্ময় হৈল পাঞ্চালনন্দন,
হাসিয়া অর্জ্জুনবীর বলেন বচন ।
'অকারণে মিথ্যাদ্বন্দ্ব কর কেন সবে,
মিথ্যা কথা কহে যে সে কার্য্য নাহি লভে ।
কতক্ষণ জলের তিলক থাকে ভালে ?
কতক্ষণ রহে শিলা শূন্যেতে মারিলে ?

সর্ব্বকাল দিবস রজনী নাহি রয়,
মিথ্যা মিথ্যা, সত্য সত্য, লোকে খ্যাত হয় ।
অকারণে মিথ্যা বলি করিলে ভণ্ডন,
লক্ষ্য কাটি ফেলিব দেখুক সর্ব্বজন ।
একবার নয়, বলি সম্মুখে সবার,
যতবার বলিবে বিন্ধিব তত বার ।'

এত বলি অর্জ্জুন নিলেন ধনুঃশর,
আকর্ণ পূরিয়া বিন্ধিলেন দৃঢ়তর ।
সভাজন স্থিরনেত্রে দেখয়ে কৌতুকে,
কাটিয়া পাড়িল লক্ষ্য সবার সম্মুখে !
দেখিয়া বিস্ময় ভাবে সব রাজগণ,
জয় জয় শব্দ করে যতেক ব্রাহ্মণ ।

হাতে দধিপাত্র মালা দ্রৌপদী সুন্দরী,
পার্থের নিকটে গেলা কৃতাঞ্জলি করি ।
দধি মালা দিতে পার্থ করেন বারণ,
দেখি অনুমান করে সব রাজগণ ;
এক জন প্রতি আর জন দেখাইল,
হের, দেখ বরিতে ব্রাহ্মণ নিষেধিল ।
সহজে দরিদ্র, জীর্ণবস্ত্র পরিধান,
তৈল বিনা শির দেখ জটার আধান ;
রত্ন ধন সহিতে দ্রুপদ রাজা দিবে,
এই হেতু বরিতে না দিল ধনলোভে,

ব্রহ্মতেজে লক্ষ্য বিন্ধিলেক তপোবলে,
কি করিবে কন্যা যার অন্ন নাহি মিলে।
ধনের প্রয়াস ব্রাহ্মণের আছে মনে,
চর পাঠাইয়া তত্ত্ব লহ এইক্ষণে।
এত বলি রাজগণ বিচার করিয়া,
অর্জ্জুনের স্থানে দূত দিলা পাঠাইয়া।
দূত বলে "অবধান কর দ্বিজবর,
রাজগণ পাঠাইল তোমার গোচর।
তাঁহাদের কথা দ্বিজ করি নিবেদন,
তোমা সম কর্ম্ম নাহি করে কোন জন।
দুর্য্যোধন রাজা এই কহেন তোমায়,
মুখ্য পাত্র করি তোমা রাখিব সভায়।
বহু রাজ্য দেশ ধন নানা রত্ন দিব,
এক শত দ্বিজ কন্যা বিবাহ করাব।
আর যাহা চাহ, দিব, নাহিক অন্যথা,
মোরে বশ কর দিয়া দ্রুপদদুহিতা।"
শুনিয়া অর্জ্জুন জ্বলিলেন অগ্নিপ্রায়,
দুই চক্ষু রক্তবর্ণ বলেন তাহায়।
"ওহে দ্বিজ যেই মত বলিলা বচন,
অন্য জাতি নহ, তুমি অবধ্য ব্রাহ্মণ;
সে কারণে মোর ঠাঁই পাইলা জীবন,
এ কথা কহিয়া অন্য বাঁচে কোন জন?
আর তাকে দূত তুমি কি দোষ তোমার?
মম দূত হয়ে তুমি যাহ পুনর্ব্বার।

দুর্য্যোধন আদি যত কত রাজগণে,
অভিলাষ তো সবার থাকে যদি মনে,
আমি দিব তো সবারে পৃথিবী জিনিয়া,
কুবেরের নানা রত্ন দিব রে আনিয়া,
তোমা সবাকার ভার্য্যা মোরে দেহ আনি,
এই কথা সভাস্থলে কহিবা আপনি।"
শুনিয়া সত্বরে তবে গেল দ্বিজবর,
কহিল বৃত্তান্ত সব রাজার গোচর।
জ্বলন্ত অনলে যেন ঘৃত দিলে জ্বলে,
তাহা শুনি রাজগণ ক্রোধে তারে বলে—
দেখ কেন মতিচ্ছন্ন হৈল ব্রাহ্মণার,
কেন বুঝি লক্ষ্য বিন্ধে করে অহঙ্কার।
রাজগণে এতাদৃশ বচন কুৎসিত?
দিবারে উচিত হয় শাস্তি সমুচিত।
প্রাণ আশা থাকিতে কহিবে কোন্ জন,
রাজগণে এতাদৃশ কুৎসিত বচন?
দ্বিজ জাতি বলিয়া মনেতে করে দাপ,
হেন জনে মারিলে নাহিক কিছু পাপ।
এ কেন দুর্ব্বাক্য বলে কার প্রাণে সহে?
বিশেষ এ স্বয়ম্বর ব্রাহ্মণের নহে।
ক্ষত্র-স্বয়ম্বর ইথে দ্বিজের কি কাজ!
দ্বিজ হয়ে কন্যা লবে, ক্ষত্রকুলে লাজ!
এমন করিয়া যদি রহিবে জীবন,
এই মতে দুষ্ট তবে হবে দ্বিজগণ।

সে কারণে ইহারে যে ক্ষমা করা নয় ;
অন্য স্বয়ম্বর যেন এমন না হয় ।
দেখহ দুর্দ্দৈব হের দ্রুপদ রাজার,
আমা সবা নাহি মানে করে অহঙ্কার ।
মহারাজগণ ডাকি, বরিল ব্রাহ্মণে ;
এমন কুৎসিত কর্ম্ম সহে কার প্রাণে ?
অমর কিন্নর নরে যে কন্যা বাঞ্ছিত,
দরিদ্র ব্রাহ্মণে দিবে একি অবিহিত ।
মারহ দ্রুপদে আজি পুত্রের সহিত,
মার এই ব্রাহ্মণেরে, বধে নাহি ভীতি ।

বলি যেবা অস্ত্র লয়ে যত রাজগণ—
জরাসন্ধ, শল্য, শাল্ব, আদি দুর্য্যোধন,
যার যে লইয়ে সৈন্য নৃপতিমণ্ডলী,
নানা অস্ত্র ফেলে, যেন বরষার জল !
খট্টাঙ্গ ত্রিশূল কাঠি ভুষণ্ডি তোমর,
শেল শূল চক্র গদা মুষল মুদ্গার,
প্রলয়ের মেঘ যেন সংহারিতে সৃষ্টি,
তাদৃশ নৃপতিগণ করে অস্ত্রবৃষ্টি ।

দেখিয়া দ্রৌপদী দেবী কম্পিতহৃদয়,
অর্জ্জুনে চাহিয়া তবে কহে সবিনয় ।
" না দেখি যে দ্বিজবর ইহার উপায়,
বেড়িলেক রাজগণ সমুদ্রের প্রায় ;
ইথে কি করিবে বল পিতার শকতি,
জানিলাম নিশ্চয় যে নাহিক নিষ্কৃতি ।"

অর্জ্জুন বলেন "তুমি রহ মম কাছে
দাঁড়াইয়া নির্ভয়ে দেখহ রহি পাছে।"
কৃষ্ণা বলিলেন হিক্ষ অপূর্ব্ব কাহিনী।
একা তুমি কি করিবে লক্ষ নৃপমণি।
অর্জ্জুন বলেন হাসি, 'দেখ গুণবতি,
একা আমি বিনাশিব সব নরপতি!
একার প্রতাপ তুমি না জানহ সতি।
একা সিংহকে নাহি পারে অজায় থপতি।
একেশ্বর গরুড় সকল পক্ষী নাশে;
একেশ্বর পুরন্দর দানব বিনাশে।
এক ব্যাঘ্রে কি করিবে লক্ষ মৃগ ক্ষুদ্র
একা শেষ বিষধর নখিল সমুদ্র।
এত বলি অর্জ্জুন কৃষ্ণারে আশ্বাসিয়া
ধনুর্ব্বাণ সন্ধান করেন টঙ্কারিয়া।
একা হনুমান যেন দহিলেক লঙ্কা,
সেই মত নৃপগণে বধিব কি শঙ্কা?"

কাশীদাস।

আকাশ।

বিস্তৃত মস্তকোপরি প্রশস্ত অম্বর;
আহা! কি অপূর্ব্ব শোভা মনোলোভা অতি।

নীল চন্দ্রাতপ যেন ধরণী উপর ;
  দেখিলে পুলকে পূর্ণ নহে কার মতি ॥
অনন্ত আকাশ দেহ অনন্ত নির্ম্মাণ ;
  লুটায়ে রয়েছে যেন ঢাকিয়া মেদিনী ।
কোথা আদি কোথা অন্ত কে জানে সন্ধান ;
  নিত্য একরূপ রূপ দিবস যামিনী ॥

বল হে আকাশ ! বল করিয়া প্রকাশ ;
  পেলে এ অনন্ত দেহ কার কৃপাবলে ?
কে তোমারে পরাইল হেন নীলবাস ;
  ফণিমণি জিনি যাতে কত মণি জ্বলে ॥
দিবসেতে প্রকাশিয়া দীপ্ত দিনমণি,
  নাশি তমোরাশি নিকটয় আলো করে ।
ভুবনে এমন ধনে কোন জন ধনী ;
  শর্ব্বরা করে যার অন্ধকার হরে ॥

সন্ধ্যায় সুন্দর যার সুন্দর বরণ ;
  চিত্রকর জিনি তব দেহ চিত্রকরে ।
বিচিত্র রূপের ছটা ভুবনমোহন ;
  বিনাশি বিষাদ দেয় আহ্লাদ অন্তরে ॥
কে জানে তোমার কাছে আছে কত ধন ;
  সময়ে সময়ে আনি দেখাও জগতে ।
মণির আকর তুমি মণিমহাজন ;
  স্থির মূর্ত্তি কিন্তু গর্ব্ব নাহিক মনেতে ॥

নিশায় প্রকাশি যবে মাণিকের হাট,
　　নিশানাথ সাথে গাঁথি যত তারাগণে ;
কেন কে মোহিত বল হেরিয়া সে ঠাট,
　　কে পারে গণিতে তব সে রতনগণে ॥
কেহ ছোট কেহ বড় মনোহর সাজে ;
　　সুনীল সরসী যথা করিয়া উজ্জ্বল ।
কুমুদসদৃশ তাহে নক্ষত্র বিরাজে,
　　শশী যেন তার মাঝে ফুল্ল শতদল ॥

কে জানে তাহার তব কেমন প্রকার :
　　কোথায় লুকায়ে রাখ এ সব রতন ।
পুন কোথা হতে আনি কর আবিষ্কার ,
　　নাপারি ভাবিয়া করিবারে নিরূপণ ॥
আবার যখন আসি নবঘন চয় ;
　　উদয় তোমার কোলে মরি কি সুন্দর ।
প্রকাশে বিজলি উজলিয়া দিকচয় ;
　　গরজে বরজ (১) স্বর ধরি ভয়ঙ্কর ॥

সরোষে বরষে মেঘ প্রবল পবন ;
　　দিবসে যামিনী যেন হইল উদয় ।
ক্ষণপরে দেখি পুন প্রফুল্ল বদন ;
　　কোথায় লুকাও সব কে জানে নিশ্চয় ॥
আবার আনিয়া ক্ষণে পয়োদমণ্ডল ;

(১) বরজ—বজ্র ।

সাজাও আপন অঙ্গ কত মত করি।
কেহ শ্বেত রক্ত পীত ধূসর পাটল ;
কেহ হয় হয়, (১) যেন কেহ করী করি ॥

দিবা অবসানে যবে মরালের গণ ;
সারি সারি হয়ে যায় উড়ি তব কোলে :
মনে হয় যেন কত দিব্যাঙ্গনাগণ ;
গলার মুকুতামালা ফেলিছে ভূতলে ॥
উচ্চতর ভূধর তোমারে পরশিতে,
হইয়া উন্নত তবু না পাইল শেষ ;
তাই অশ্রুধারা তার বহে অবনীতে ;
তাই শেষে হলো ক্ষীণ মনে ভাবি হেন ॥
কোথা আদি কোথা অন্ত দেখিতে না পাই
কত আছে অপরূপ কত বা রতন।
হেরিয়া তোমারে সদা মনে ভাবি তাই ;
তোমার নির্ম্মাতা যেই সে কেমন জন ?

যমুনাতটে।

আহা কি সুন্দর নিশি চন্দ্রমা উদয়,
কৌমুদীরাশিতে যেন ধৌত ধরাতল !

(১) হয়—অশ্ব।

সমীরণ মৃদু মৃদু ফুলমধু বয়,
কল কল করে ধীরে তটিনীর জল !
কুসুম পল্লব লতা নিশার তুষারে,
শীতল করিয়া প্রাণ শরীর জুড়ায়,
জোনাকের পাঁতি শোভে তরু শাখাপরে,
ঝিরিঝিরি ঝিঁঝিঁ ডাকে, জগত ঘুমায় ;—
হেন নিশি একা আসি, যমুনার তটে বসি,
হের শশী দুলে দুলে জলে ভাসি যায়।

ভাসিয়ে অকূল নীরে ভবের সাগরে।
জীবনের ধ্রুবতারা (১) ডুবেছে যাহার,
নিবেছে সুখের দীপ ঘোর অন্ধকারে,
হুহু করি দিবা নিশি প্রাণ কাঁদে যার,
সেই জানে প্রকৃতির প্রাঞ্জল মুরতি
হেরিলে বিরলে বসি গভীর নিশিতে,
শুনিলে গভীর ধ্বনি পবনের গতি,
কি সান্ত্বনা হয় মনে মধুর ভাবেতে।
না জানি মানবমন, হয় কেন কি কারণ,
অনন্ত চিন্তায় মজে বিজন ভূমিতে।

(১) ধ্রুবতারা...ধ্রুবনক্ষত্র ঠিক উত্তরদিকে উত্তরকোণে অবস্থিত। বস্তুত ধ্রুবনক্ষত্রই উত্তরদিকের নিশ্চায়ক।

হায় রে প্রকৃতি সনে মানবের মন,
বাঁধা আছে কি বন্ধনে বুঝিতে না পারি ?
নতুবা যামিনী দিবা প্রভেদে এমন
কেন কেন উঠে মনে চিন্তার লহরী,
কেন দিবসেতে ভুলি থাকি সে সকলে,
শমন করিয়া চুরি লয়েছে যাহায় ?
কেন রজনীতে পুনঃ প্রাণ উঠে জ্বলে,
প্রাণের দোসর ভাই প্রিয়ার ব্যথায় ?
কেন বা উৎসবে মাতি থাকি কভু দিবা রাতি,
আবার নির্জ্জনে কেন কাঁদি পুনরায় ?

বসিয়া যমুনাতটে হেরিয়া গগন,
ক্ষণে ক্ষণে হলো মনে কত যে ভাবনা,
দাসত্ব, রাজত্ব, ধর্ম্ম, আত্মবন্ধুজন,
জরা, মৃত্যু পরকাল, যমের তাড়না,
কত আশা, কত ভয়, কতই আহ্লাদ,
কতই বিষাদ আসি হৃদয় পূরিল,
কত ভাঙি, কত গড়ি, কত করি সাধ,
কত হাসি, কত কাঁদি, প্রাণ জুড়াইল।
রজনীতে কি আহ্লাদ, কি মধুর রসাস্বাদ,
বুকভাঙা মন যার সেই সে বুঝিল।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

শবদর্শন।

একাকী বিবেকী হয়ে কেহে মৌনিবর ;
নদীনীরে ধীরে ধীরে গমন তৎপর ?
কোথায় নিবাস, হবে গমন কোথায় ?
উত্তরবিহীন কেন জিজ্ঞাসি তোমায় ?
সঙ্গে নাহি সঙ্গী কে উলঙ্গ কি কারণ ?
বসন ভূষণ তব কোথায় স্বজন ?
সব ছেড়ে বারিপরে কেনহে শয়ন ?
কি অভাব, কিবা ভাব মুদিয়া নয়ন ?
জিজ্ঞাসি তোমারে শব সত্য করি কও,
ভবের ভাবনাবশ আর কিহে নও ?
দুরন্ত বিষয়চিন্তা, অন্ত নাহি যার ;
সজীবে দহিতে যার শক্তি চমৎকার।
ধরাপরে সব ধরে যার অধিষ্ঠান;
বলকে পেয়েছ নাকি সে চিন্তায় ত্রাণ ?
আশারূপ ব্যাধি যার ঔষধ অভাব,
ক্ষণে ক্ষণে জনে জনে নব নব ভাব।
ভ্রান্তিকারিণী মন-শান্তি-বিনাশিনী !
তৃপ্তি নাহি দীপ্ত যার দিবস যামিনী।
মোহন রূপেতে যার মোহিত সংসার।
এবে কি হয়েছ পার তার অধিকার ?
ছাড়াতে পেরেছ কি না ভবমায়াজাল ;
অন্ধকূপে বদ্ধ জীব যাহে চিরকাল।

দেখহে ভাবিয়া পাবে ভবপরিচয় ;
অসার সংসার মাঝে কেউ কারু নয় ।
কোথায় তোমার এবে সেই পুত্রবর ?
অন্তর হইতে যে না হইত অন্তর ।
সন্তোষদায়িনী তব রমণী কোথায় ?
যতনে নয়নে সদা রাখিতে যাহায় ।
দেখিলে, জানিলে এবে, সে জনার গুণ,
বিমুখে ওমুখে জ্বেলে দিয়াছে আগুন ।
একত্রে যে মিত্রগণ থাকিত তোমার ;
পবিত্র প্রণয়রস পানে অনিবার ।
আর কি ভাবিবে তারা তোমায় মনেতে ?
কদিন হয়েছ ছাড়া তাদের সনেতে ?
যে ভাবে আসক্ত ছিলে সে ভাব কোথায় ?
ভবের বাজির তারা ভেবেছে তোমায় !
তাই কি হয়েছে মনে বিবেক সৃজন ?
সংসার অসার জানি সলিলে শয়ন ।
ধন্য ধন্য দেখিহে তোমার ধৈর্য্য গুণ ;
ধরাসুখমুখে জ্বেলে দিয়াছ আগুন !
বসন ভূষণ দানে করিয়া সজ্জিত ;
নির্ম্মল সলিলে যাহা করিতে মার্জ্জিত,
কোমল আঘাতে যাতে হইত বেদন;
সহিতে নারিতে যাহে তপনকিরণ ।
অনিত্য জেনে কি এবে হলো অযতন ?
সে দেহ বায়সে দিলে করিতে [illegible] ?

কোথায় কোমল শয্যা সুগন্ধ সংযুত,
ধরায় ফেলেছ দড়ে করিতে নিহত !
মায়া মোহ শোক দুঃখ সর্ব্ব পরিহরি,
ভক্তিভাবে শক্তিনামে মনমাঝে স্মরি,
ভাবিছ ভুবনমাঝে দেহ দিয়া জলে ;
তোমার অধিক সুখী কে আছে ভূতলে !
এবে তো হয়েছে দিব্য জ্ঞানের সঞ্চার ;
সকল ভুবন এবে সমান তোমার !
সমান এখন তব মান অপমান,
শত্রু মিত্রে দেখিছে তোমার সমজ্ঞান !
অনুরাগে মহাযোগে আছ অধিষ্ঠিত ;
কে পারে করিতে কে তোমায় বিচলিত ।
ধরুক প্রকৃতি রূপ অপরূপ অতি,
সাজুক মোহনবেশে মোহিনী যুবতী ;
ভুলাবে ভুলাবে তাতে জগতের জন,
ফিরাতে নারিবে কিন্তু তব ও লোচন ।
বাজুক মধুর বীণা সুমধুর স্বরে,
কাঁদুক স্বজনগণ ডাকুক কাতরে ;
হউক সহস্র বজ্র অজস্র পতন,
হবেনা হবেনা তাতে বিচলিত মন ।
স্বার্থের বিনাশে যেই নিরাশ জীবন,
আর তো তোমায় চিত্ত করেনা দহন ।
অর্থের মোহনেতো কখন মুগ্ধ নও,
সাধের সাধনাতরে যাতনা না সও ।

প্রেমের ভাবনা লাগি নাহি হও ক্ষীণ,
আশার বিফলে নও নিরাশায় লীন।
মানের নিধনে নহ মৌনী কভু মনে,
কাতর নহে অন্তর কুযশ শ্রবণে।
তুষিতে পরের মন না কর প্রয়াস,
কপটে কর না আর প্রণয় প্রকাশ।
পরাধীন মত পরাদেশবশ নও,
স্বেচ্ছায় গমন তব, স্বেচ্ছাধীন হও।
পর অসন্তোষে নহে শঙ্কার সঞ্চার,
কিবা রাজা কিবা প্রজা সমান তোমার।
লোকের সিদ্ধান্ত ভাবি ভ্রান্ত নহে মন!
স্মৃতির পদ্ধতিবদ্ধ নহ তো এখন।
জাতিবিধিবন্ধন-মুক্ত, স্বাধীন বিচার,
ব্রাহ্মণ যবন এবে সমান তোমার।
অনিত্য জানিয়া এই অসার সংসার,
ত্যজিয়া আইলে বুঝি প্রিয় পরিবার।
সুরম্য হর্ম্যেরে জানি পাপের আলয়,
তাই কি কারণে এবে ধরায় আশ্রয়?
নিরর্থ ভাবিয়া বুঝি বসন ভূষণ;
ত্যজিয়া সকলে হলে উলঙ্গ এমন।
পরিণাম ভস্ম বুঝি জানিয়া কায়ায়!
হলো অযতন তারে ফেলেছ ধরায়।
বিশুদ্ধ অন্তর হে নিষিদ্ধ কিছু নাই;
পাপপুণ্য অভিন্ন এখন তব ঠাঁই।

অনিত্য সংসার চিন্তা হইয়াছ পার ;
কি হবে বলিয়া তব ভাবনা কি আর ?
কে আছে তোমার মত সুখী ধরা পরে,
শোক দুঃখ সমভাব তোমার অন্তরে।
করুক কৃতান্ত তব স্বজন হরণ,
আরতো হবেনা শোকে মন জ্বালাতন।
করুক স্বগণ তব, তার চিত্ত কাজ,
হবেনা সহিতে তার আর শোক লাজ।
শ্রবণ করিলে প্রতিবেশীর সুযশ ;
হিংসায় কখন নহে বদন বিরস।
গোপনে না কর কারো কুযশ প্রকাশ,
রত নহ করিতে পরের সর্বনাশ।
স্বজাতি সহিত নাই কোন প্রবঞ্চনা ;
একের অন্তর কথা অপরে বল না।
ছলনা-তুলনা ভাবে নহ প্রতারিত ;
পরাদেশে নাহি কর পরের অহিত।
অসার ধনের তরে নহ পরাধীন ;
অবিরত কুভাবনা ভাবি নহ ক্ষীণ।
বিপদ সম্পদ তব একই প্রকার,
কুদিন সুদিন বল আছে কি তোমার ?
সুশোভিত পরিধান সুমিষ্ট অশন ;
ভুলাতে কি পারে আর ঐ ভোলা মন ?
প্রখর ভাস্কর কর দেহেতে ধারণ ;
ধরাই হয়েছে মাত্র শয়ন আসন।

রতনশোভিত পুরী সুরপুর প্রায় ;
কোথা সে আলয় এবে তুমি বা কোথায় ?
কে দিলে এমন করে ভাসাইয়া বল ?
এই কি তোমার সেই ভালবাসা-ফল ?
আর কে করিবে বল সেরূপ যতন ?
যে হেতু কান্তার সহ মায়া বিসর্জ্জন ।
দেখহ ভাবিয়া ভবে এত অবিচার,
সেই তুমি এই আজ ঘৃণার আধার !
আসিতেছ কিহে শিখাইতে সুজনরে ;
অসারমাত্র সুখ দুঃখ সংসার ভিতরে ।
দেখাও যে জন ভাবে চির রবে ভবে,
এদিন যেদিন হবে, সেদিন কি হবে ?
দেখাও অনিত্য এই ভবকারবার,
অন্তেতে কৃতান্ত কাছে নাহিক নিস্তার ।
আসিতে হয়েছে একা, একা যেতে হবে ;
অনিত্য সংসারে নিত্য কিছু নাহি রবে ।
শিখাও কৃপণে, ধন যৌবন যাহার,
নিবৃত্তিবিহীন যার প্রবৃত্তি অপার !
প্রীতিহীন মতি যার সম দিবা রাতি,
অতৃপ্ত আসক্তি সদা সম্পত্তির প্রতি ;
জীবন অধিক যাহে যতন এখন,
যাবে না রহিবে পড়ি সে সঞ্চিত ধন ।
করুক সুবেশী এবে মনোহর বেশ,
সাজাক স্বদেহ দিয়া ভূষণ অশেষ ।

ভুলাতে মোহিনীমন করুক যতন,
নিদানে বিধান কিন্তু ধরায় শয়ন।
দেখাও ধনীরে ধনমদমত্ত সদা,
সতত অতৃপ্ত যার প্রবৃত্তির ক্ষুধা।
মাতঙ্গ তুরঙ্গ চতুরঙ্গ (১) সেনাদল,
প্রিয় পারিষদ আর স্বজনমণ্ডল।
কোথায় রহিবে তার এ সকল ভাব,
অন্তেতে কৃতান্ত যবে হবে আবির্ভাব?
বলহে বলীরে এবে বুঝাইয়া তাই,
প্রবল কালের কাছে কারি জুরি নাই।
চির দিন সুদিন কাহার বল রয়,
অতএব বাড়াবাড়ি করা কিছু নয়।
কাঁদিলে নাহিক পার মনে রেখ তাই,
দুরন্ত কৃতান্ত কাছে উপরোধ নাই।
জীবন অবধি যার সম্বন্ধ না হায়,
সে ভবে কি চিরসুখ আশা করা যায়?
যেই বিধি করিয়াছে এ বিধি স্বজন,
অতএব লও সদা তাঁহারি শরণ।
ভাল হলো দেখা হলো শব তব সনে,
শিখিলাম ভবরীতি তব দরশনে।
সর্ব্বশিবাস্পদ তুমি, শব কেবা কয়,
দর্শন সতত তব মঙ্গল আশ্রয়!

---

(১) চতুরঙ্গসেনা—হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি এই চারিটি সেনার অঙ্গ।

চাতক পক্ষী।

কে তুমি রে বল পাখি,
সোনার বরণ মাখি,
গগনে উধাও (১) হয়ে,
মেঘেতে মিশায়ে রয়ে,
একসুখে সুধামাখা সঙ্গীত শুনাও।

বিহঙ্গ নহ তুমি ;
তুচ্ছ করি মর্ত্ত্য ভূমি
জ্বলন্ত অনল প্রায়
উঠিয়া মেঘের গায়,
ছুটিয়া অনিল-পথে সুস্বর ছড়াও ;

অরুণ উদয় কালে
সন্ধ্যার কিরণ-জালে
দূর গগনেতে উঠি,
গাও সুখে ছুটি ছুটি,
সুখের তরঙ্গ যেন ভাসিয়া বেড়াও।

আকাশের তারাসহ
মধ্যাহ্নে লুকায়ে রহ
কিন্তু শুনি উচ্চৈঃস্বরে
শূন্যেতে সঙ্গীত ঝরে ;
আনন্দ প্রবাহ ঢেলে পৃথিবী জুড়াও।

---

[১] উধাও—উর্দ্ধ।

একাকী তোমার স্বরে
জগত প্লাবিত করে,
শরদের পূর্ণশশী
বিমল আকাশে বসি
কৌমুদী ঢালিয়া যথা ব্রহ্মাণ্ড ভাসায়।

* * ১

পাতায় নিকুঞ্জ গাঁথা
গোলাপ অদৃশ্য যথা
সৌরভ লুকায়ে রয়,
যখন পবন বয়
সুগন্ধ উথলি উঠি বায়ুরে খেলায়।

সেই রূপ তুমি পাখী
অদৃশ্য গগনে থাকি,
কর সুখে বরিষণ
সুধাস্বর অনুক্ষণ,
জাগাইতে ভূমণ্ডল সুধার ধারায়।

* * *

যত কিছু ভূমণ্ডলে
সুন্দর মধুর বলে—
নবীন মেঘের জল
মুক্তামাখা তৃণদল
তোমার মধুর স্বরে পরাজিত হয়।

পাখী কিম্বা হও পরী
বল রে প্রকাশ করি
কি সুখ চিন্তায় তোর
আনন্দ হয়েছে ভোর ?
এমন আহ্লাদ হায় স্বপ্নে দেখি নাই ।

* * *

তোর এ আনন্দময়
সুখ-উৎস কোথা রয়,
বন কিম্বা মাঠ গিরি
গগন হিল্লোল হেরি
কারে ভাল বেসে এত ভুল মমৃদায় ।

গগনবিহারী পাখী
জগতে নাহি রে দেখি,
গীত বাদ্য মধুস্বর
হেন কিছু মনোহর
তুলনা তুলিতে পারি তোমার কথায় ।

যে আহ্লাদ চিত্তে তোর
আমারে কিঞ্চিৎ ওর
আনন্দ কর রে দান,
তা হলে উন্মাদ প্রাণ
কবিতা তরঙ্গে ঢেলে প্রকাশি ধরায় ।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মগরা নদীতে ঝড় বৃষ্টি।

ঈশানে উরিল * মেঘ সঘনে চিকুর †।
উত্তর পবনে মেঘ ডাকে দুর দুর॥
নিমিষেকে যুড়ে মেঘ গগনমণ্ডল।
চারি মেঘে বরিষে মুষলধারে জল॥
পূর্ব্ব হৈতে আইল বাণ দেখিতে ধবল।
সাত তাল হৈয়া গেল মগরার (৩) জল॥
বাণজলে বৃষ্টিজলে উথলে মগরা।
জল মহী একাকার পথ হৈল হারা॥
চারি দিকে বহে ঢেউ পর্ব্বত বিশাল।
উঠে পড়ে ঘন ডিঙ্গা করে টল মল॥
অবিরত হয় চারি মেঘের গর্জ্জন।
কারো কথা শুনিতে না পায় কোন জন॥
পরিচ্ছেদ নাহি সন্ধ্যা দিবস রজনী।
স্মরয়ে সকল লোক জৈমিনি জৈমিনি (৪)॥
ছৈ ঘরে পড়ে শিলা বিদারিয়া চাল।
ভাদ্রপদ মাসে যেন পড়ে পাকা তাল॥
ঝন্ ঝনা চিকুর পড়ে কামান সমান।
ভাঙ্গিয়া নৌকার ঘর করে খান খান॥

[১] ঈশানে—ঈশানকোণে অর্থাৎ উত্তর পূর্ব্ব কোণে।

(২) চিকুর—বিদ্যুৎ।

(৩) মগরা—মগরা নদী। ইহা এক্ষণে মজিয়া গিয়াছে। কলিকাতার দক্ষিণে মগরা নামক স্থান অদ্যাপি বর্ত্তমান।

(৪) জৈমিনি—মুনি বিশেষ। বজ্রাঘাত হইলে লোকে জৈমিনির স্মরণ করিয়া থাকে।

ডিঙ্গায় ডিঙ্গায় লাগি করে চুসা চুসি।
গুঁড়া হয়ে কাঠ পাট যায় খসি খসি॥
সাধু ধনপতি বলে শুন কর্ণধার।
বিষম শঙ্কটে পাব কি রূপে নিস্তার?

কবিকঙ্কণ।

আশার ছলনা।

আশার ছলনে ভুলি, কি ফল লভিনু হায়,
তাই ভাবি মনে!
জীবন প্রবাহ বহি কাল সিন্ধু পানে যায়—
ফিরাব কেমনে?
দিন দিন আয়ুহীন, হীনবল দিন দিন,
তবু এ আশার নেশা ছুটিল না? একি দায়,
রে প্রমত্ত মন মম, কবে পোহাইবে রাতি?
জাগিবি রে কবে?
জীবন-উদ্যানে তোর যৌবন কুসুম ভাতি
কত কাল রবে?
নীর বিন্দু দুর্ব্বাদলে, নিত্য কিরে ঝল ঝলে?
কে না জানে অম্বু্মুখে অম্বু্বিম্ব সদ্যঃপাতি!
নিশার স্বপন-সুখে সুখী যে, কি সুখ তার?
জাগে সে কাঁদিতে!

ক্ষণপ্রভা প্রভাদানে   বাড়ায় মাত্র আঁধারে
পথিকে ধাঁধিতে !
মরীচিকা মরুদেশে,   নাশে প্রাণ তৃষা ক্লেশে ;
এতিনের ছল সম, ছল যে এ কু-আশার।
বাকি কি রাখিলি তুই   বৃথা অর্থ অন্বেষণে—
সে সাধ সাধিতে ?
ক্ষত মাত্র হাত তোর   মৃণাল কণ্টক গণে ;
কমল তুলিতে !
নারিলি হরিতে মণি,   দংশিল কেবল ফণী !
এ বিষম বিষজ্বালা ভুলিবি, মন কেমনে ?
যশোলাভ লোভে আয়ু   কত যে ব্যয়িলি হায়,
কব তা কাহারে ?
সুগন্ধ-কুসুম-গন্ধে   অন্ধকীট যথা ধায়
কাটিতে তাহারে,—
মাৎসর্য্য-বিষ দশন,   কামড়েয়ে অনুক্ষণ !
এই কি লভিলি লাভ অনাহারে, অনিদ্রায় !

মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

নদী ও কালের সাদৃশ্য।

নদী আর কালগতি একই প্রমাণ ;
অস্থির প্রবাহে করে উভয়ে প্রয়াণ।
ধীরে ধীরে নীরবগমনে গত হয়,
কি বা ধনে কি স্তবনে ক্ষণেক না রয়।

উভয়েই গত হলে আর নাহি ফিরে
দুস্তর সাগর শেষে প্রাণে উভয়েরে।
সর্ব্ব অংশে একরূপ যদিও উভয়,
চিন্তারত চিত্তে এক ভেদ জ্ঞান হয়:
নিষ্ফলে বহে না নদী, যথা নদী ভরা
নানা শস্য শিরোপরে হাস্যময়ী ধরা।
কিন্তু কাল সদা আত্মজের শোভাকর
উপেক্ষায় রেখে যায় মরু ঘোরতর।

রহস্যানন্দ

(বঙ্গভূমির প্রতি।)

রেখো, মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে।
সাধিতে মনের সাধ,
ঘটে যদি পরমাদ,—
মধুহীন করো না গো মনঃ কোকনদে।
প্রবাসে দৈবের বশে
জীবতারা যদি খসে
এ দেহ আকাশ হতে, নাহি খেদ তাহে।
জন্মিলে মরিতে হবে,
অমর কে কোথা কবে;—
চির স্থির কবে নীর, হায়রে, জীবন নদে?
কিন্তু যদি রাখ মনে
নাহি, মা, ডরি শমনে;

মক্ষিকাও গলে না গো পড়িলে অমৃত হ্রদে।
সেই ধন্য নরকুলে,
লোকে যারে নাহি ভুলে,
মনের মন্দিরে সদা সেবে সর্ব্বজনে ;—
কিন্তু কোন্ গুণ আছে
যাচিব যে তব কাছে,
হেন অমরতা আমি, কহ, গো শ্যামা জন্মদে।
তবে যদি দয়া কর,
ভুল দোষ, গুণ ধর,
অমর করিয়া বর দেহ দাসে, সুবরদে।
ফুটি যেন স্মৃতি জলে
মানসে, মা, যথা ফলে
মধুময় তামরস কি বসন্ত, কি শরদে।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

সীতা ও সরমার কথোপকথন।

একাকিনী শোকাকুলা, অশোককাননে
কাঁদেন রাঘববাঞ্ছা আঁধার কুটীরে
নীরব! দুরন্ত চেড়ী, সতীরে ছাড়িয়া,
ফেরে দূরে মত্ত সবে উৎসবকৌতুকে—
হীনপ্রাণা হরিণীরে রাখিয়া বাঘিনী
নির্ভয় হৃদয়ে যথা ফেরে দূর বনে।
মলিন বদনা দেবী, হায়রে যেমতি
খনির তিমির গর্ভে (না পারে পশিতে

সৌর-কররাশি যথা) সূর্য্যকান্ত মণি ;
কিম্বা বিম্বাধরা রমা অম্বুরাশি তলে !
স্বনিছে পবন, দূরে রহিয়া রহিয়া,
উচ্ছ্বাসে বিলাপী যথা ! নড়িছে বিষাদে
মর্ম্মরিয়া পাতাকুল ! বসেছে অরবে
শাখে পাখী ! রাশি রাশি কুসুম পড়েছে
তরুমূলে ; যেন তরু, তাপি মনস্তাপে,
ফেলিয়াছে খুলি সাজ ! দূরে প্রবাহিণী,
উচ্চ বীচি রবে কাঁদি, চলিছে সাগরে,
কহিতে বারীশে যেন এ দুঃখ কাহিনী ;
না পশে সুধাংশু-অংশু সে ঘোর বিপিনে
ফোটে কি কমল কভু সমল সলিলে ?
তবু ও উজ্জ্বল বন ও অপূর্ব্ব রূপে ।
একাকিনী বসি দেবী, প্রভা আভাময়ী
তমোময় ধামে যেন ! হেন কালে তথা
সরমা সুন্দরী আসি বসিলা কাঁদিয়া
সতীর চরণতলে, সরমা সুন্দরী—
রক্ষঃকুল রাজলক্ষ্মী রক্ষোবধূবেশে ।
কতক্ষণে চক্ষুজল মুছি সুলোচনা,
কহিলা মধুরস্বরে, দুরন্ত চেড়ীরা,
তোমারে ছাড়িয়া দেবী, ফিরিছে নগরে,
মহোৎসবে রত সবে আজি নিশাকালে,
এই কথা শুনি আমি আইনু পূজিতে
পা দুখানি। আনিয়াছি কৌটায় ভরিয়া

সিন্দূর; করিলে আজ্ঞা, সুন্দর ললাটে
দিব ফোঁটা। এয়ো তুমি, তোমার কি সাজে
এ বেশ? নিষ্ঠুর হায়, দুষ্ট লঙ্কাপতি!
কে ছেঁড়ে পদ্মের পর্ণ? কেমনে হরিল
ও বরাঙ্গ অলঙ্কার বুঝিতে না পারি?"
কৌটা খুলি রক্ষোবধূ যত্নে দিলা ফোঁটা
সীমন্তে; সিন্দূর-বিন্দু শোভিল ললাটে,
গোধূলি ললাটে, আহা! তারারত্ন যথা!
দিয়া ফোঁটা, পদধূলি লইলা সরমা।
"ক্ষম লক্ষ্মি, ছুঁইনু ও দেব আকাঙ্ক্ষিত—
তনু; কিন্তু চিরদাসী দাসী ও চরণে?"
এতেক কহিয়া পুনঃ বসিলা যুবতী
পদতলে। আহা মরি, সুবর্ণ দেউটি (১)
তুলসীর মূলে যেন জ্বলিল উজলি
দশদিশ! মৃদুস্বরে কহিলা মৈথিলী,—
"বৃথা গঞ্জ দশাননে তুমি বিধুমুখি!
আপনি খুলিয়া আমি ফেলাইনু দূরে
আভরণ, যবে পাপী আমারে ধরিল
বনাশ্রমে। ছড়াইনু পথে সে সকল,
চিহ্নহেতু। সেই হেতু আনিয়াছে হেথা—
এ কনক লঙ্কাপুরে—ধীর রঘুনাথে!
মণি মুক্তা, রতন, কি আছে লো জগতে,
যাহে নাহি অবহেলি লভিতে সে ধনে?"

(১) দেউটী—দীপ।

কহিলা সরমা ; "দেবি, শুনিয়াছে দাসী
তব স্বয়ম্বর কথা তব সুধামুখে ;
কেন বা আইলা বনে রঘুকুলমণি ?
কহ এবে দয়া করি, কেমনে হরিল
তোমা রক্ষোরাজ, সতি ! এই ভিক্ষা করি,—
দাসীর এ তৃষা তোষ সুধাবরিষণে !
দূরে দুষ্ট চেড়ীদল, এই অবসরে
কহ মোরে বিবরিয়া, শুনি সে কাহিনী।
কি ছলে ছলিলা রামে, ঠাকুর লক্ষ্মণে
এ চোর ? কি মায়াবলে রাঘবের ঘরে
প্রবেশি, করিল চুরি এ হেন রতনে !
যথা গোমুখীর (২) মুখ হইতে সুস্বনে
ঝরে পূত বারিধারা, কহিলা জানকী,
সরমারে,—হিতৈষিণী সীতার পরমা
তুমি, সখি ! পূর্ব্বকথা শুনিবারে যদি
ইচ্ছা তব, কহি আমি, শুন মন দিয়া।—
"ছিনু মোরা, সুলোচনে, গোদাবরী তীরে,
কপোত কপোতী যথা উচ্চবৃক্ষচূড়ে
বাঁধি নীড় থাকে সুখে, ছিনু ঘোর বনে,
নাম পঞ্চবটী মর্ত্ত্যে সুরবন সম।
সদা করিতেন সেবা লক্ষ্মণ সুমতি।
দণ্ডক ভাণ্ডার যার, ভাবি দেখ মনে,

(২) গোমুখী—গোমুখী হিমালয় পর্ব্বতের একটী গুহা; এই স্থান হইতে গঙ্গা নিঃসৃত হইয়াছে।

কিসের অভাব তাঁর? যোগাতেন আনি
নিত্য ফলমূল বীর সৌমিত্রি ; মৃগয়া
করিতেন কভু, প্রভু, কিন্তু জীব নাশে
সতত বিরত, সখি, রাঘবেন্দ্র বলী,—
দয়ার-সাগর নাথ, বিদিত জগতে !
"ভুলিনু পূর্ব্বের সুখ। রাজার নন্দিনী,
রঘু কুলবধূ আমি ; কিন্তু এ কাননে,
পাইনু, সরমা সই, পরম পীরিতি !
কুটীরের চারিদিগে কত যে ফুটিত
ফুলকুল নিত্য নিত্য, কহিব কেমনে ?
পঞ্চবটীর বনচর মধু (১) নিরবধি !
জাগাত প্রভাতে মোরে কুহরি সুস্বরে
পিকরাজ ! কোন্ রাণী, কহ শশিমুখি,
হেন চিত্তবিনোদন বৈতালিক গীতে
খোলে আঁখি ? শিখীসহ, শিখিনী
নাচিত দুয়ারে মোর ! নর্ত্তক নর্ত্তকী,
এ দোঁহার সম, রামা, আছে কি জগতে ?
অতিথি আসিত নিত্য করভ করভী
মৃগশিশু, বিহঙ্গম, স্বর্ণ-অঙ্গ কেহ ;
কেহ শুভ্র, কেহ কাল, কেহ বা চিত্রিত,
যথা বাসবের ধনুঃ ঘনবরশিরে,
অহিংসক জীব যত ! সেবিতাম সবে

(১) মধু—বসন্তকাল।

মহাদরে, পালিতাম পরম যতনে,
মরুভূমে স্রোতস্বতী তৃষাতুরে যথা
আপনি সুজলবতী বারিদ প্রসাদে।—
সরসী আরসী মোর! তুলি কুবলয়ে,
(অতুল রতনসম) পরিতাম কেশে;
সাজিতাম ফুল সাজে হাসিতেন প্রভু,
বনদেবী বলি মোরে সম্ভাষি কৌতুকে!
হায়, সখি, আর কি লো পাব প্রাণনাথে?
আর কি এ পোড়া আঁখি এছার জনমে
দেখিব সে পা দুখানি—আশার সরসে
রাজীব; নয়নমণি? হে দারুণ বিধি,
কি পাপে পাপী এ দাসী তোমার সমীপে?"
এতেক কহিলা দেবী কাঁদিলা নীরবে।
কাঁদিলা সরমা সতী তিতি অশ্রুনীরে।
কতক্ষণে চক্ষুজল মুছি রক্ষোবধূ
সরমা, কহিলা সতী সীতার চরণে।
স্মরিলে পূর্ব্বের কথা ব্যথা মনে যদি
পাও, দেবি, থাক্ তবে কি কাজ স্মরিয়া?—
হেরি তব অশ্রুবারি ইচ্ছি মরিবারে!"
উত্তরিলা প্রিয়ম্বদা; (কাদম্বা (১) যেমতি
মধুস্বরা!) "এ অভাগী, হায়, লো সুভগে,
যদি না কাঁদিবে, তবে কে আর কাঁদিবে

(১) কাদম্বা—কলহংসী।

এ জগতে? কহি, শুন পূর্ব্বের কাহিনী।
বরিষার কালে, সখি, প্লাবনপীড়নে
কাতর প্রবাহ ঢালে, তীর অতিক্রমি,
বারিরাশি দুই পাশে, তেমতি যে মনঃ
দুঃখিত দুঃখের কথা কহে সে অপরে।
তেঁই আমি কহি, তুমি শুন লো সরমে।
কে আছে সীতার আর এ অরক (২) পুরে?
“ পঞ্চবটী বনে মোরা গোদাবরীতটে
ছিনু সুখে। হায়, সখি কেমনে বর্ণিব
সে কান্তার কান্তি আমি? সতত স্বপনে
শুনিতাম বনবীণা বনদেবীকরে,
সরসীর তীরে বসি দেখিতাম কভু
সৌরকররাশি বেশে সুরবালাকেলি
পদ্মবনে: কভু সাধ্বী ঋষিবংশবধূ (৩)
সুহাসিনী, আসিতেন দাসীর কুটীরে,
সুধাংশুর অংশু যেন অন্ধকার ধামে!
অজিন, রঞ্জিত আহা কত শত রঙে!
পাতি বসিতাম কভু দীর্ঘ তরুমূলে,
সখিভাবে সম্ভাষিয়া ছায়ায়; কভু বা
কুরঙ্গিনী সঙ্গে রঙ্গে নাচিতাম বনে,
গাইতাম গীত শুনি কোকিলের ধ্বনি!
কভু বা প্রভুর সহ ভ্রমিতাম সুখে

---

(২) অরক্ষপুরে—রাক্ষসপুরে।
(৩) অর্থাৎ অগস্ত্যের পত্নী লোপামুদ্রা।

নদীতটে ; দেখিতাম তরল সলিলে
নূতন গগন যেন নব তারাবলী,
নব নিশাকান্তকান্তি ! কভু বা উঠিয়া
পর্ব্বত-উপরে, সখি বসিতাম আমি
নাথের চরণতলে, ব্রততী যেমতি
বিশালরসাল-মূলে ! কত যে আদরে
তুষিতেন প্রভু মোরে, বরষি বচন-
সুধা, হায়, কব কারে ? কব বা কেমনে ?
শুনেছি কৈলাসপুরে কৈলাসনিবাসী
ব্যোমকেশ, (১) স্বর্ণাসনে বসি গৌরীসনে,
আগম, পুরাণ, বেদ, পঞ্চতন্ত্র কথা
পঞ্চমুখে পঞ্চমুখ কহেন উমারে ;
শুনিতাম সেইরূপে আমিও, রূপসি,
নানা কথা ! এখনও, এ বিজন বনে,
ভাবি আমি শুনি যেন সে মধুর বাণী !—
সাঙ্গ কি দাসীর পক্ষে, হে নিষ্ঠুর বিধি,
সে সঙ্গীত ?" নীরবিলা আয়তলোচনা
বিষাদে কহিলা তবে সরমা সুন্দরী,—
" শুনিলে তোমার কথা, রাঘবরমণি,
ঘৃণা জন্মে রাজভোগে ! ইচ্ছা করে ত্যজি
রাজ্যসুখ, যাই চলি হেন বনবাসে !
কিন্তু ভেবে দেখি যদি, ভয় হয় মনে।

(১) ব্যোমকেশ—মহাদেব।

রবিকর যবে, দেবি, পশে বনস্থলে
তমোময়, নিজ গুণে আলো করে বনে
সে কিরণ, নিশি যবে যায় কোন দেশে ;
মলিন বদন সবে তার সমাগমে ;
যথা পদার্পণ তুমি কর, মধুমতি,
কেন না হইবে সুখী সর্ব্বজন তথা,
জগত-আনন্দ তুমি, ভুবনমোহিনী ;
কহ, দেখি, কি কৌশলে হরিল তোমারে
রক্ষঃপতি ? শুনিয়াছে বীণা ধ্বনি দাসী,
পিকবর রব নবপল্লব মাঝারে
সরস মধুরমাসে ; কিন্তু নাহি শুনি
হেন মধুমাখা কথা কভু এজগতে !
দেখ চেয়ে নীলাম্বরে শশী যাঁর আভা
মলিন তোমার রূপে, পিইছেন হাসি
তব বাক্যসুধা দেবি, দেব সুধানিধি ।
নীরব কোকিল এবে আর পাখী যত
শুনিবারে ও কাহিনী কহিনু তোমারে
এ সবার সাধ সাধ্বি মিটাও কহিয়া ।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত ।

সীতার ভাগীরথীপ্রবেশ ।

বলিতে বলিতে রাম-বিনোদিনী
উন্মাদিনী মত অমনি ধেয়ে,

হইলেন গঙ্গা-সলিল শায়িনী
জননীর কোলে ঘুমালো মেয়ে !
রাঘবের প্রেম-সুখ-নিধি-ভরা
সুবর্ণ-তরণী ডুবিল জলে :
নিরখিয়ে শোকে ফেটে যায় ধরা
বিষম-বিষাদে পাষাণ গলে !

আর কি এ তরী ভাসিয়ে উঠিবে
আর কি এ তরী লাগিবে কূলে ?
হেন শুভদিন আর কি হইবে ?
বিধি কি সদয় হইবে ভুলে ?

রামের প্রেমের প্রতিমাখানিরে
গোড়েছিলি কি রে দারুণ বিধি ।
ডুবাইতে শেষে জাহ্নবীর নীরে,
গেল না কি তোর ফাটিয়ে হৃদি !

কোথা রাঘবেন্দ্র প্রেমিক উদার !
একবার হেথা দেখ হে এসে ;
হৃদয়-সরসী-সরোজী তোমার
ভাগীরথী-নীরে যেতেছে ভেসে !

এই বেলা এসো, না আসিলে আর
ইহলোকে দেখা পাবে না তারে,
ডুবিল, ডুবিল, ডুবিল তোমার
হেম-কমলিনী সলিল ধারে !

রক্ষকুল-সিন্ধু (১) করিয়ে মথন
যে সুধা কলসী লভিলে হায় !
সাধের সে সুধা-কলসী এখন
দেখ জাহ্নবীতে ডুবিল প্রায় !!
তোমার হৃদয় উদ্যান-শোভিনী
মুকুলিতা এই কনক-লতা,
ভাসাইয়ে লয়ে যায় তরঙ্গিনী
জন্মে না কি তব মরমে ব্যথা ?
হায় হায় হায় হায় কি হইল !
বলিতে নয়ন ভাসিছে জলে,
রঘুকুল লক্ষ্মী প্রবেশ করিল
কার অভিশাপে অতল-জলে !!

হরিশ্চন্দ্র মিত্র।

হিরণ্য নগর ও হরিহর দর্শন !

যথা দুখী দেখে দ্রবিণ (২) দ্রবীণচিত্ত হয় ;
যথা হরষিত তৃষিত সুশীত পেয়ে পয় ;
যথা চাতকিনী কুতুকিনী ঘনদরশনে ;
যথা কুমুদিনী প্রমোদিনী হিমাংশু মিলনে ;

(১) রক্ষঃকুল সিন্ধু করিয়া মথন। যেরূপ দেবগণ সমুদ্রমন্থন করিয়া অমৃত উত্তোলন করিয়াছিল সেই রূপ রাক্ষসবংশরূপ সমুদ্র মন্থন পূর্ব্বক তথায় নিমগ্ন সীতা রূপ সুধা উদ্ধার করেন।

[২] দ্রবিণ—ধন।

যথা কমলিনী মলিনী যামিনীযোগে থেকে,
শেষে দিবসে বিকাশে, আকাশে ভাস্করে দেখে—
হোল তেমতি সুমতি নরপতি মহাশয়,
পরে পেয়ে সেই পুরী পরিতুষ্ট অতিশয়।
বলে বঁধু (১) হে বাঁচিতে বুঝি বিধি দিল ঠাঁই,
চল পরিশেষে পুরী পরিসরে পোঁছে যাই।
যায় পোঁছে সেথা, এই কল্পবর্ণি করি স্থির,
ধীরে ধীরে ধীরে, বিধিরে বন্দিয়া দুই বীর।
এসে প্রবেশে নিবেশে শেষে সুবেশে দুজন,
দেখে, একে একে, থেকে থেকে মনোরম সদন।
চলে চাইতে চাইতে চারি দিক চমকিত;
যথা পারিপাটি রাজবাটী হয় উপনীত।
দূরে মহারাজ ধীরাজ বিরাজ যেই ঘরে;
তথা বানর বানরী সনে সুখে ক্রীড়া করে।
যাহে ভূমিনাথ মন্ত্রীনাথ বসিতেন স্থির,
তথা ফেরু (২) পাল ফিরা ফিরি ফুকারে গভীর।
পোঁছে দেখে এই দৈবদুঃখে দুঃখিত হৃদয়।
যবে যায় জলাশয় যথা আছে জলাশয়।
দেখে সুচারু শোভিত-সরসিজ-সরোবর;
সদা শোভিছে সোপানসারি, সব থরে থর।

(১) বঁধু—বন্ধু শব্দের অপভ্রংশ। পদ্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।
(২) ফেরু—শৃগাল।

করে কমলকলিতে অলিকুল কলকল ;
বহে ধীরে ধীরে সমীর, সে নীর টল টল !
ভেবে মনোগত ভাবে না করিয়া পরকাশ,
নৃপ কথোপকথন করে বঁধুর সকাশ।
দেখ বঁধুহে, কি অপরূপ সরোবর নিধি :
বুঝি মানসে মানসে রাখি সৃজিয়াছে বিধি।
চল বেলা বহে যায় আর দেখিতে সকলে,
বলে, জলে চলে মজ্জন করিল কুতূহলে।
সারি তাড়াতাড়ি স্নান পূজা, কহে অতঃপর,
চল ত্বরা করি গিয়া হেরি যথা হরিহর।
ইহা করি স্থির, দুই বীর সরোবর তীরে,
চলে হরিহরে হেরিতে হরষে ধীরে ধীরে।
দেখে চারি পাশ কুসুমনিবাস সুশোভিত,
তার মাঝে সাজে অপূর্ব্ব মন্দির বিরাজিত।
তার ভিতর কি মনোহর হরিহর মুর্ত্তি
হেরে হয় যে হৃদয়-শতদল-দল স্ফূর্ত্তি।
হরি কিবা মুরহর পুরহর এক দেহে,
যেন নীলমণি স্ফটিকে মিলিত হয়ে রহে।
কিবা চঞ্চলচিকুরে শোভে ময়ূরের পুচ্ছ ;
আধা ফণীতে নিনান বেণী সাজে জটাগুচ্ছ।
আধা কপালফলকে শোভে অলকার পাঁতি,
আধা ধক্‌ধক্‌ জ্বলিছে জ্বলন দিবা রাতি।
আধা তিলক আলোকে তিনলোক করে আলো ;
আধা বিভূতি বিভূতি ভূষা ভোলা বাসে ভালো ;

কিবা নলিনমলিনকারী নয়ন তরল,
আধা ভালেতে রাক্ষাল আঁখি যেন রক্তোৎপল,
আধা গরল গিলিয়া গলা হইয়াছে নীল ;
ইথে বৈকুণ্ঠের কণ্ঠে কণ্ঠে ভাল আছে মিল।
আধা বনমালা গলায় ভুলায় যোগিমন ;
আধা রুদ্র অক্ষমালা আলো করে ত্রিভুবন।
আধা কুঙ্কুম কস্তুরি হরিচন্দন চর্চ্চিত,
আধা কলেবর ভূষাকর ভস্ম বিভূষিত !
কিবা কর-কিসলয়-যুগে শোভে শঙ্খ চক্র !
আধা অমর ডমরু করে আর শিঙ্গা বক্র !
আধা কালিয়ার কটিতটে আঁটা পীতধড়া,
আধা বাঘছাল ভোলার ভুজঙ্গমালা বেড়া !
আধা চরণ-কমলে শোভে কাঞ্চন মঞ্জীর !
আধা ফণিমালা ফোঁশ ফোঁশ গরজে গম্ভীর।
দেখে এইরূপ অপরূপ রূপ হরিহর,
রাজা পূজাবিধি যথাবিধি করে অতঃপর।

মদনমোহন তর্কালঙ্কার।

ইন্দ্রজিতের শবদাহ ও রাবণের খেদ।

মুহূর্ত্তে সম্বরি শোক, কহিলা সুন্দরী,
" কহিও মায়েরে মোর, এ দাসীর ভালে
লিখিলা বিধাতা যাহা, তাই লো ঘটিল
এত দিনে ! যাঁর হাতে সঁপিলা দাসীরে

পিতা মাতা, চলিনু লো আজি তাঁর সাথে ;—
পতি বিনা অবলার কি গতি জগতে ?
আর কি কহিব, সখি ? ভুল না লো তারে—
প্রমীলার এই ভিক্ষা তোমা সবা কাছে ।"

চিতায় আরোহি সতী (ফুলাসনে যেন !)
বসিলা আনন্দমতি পতি-পদতলে ;
প্রফুল্ল কুসুমদাম কবরী প্রদেশে ।
বাজিল রাক্ষসবাদ্য ; উচ্চে উচ্চারিল
বেদ বেদী ; রক্ষোনারী দিল হুলাহুলি ;
সে রবের সহ মিশি উঠিল আকাশে
হাহারব ! পুষ্পবৃষ্টি হইল চৌদিকে ।
বিবিধ ভূষণ, বস্ত্র, চন্দন, কস্তুরী,
কেশর, কুঙ্কুম-আদি দিল রক্ষোবালা
যথাবিধি ; পশুকুলে নাশি তীক্ষ্ণশরে
স্বতাক্ত করিয়া বক্ষঃ যতনে থুইল
চারিদিকে, যথা মহানবমীর দিনে,
শাক্ত, ভক্ত-গৃহে, শক্তি, তব পীঠতলে !
অগ্রসরি রক্ষোরাজ কহিলা কাতরে ;
" ছিল আশা, মেঘনাদ, মুদিব অন্তিমে
এ নয়নদ্বয় আমি তোমার সম্মুখে ;—
সঁপি রাজ্যভার, পুত্র, তোমায়, করিব
মহাযাত্রা (১) ! কিন্তু বিধি—বুঝিব কেমনে

(১) মহাযাত্রা—মৃত্যুযাত্রা ।

তাঁর লীলা ?—ভাঁড়াইলা সে সুখ আমারে।
ছিল আশা, রক্ষঃকুলরাজসিংহাসনে
জুড়াইব আঁখি, বৎস, দেখিয়া তোমারে,
বামে রক্ষঃকুললক্ষ্মী রক্ষোরাণীরূপে
পুত্রবধূ ! বৃথা আশা ! পূর্ব্বজন্মফলে
হেরি তোমা দোঁহে আজি এ কাল-আসনে !
কর্ব্বুর-গৌরব-রবি চির রাহুগ্রাসে।
সেবিনু শিবেরে আমি বহু যত্ন করি,
লভিতে কি এই ফল ? কেমনে ফিরিব,—
হায় রে, কে কবে মোরে, ফিরিব কেমনে
শূন্য লঙ্কাধামে আর ? কি সান্ত্বনাছলে
সান্ত্বনিব মায়ে তব, কে কবে আমারে।
কোথা পুত্র পুত্রবধূ আমার ? সুধিবে
যবে রাণী মন্দোদরী,—কি সুখে আইলে
রাখি দোঁহে সিন্ধুতীরে, রক্ষঃকুলপতি ?—
কি কয়ে বুঝাব তারে ? হায় রে, কি কয়ে ?
হা পুত্র ! হা বীরশ্রেষ্ঠ ! চিরজয়ী রণে।
হা মাতঃ রাক্ষসলক্ষ্মি ! কি পাপে লিখিলা
এ পীড়া দারুণ বিধি রাবণের ভালে ?

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

লজ্জাবতী লতা।

ছুঁইও না ছুঁইও না উটি লজ্জাবতী লতা।
একান্ত সঙ্কোচ করে, এক ধারে আছে সরে,

ছুঁইও না উহার দেহ রাখ মোর কথা।
তরু লতা যত আর, চেয়ে দেখ চারি ধার,
ঘেরে আছে অহঙ্কারে—উটি আছে কোথা।
আহা অই খানে থাক্, দিও না ক ব্যথা,
ছুঁইলে নখের কোণে, বিষম বাজিবে প্রাণে,
যেওনা উহার কাছে খাও মোর মাথা।
ছুঁইও না ছুঁইও না উটি লজ্জাবতী লতা।

লজ্জাবতী লতা উটি অতি মনোহর।
যদিও সুন্দর শোভা, নাহি তত মনোলোভা,
তবুও মলিন বেশ মরি কি সুন্দর!
যায় না কাহার পাশে, মান মর্য্যাদার আশে,
থাকে কাঙ্গালির বেশে একা নিরন্তর।
লজ্জাবতী লতা উটি মরি কি সুন্দর।
নিশ্বাস লাগিলে গায়, অমনি শুকায়ে যায়,
না জানি কতই ওর কোমল অন্তর।

হায় এই ভূমণ্ডলে, কত শত জন,
দণ্ডে দণ্ডে ফুটে উঠে, অবনী মণ্ডল-লুটে,
শুনায় কতই রূপ যশের কীর্ত্তন!
কিন্তু হেন ম্রিয়মাণ, সদা সঙ্কুচিত প্রাণ,
পুরুষ রমণী হেরে কে করে যতন?
স্বভাব মৃদুল ধীর, প্রকৃতিটী সুগম্ভীর,
বিরলে মধুরভাষী মানসরঞ্জন;
কে জিজ্ঞাসি তাহাদের করে সম্ভাষণ?

সমাজের প্রান্তভাগে তাপিত অন্তরে জাগে,
মেঘে ঢাকা আভাহীন নক্ষত্র যেমন।
ছুঁইও না উহার দেহ করি নিবারণ,
লজ্জাবতী লতা উটি মানসরঞ্জন।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বিজয়া-দশমী।

'যেয়ো না, রজনি, আজি লয়ে তারাদলে!
'গেলে তুমি, দয়াময়ি, এ পরাণ যাবে!
'উদিলে নির্দ্দয় রবি উদয় অচলে,
'নয়নের মণি মোর নয়ন হারাবে!
'বার মাস তিতি, সতি, নিত্য অশ্রুজলে,
'পেয়েছি উমায় আমি! কি সান্ত্বনা ভাবে—
'তিনটি দিনেতে, কহ, লো তারা কুন্তলে,
'এ দীর্ঘ বিরহজ্বালা এ মন জুড়াবে?
তিন দিন স্বর্ণদীপ জ্বলিতেছে ঘরে
'দূর করি অন্ধকার; শুনিতেছি বাণী—
'মিষ্টতম এ সৃষ্টিতে এ কর্ণ কুহরে?
'দ্বিগুণ আঁধার ঘর হবে, আমি জানি,
'নিবাও এ দীপ যদি!—কহিলা কাতরে
নবমীর নিশা-শেষে গিরীশের রাণী।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

যবন কর্ত্তৃক চিতোর নগর অধিকার।

নিহত নিকর শূর, পড়িল চিতোর পুর,
হিন্দু-সূর্য্য অস্তগিরি-গত।
দাসত্ব দুর্জ্জয় ক্লেশ, রাজস্থানে সমাবেশ,
তাপ-তমস্বিনী (১) পরিণত।

যখন যবন আসি, সময় তরঙ্গে ভাসি,
পৃথ্বিরাজে পরাভূত করে,
হিন্দুর প্রতাপলেশ, যাহা ছিল অবশেষ,
ছিল মাত্র চিতোর নগরে।

যথা ঘোর অমা নিশা, তমঃপূর্ণ দশ দিশা,
আকাশে জলদ আড়ম্বর,
মেঘহীন এক দেশে, বিমল উজ্জল বেশে,
দীপ্তি পায় তারকা সুন্দর।

অথবা তরঙ্গরঙ্গ, জলধির নক্র সঙ্গ
স্রোতে হয় তৃণ ভিন্ন খান,
তমোময় সমুদয়, কিছু নাহি দৃষ্ট হয়,
পরিক্লান্ত পোতপতি প্রাণ।

বিপদ বারণ হেতু, শৈলোপরি যেন কেতু,
প্রদীপ্ত আলোকে শোভা পায়,
সেরূপ ভারত দেশে, স্বাধীনতা সুখ শেষে,
ছিল মাত্র রাজপুতনায়।

কি হইল হায় হায়! সে নক্ষত্র লুপ্তকায়,
নিবিল সে আলোক উজ্জ্বল,

---

(১) তমস্বিনী—রাত্রি।

যবনের অহঙ্কার, চূর্ণ হয় কত ॥
এই বার হইল সফল।
রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

যুদ্ধকালে রাজপুত সেনাপতির উৎসাহ বাক্য।

স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় ? (১)
হে কে বাঁচিতে চায় ?
দাসত্বশৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় ?
হে কে পরিবে পায় ?
কোটিকল্প দাস থাকা নরকের প্রায়,
হে নরকের প্রায় ;
দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গসুখ তায়,
হে স্বর্গ সুখ তায় !
পাঠানের দাস হবে ক্ষত্রিয়তনয়,
হে ক্ষত্রিয়তনয় :
তখনি জ্বলিয়ে উঠে হৃদয়নিলয়,
হে হৃদয়নিলয় ;
নিবাইতে সে অনল বিলম্ব কি সয় ?
হে বিলম্ব কি সয় ?

(১) আলাউদ্দীন চিতোর নগর আক্রমণ করিলে চিতোররাজ ভীমসিংহ তাঁহার সেনাদিগকে এইরূপে উৎসাহ দিয়াছিলেন।

অই শুন! অই শুন! ভেরীর আওয়াজ;
হে ভেরীর আওয়াজ;
সাজ সাজ সাজ, বলে, সাজ সাজ সাজ;
হে সাজ সাজ-সাজ।
চল চল চল সবে সমরসমাজ,
হে সমরসমাজ,
রাখহ পৈতৃক ধর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের কাজ,
হে ক্ষত্রিয়ের কাজ।
আমাদের মাতৃভূমি রাজপুতানার
হে রাজপুতনার;
সকল শরীরে ছুটে রুধিরের ধার;
হে রুধিরের ধার।
সার্থক জীবন আর বাহুবল তার,
হে বাহুবল তার;
আত্মনাশে যেই করে দেশের উদ্ধার,
হে দেশের উদ্ধার।
কৃতান্ত কোমল কোলে আমাদের স্থান.
হে আমাদের স্থান,
এসো তায় সুখে সবে হইব শয়ান,
হে হইব শয়ান।
স্মরহ ইক্ষ্বাকু বংশে কত বীরগণ,
হে কত বীরগণ!
পরহিতে, দেশহিতে, ত্যজিল জীবন,
হে ত্যজিল জীবন!

স্মরহ তাঁদের সব কীর্ত্তি-বিবরণ,
হে কীর্ত্তি-বিবরণ ;
বীরত্ব-বিমুখ কোন্ ক্ষত্রিয় নন্দন।
হে ক্ষত্রিয় নন্দন।
অতএব রণভূমে চল ত্বরা যাই,
হে চল ত্বরা যাই ;
দেশহিতে মরে যেই, তুল্য তার নাই,
হে তুল্য তার নাই।
যদিও যবনে মারি চিতোর না পাই,
হে চিতোর না পাই,
স্বর্গসুখে সুখী হব, এস সব ভাই,
হে এস সব ভাই।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

দশরথের প্রতি কেকয়ী।

একি কথা শুনি আজি মন্থরার মুখে
রঘুরাজ ? কিন্তু দাসী নীচকুলোদ্ভবা,
সত্য মিথ্যা জ্ঞান তার কভু না সম্ভবে।
কহ তুমি,—কেন আজি পুরবাসী যত
আনন্দ সলিলে মগ্ন ? ছড়াইছে কেহ
ফুলরাশি রাজপথে ; কেহ বা গাঁথিছে
মুকুল কুসুম ফল পল্লবের মালা
সাজাইতে গৃহদ্বার—মহোৎসবে যেন ?

কেন বা উড়িছে ধ্বজ প্রতি গৃহচূড়ে ?
কেন পদাতিক, হয়, গজ, রথ, রথী,
বাহিরিছে রণবেশে ? কেন বা বাজিছে
রণবাদ্য ? কেন আজি পুরনারীব্রজ
মুহুর্মুহুঃ হুলাহুলি দিতেছে চৌদিকে ?
কেন বা নাচিছে নট, গাইছে গায়কী ?
কেন এত বীণাধ্বনি ? কহ, দেব, শুনি,
কৃপা করি কহ মোরে,— কোন্ ব্রতে ব্রতী
আজি রঘুকুলশ্রেষ্ঠ ? কহ, হে নৃমণি,
কাহার মঙ্গল হেতু কৌশল্যা মহিষী
বিতরেন ধনজাল ? কেন দেবালয়ে
বাজিছে ঝাঁঝরি, শঙ্খ, ঘণ্টা ঘটারোলে ?
কেন রঘুপুরোহিত রত স্বস্ত্যয়নে ?
নিরন্তর জনস্রোত কেন বা বহিছে
এ নগর-অভিমুখে ? রঘুকুল-বধূ
বিবিধ ভূষণে আজি কি হেতু সাজিছে—
কোন্ রঙ্গে ? অকালে কি আরম্ভিলা প্রভু
যজ্ঞ ? কি মঙ্গলোৎসব আজি তব পুরে ?
কোন রিপু হত রণে, রঘুকুলরথি ?
জন্মিল কি পুত্র আর ? কাহার বিবাহ
দিবে আজি ? আইবড় আছে কি হে গৃহে
দুহিতা ? কৌতুক বড় বাড়িতেছে মনে !
কহ শুনি, হে রাজন ; এ বয়সে পুনঃ
পাইলা কি ভাগ্যবলে—ভাগ্যবান তুমি

চিরকাল। পাইলা কি পুনঃ এ বয়সে—
রূপবতী নারীধনে, কহ রাজ-ঋষি?
হা ধিক্! কি কবে দাসী—গুরুজন তুমি!
নতুবা কেকয়ী, দেব, মুক্তকণ্ঠে আজি
কহিত—অসত্যবাদী রঘুকুলপতি।
নির্লজ্জ! প্রতিজ্ঞা তিনি ভাঙেন সহজে!
ধর্ম্ম শব্দ মুখে,—গতি অধর্ম্মের পথে!
অযথার্থ কথা যদি বাহিরায় মুখে
কেকয়ীর, মাথা তার কাট তুমি আসি
নররাজ; কিম্বা দিয়া চূণকালী গালে
খেদাও গহনবনে! যথার্থ যদ্যপি
অপবাদ, তবে কহ কেমনে ভুঞ্জিবে
এ কলঙ্ক? লোক-মাঝে কেমনে দেখাবে
ও মুখ, রাঘবপতি, দেখ ভাবি মনে।
ধর্ম্মশীল বলি, বাখানে তোমারে
দেবনর—জিতেন্দ্রিয়, নিত্যসত্যপ্রিয়!
তবে কেন, কহ মোরে, তবে কেন শুনি,
যুবরাজ-পদে আজি অভিষেক কর
কৌশল্যা-নন্দন রামে? কোথা পুত্র তব
ভরত,—ভারতরত্ন রঘু-চূড়ামণি?
পড়ে কি হে মনে এবে পূর্ব্ব কথা যত?
কি দোষে কেকয়ী দাসী দোষী তব পদে?
কোন্ অপরাধে পুত্র, কহ, অপরাধী?
তিন রাণী তব রাজা! এ তিনের মাঝে,

কি ত্রুটি দেখিতে পা'দ করিল কেকয়ী
কোন্ কালে ? পুত্র তব চারি, নরমণি !
গুণশীলোত্তম রাম কহ, কোন গুণে ?
কি কুহকে, কহ শুনি, কৌশল্যা মহিষী
ভুলাইলা মন তব ? কি বিশিষ্ট গুণ
দেখি রামচন্দ্রে, দেব, ধর্ম্ম নষ্ট কর,
অভীষ্ট পূরিতে তার রঘুশ্রেষ্ঠ তুমি ?
কিন্তু বাক্যব্যয় আর কেন অকারণে ?
যাহা ইচ্ছা কর, দেব ; কার সাধ্য রোধে
তোমায়, নরেন্দ্র তুমি ? কে পারে ফিরাতে
প্রবাহে ? বিতংসে কেব বাঁধে কেশরীরে ?
চলিল ত্যজিয়া আজি তব পাপপুরী
ভিখারিণীবেশে দাসী ! দেশ দেশান্তরে
ফিরিব ; যেখানে যাব, কহিব সেখানে
" পরম অধর্ম্মচারী রঘুকুলপতি "
গম্ভীরে অম্বরে যথা নাদে কাদম্বিনী.
এ মোর দুখের. কথা, কব সর্ব্বজনে !
পথিকে, গৃহস্থে, রাজে, কাঙ্গালে, তাপসে,—
যেখানে যাহারে পাব. কব তার কাছে—
" পরম অধর্ম্মাচারী রঘুকুলপতি !"
পুষি শারীশুক দোঁহে শিখাব যতনে
এ মোর দুখের কথা দিবস রজনী :—
শিখিলে এ কথা, তবে দিব দোঁহে ছাড়ি
অরণ্যে, গাইবে তারা বসি বৃক্ষশাখে,

'পরম অধর্ম্মাচারী রঘুকুলপতি!
শিখি পক্ষিমুখে গীত গাবে প্রতিধ্বনি—
'পরম অধর্ম্মাচারী রঘুকুলপতি!
লিখিব গাছের ছালে, নিবিড় কাননে,
'পরম অধর্ম্মাচারী রঘুকুলপতি!'
খোদিব এ কথা আমি তুঙ্গ শৃঙ্গদেহে!
রচি গাথা শিখাইব পল্লীবালদলে;
করতালি দিয়া তারা গাইবে নাচিয়া—
'পরম অধর্ম্মাচারী রঘুকুলপতি'!
থাকে যদি ধর্ম্ম, তুমি অবশ্য ভুঞ্জিবে
এ কর্ম্মের প্রতিফল! দিয়া আশা মোরে
নিরাশ করিলে আজি, দেখিব নয়নে
তব আশাবৃক্ষে ফলে কি ফল, নৃমণি!
বাড়ালে যাহার মান, থাক তার সাথে
গৃহে তুমি! রামদেশে কৌশল্যা মহিষী,—
যুবরাজ পুত্র রাম; জনকনন্দিনী
সীতা প্রিয়তমা বধূ—এ সবারে লয়ে
কর ঘর নরবর, যাই চলি আমি!
পিতৃমাতৃহীন পুত্রে পালিবেন পিতা—
মাতামহালয়ে পাবে আশ্রয় বাছনি!
দিব্য দিয়া মানা তারে করিব খাইতে
তব অন্ন; প্রবেশিতে তব পাপপুরে!

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

ভারত-বিলাপ।

ভানু অস্ত গেল, গোধূলি আইল,
রবি-কর-জাল আকাশে উঠিল
মেঘ হতে মেঘে খেলিতে লাগিল,
গগন শোভিল কিরণজালে :—

কোথা বা সুন্দর ঘন কলেবর
সিন্দূরে লেপিয়া রাখে থরেথর,
কোথা ঝিকি ঝিকি হীরার ঝালর
যেন বা ঝুলায় গগন ভালে ॥

সোনার বরণ মাখিয়া কোথায়
জলধর জ্বলে, নয়ন জুড়ায়,
আবার কোথায় তুলারাশি প্রায়
শোভে রাশি রাশি মেঘের মালা।

হেন কালে একা গিয়ে গঙ্গাতীরে
হেরি মনোহর সে তট উপরে
রাজধানী এক নব শোভা ধরে,
রয়েছে কিরণে হয়ে উজলা ॥

দ্বিতালা ত্রিতালা চৌতালা ভবন।
সুন্দর সুন্দর বিচিত্র গঠন
রাজবর্ত্ম পাশে আছে সুশোভন
গোধূলি রাগেতে রঞ্জিত কায়।

অদূরে দুর্জ্জয় দুর্গ গড়খাই,
প্রকাণ্ড মূরতি, জাগিছে সদাই,
বিপক্ষ পশিবে হেন স্থান নাই;
চরণ প্রক্ষালি জাহ্নবী ধায় ॥

গড়ের সমীপে আনন্দ উদ্যান,
যতনে রক্ষিত, অতি রম্য স্থান;
প্রদোষে প্রত্যহ হয় বাদ্যগান,
নয়ন শ্রবণ তনু জুড়ায়।

জাহ্নবী সলিলে এদিকে আবার
দেখ জলযানে কাতারে কাতার
ভাসে দিবানিশি—গুণবৃক্ষ যার
শালবৃক্ষ ছাপি ধ্বজা উড়ায় ॥

অহে বঙ্গবাসী, জান কি তোমরা?
অলকা জিনিয়া হেন মনোহরা
কার রাজধানী? কি জাতি ইহারা?—
এ সুখ সৌভাগ্য ভোগে ধরায়।

নাহি যদি জান, এস এই খানে,
চলেছে দেখিবে বিচিত্র বিমানে
রাজপুরুষেরা বিবিধ বিধানে—
গরবে মেদিনী ঠেকে না পায় ॥

অদূরে বাজিছে "রুল ব্রিটানিয়া"
শকটে শকটে মেদিনী ছাইয়া

চলেছে দাপটে ব্রীটনবাসীরা—
　　ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব আছে কোথায় ?

হায়রে কপাল, এদেরি মতন
আমরাই কেন করিতে গমন
না পারি সতেজে—বলাতে আপন
　　যে দেশে জনম, যে দেশে বাস ?

ভয়ে ভয়ে যাই, ভয়ে ভয়ে চাই,
গৌরাঙ্গ দেখিলে ভূতলে লুটাই,
ফুটিয়ে ফুৎকারি বলিতে না পাই—
　　এমনি সদাই হৃদয়ে ত্রাস ॥

কি হবে বিলাপ করিলে এখন,
স্বাধীনতা ধন গিয়াছে যখন
মনের আকাঙ্খা হয়েছে নিধন
　　তখনি সে সাধ ঘুচে গিয়াছে ।

সাজে না এখন অভিলাষ করা,
আমাদের কাজ শুধু পায়ে ধরা,
মস্তকে করিয়ে দাসত্বের জরা
　　ছুটিতে হইবে এদেরি পাছে !

হায় বসুন্ধরা তোমার কপালে
এই কি ছিল মা, পড়ে কালে কালে
বিদেশীর পদে জীবন গোয়ালে,
　　পুরাতে নারিলে মনের আশা ।

রূপে অনুপম নিখিল ধরায়
করিয়া বিধাতা স্বজিলা তোমায়,
দিলা সাজাইয়া অতুল ভূষায়—
তোর কিনা আজি এ হেন দশা!

হায় রে বিধাতা, কেন দিয়াছিলি
হেন অলঙ্কার? কেন না গাঁঠিলি
মরুভূমি করে,—অরণ্যে রাখিলি,
এ হেন যাতনা হতো না তায়!

তা হলে এখানে করিত না গতি
পাঠান, মোগল, পারসী দুর্ম্মতি,
হরিতে ভারতকিরীটের ভাতি,
অভাগা হিন্দুরে দলিতে পায়!

এই যে দেখিছ পুরী মনোহর
শতগুণ আরো শোভিত সুন্দর,
এই ভাগীরথী করে থর থর
যাইত তখন কতই সাধে!

গাইত তখন কতই সুস্বরে
এই সব পাখী তরু শোভা করে,
কতই কুসুম পরিমল ভরে
ফুটিয়া থাকিত কত আহ্লাদে॥

আগেকার মত উঠিত তপন,
আগেকার মত চাঁদের কিরণ

ভাসিত গগনে, গ্রহ তারাগণ
ঘুরিত আনন্দে ঘেরিয়া ধরা ॥

যখন ভারতে অমৃতের কণা
হতো বরিষণ, বাজাইত বীণা
ব্যাস বাল্মীকি,—বিপুল বাসনা
ভারত হৃদয়ে আছিল ভরা ॥

যখন ক্ষত্রিয় অতীব সাহসে
ধাইত সমরে মাতি বীর রসে,
হিমালয় চূড়া গগন পরশে
গাহিত যখন ভারত নাম ॥

ভারতবাসীরা প্রতি ঘরে ঘরে
গাহিত যখন স্বাধীন অন্তরে
স্বদেশ-মহিমা পুলকিত স্বরে,—
জগতে ভারত অতুল ধাম ॥

ধন্য ব্রিটানিয়া ধন্য তোর বল,
এ হেন ভূভাগ করে করতল,
রাজত্ব করিছ ইঙ্গিতে কেবল—
তোমার তেজের নাহি উপমা ॥

এখন কিঙ্কর হয়েছি তোমার
মনের বাসনা কি কহিব আর,
এই ভিক্ষা চাই করো গো বিচার—
অথর্ব্ব দাসীরে করো গো ক্ষমা ॥

দেখ্‌ চেয়ে দেখ্‌ প্রাচীন বয়সে
তোর পদতলে পড়িয়ে কি বেশে
কাঁদিছে সে ভূমি, পূজিত যে দেশে
কত জনপদ গাহি মহিমা।

আগে ছিল রাণী ধরা-রাজধানী,
স্মরণে যেন গো থাকে সে কাহিনী,
এবে সে কিঙ্করী হয়েছে দুখিনী
বলিয়ে দম্ভ করো না গরিমা॥

তোমারো ত বুকে কত কত বার
রিপু পদাঘাত করেছে প্রহার,
কালেতে না জানি কি হবে আবার—
এই কথা সদা করিও ধ্যান।

ভয়ে ভয়ে লিখি কি লিখিব আর,
নহিলে শুনিতে এ বীণা ঝঙ্কার,
বাজিত গরজে—উথলি আবার
উঠিতে ভারতে ব্যথিত প্রাণ॥

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মৃত্যুর প্রতি উক্তি।

ওহে মৃত্যু। তুমি মোরে কি দেখাও ভয়?
ও ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়।
যাহাদের নীচাসক্ত অবিবেক-মন
অনিত্য সংসার-প্রেমে মুগ্ধ অনুক্ষণ;

যারা এই ভবরূপ অতিথি-ভবনে
চিরবাসস্থান বলে ভাবে মনে মনে ;
পাপরূপ পিশাচ যাদের হৃদাসন
করি আত্ম-অধিকার, আছে অনুক্ষণ ;
পরকালে যাহাদের বিশ্বাস না হয় ;
ঈশ্বরের প্রেমে মন মুগ্ধ যার নয় ;—
হেরিলে নয়নে এই ভ্রূকুটী তোমার,
তাহাদের মনে হয় ভয়ের সঞ্চার।
সংসারের প্রেমে মন মত্ত নহে যার,
ভ্রূভঙ্গে তোমার বল কিবা ভয় তার ?
প্রস্তুত সর্ব্বদা আছি তোমার কারণ,
এস সুখে করিব তোমায় আলিঙ্গন।
যে অম্লানকুসুমের মধুপান তরে,
লোলুপ নিয়ত মম মন মধুকরে
যে নিত্য উদ্যানে সেই পুষ্প বিরাজিত,
যে মৃত্যু ! তাহার তুমি সরণি নিশ্চিত।
কোন রূপে করিলে তোমায় অতিক্রম,
যাইব আনন্দে যথা ঈশ প্রিয়তম।

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।

সংসারত্যাগী।

এই যে প্রিয়ার কোলে নিদ্রিত কুমার,
প্রভাতের তারা যেন উরসে উষার ;

কিবা সুকোমল ভাবে, কেমন মধুর হাসে,
সুশীতল করে সদা হৃদয় আমার ;
কেমনে এমন ধন, একেবারে বিসর্জ্জন,
করিয়া যাইবে যম ত্যজিয়া সংসার।

কেমন মোহিনী শক্তি তোমার গো মায়া,
জানি আমি কতক্ষণ সুখে থাকে কায়া ;
জানি বিদ্যুতের প্রায়, যৌবন স্বচ্ছন্দ্য যায়,
জানি আমি এ জীবন ক্ষণস্থায়ী ছায়া ;
তথাপি অবোধ মন, নাহি পারে কি কারণ,
অনায়াসে তাজি যেতে প্রিয় পুত্র জায়া।

নব বিকশিত পুষ্প সমান বদন,
সুস্থ কলেবরে এবে শোভিছে মদন।
কিন্তু কতক্ষণ রবে, এ ভাবে সুখের ভবে,
কে জানে আসিয়া রোগে ধরিবে কখন ?
কোথা এ প্রফুল্ল ভাব, হবে তবে তিরোভাব,
কুসুম-সুষমা কীটে করিবে হরণ।

ঘন কাল কেশ হবে তুষার-ধবল,
কপোল ছাড়িয়া কোথা পালাবে কমল ;
দন্ত গুলি যাবে পড়ি, দেহে মাংস দড়ি দড়ি,
কোমলতা পরিহরি, হইবে কেবল।
শরীর দুর্ব্বল হবে, মনে তেজ নাহি রবে,
যষ্টি বিনা কলেবর হইবে অচল।

বার্দ্ধক্য অথবা রোগ সঙ্গে করি কাল,
চারি দিকে নিরন্তর পাতিতেছে জাল ;

কত শোক অবিরত, তাহাতে হতেছে হত,
ছাড়াইতে কার সাধ্য এ ঘোর জঞ্জাল !
যে জন্মেতে ভব তলে সেই কাল করতলে,
—কেন মিছা তর্ক করি কাটাতেছি কাল ?

দুঃখভারে পরিপূর্ণ সংসার আলয়,
জন্মিলে বার্দ্ধক্য রোগ মরণ নিশ্চয় ।
প্রণয়ের পাত্র যারা, এ তিনে রোধিতে তারা,
সকলি সম্পূর্ণরূপে অসমর্থ হয় ।
কি কাজে কে লাগে তবে, এই দুঃখময় ভবে,
পরিশেষে কি বা লাভ রাখিয়া প্রণয় ?

কেহ কার সাথী নয় ; নিজকর্ম্ম ফলে
কালচক্রে সকলেই ঘোরে ধরাতলে ।
নিয়ত আবর্ত্তমান, ভ্রমিতেছে জীব-প্রাণ,
জন্ম-জন্মান্তর করি, ভাসি নেত্রজলে,
জরাময়া দেহভার, বহিতে না হয় আর,
উপায় দেখিতে তার হইবে কৌশলে ।

যে না সুখ চায় মৃত্যু করিবে কি তার ?
ভীত নহে দেখি সে ত ভ্রুকুটি তোমার ।
তোমার বিকট আস্য, দেখিয়া সে করে হাস্য,
তব চক্ষু তার পক্ষে নহে ভয়াধার ।
বাসনানিবৃত্তি করি, যায় দেহ পরিহরি,
তাহাতে তোমার আর নাহি অধিকার ।

দারাসুত ধন জনে বদ্ধ যার মন,
তার কাছে মৃত্যু তব মুরতি ভীষণ ।

কিন্তু ভোগ-তৃষ্ণা যার, হৃদয়ে নাহিক আর,
তাহার নিকটে তব বৃথা আস্ফালন।
তোমারে মুক্তির দ্বারা, মনোমাঝে সে বিচারি,
প্রদান করিবে সুখে প্রেম আলিঙ্গন।

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

জীবন-মরীচিকা।

জীবন এমন ভ্রম আগে কে জানিত রে!
হয়ে এত লালায়িত কে ইহা যাচিত রে।
প্রভাতে অরুণোদয়, প্রফুল্ল যেমন হয়,
মনোহরা বসুন্ধরা কুহেলিকা আঁধারে।
বারিদ ভূধর দেশ, ধরিয়ে অপূর্ব্ব বেশ,
বিতরে বিচিত্র শোভা জারাবাড়ী আকারে।
কুসুমিত তরুচয়, ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়ে রয়,
ঘ্রাণে মুগ্ধ সমীরণ মৃদু মৃদু সঞ্চারে।
কুলায়ে বিহঙ্গদল, প্রেমানন্দে অনর্গল,
মধুময় কলনাদ করে কত প্রকারে।
সেই রূপ বাল্যকালে, মন মুগ্ধ মায়াজালে,
কত লুব্ধ আশা আদি স্নিগ্ধ করে আত্মারে
পৃথিবী নন্দনতুল্য, নিত্য সুখে পরিপ্লুত,
হয় নিত্য এই গীত পঞ্চভূত মাঝারে।
ব্রহ্মাণ্ড সৌরভময়, মঞ্জু কুঞ্জ মনে হয়,
মনে হয় সমুদয় সুধাময় সংসারে।
মধ্যাহ্নে তাহার পর, প্রচণ্ড রবির কর,
যেমন সে মনোহর মধুরতা সংহারে।

না থাকে কুহেলি অন্ধ, না থাকে কুসুমগন্ধ,
না ডাকে বিহগকুল সমীরণ ঝঙ্কারে।
সেই রূপ ক্রমে যত, শৈশব যৌবন গত,
মনোমত সাধ তত ত্যজে চিত্তবিকরে।
সুবর্ণ মেঘের মালা, লয়ে সৌদামিনী ডালা,
আশার আকাশে আর নিত্য নাহি বিহারে।
ছিন্ন তুষারের ন্যায়, বালা বাঞ্ছা দূরে যায়,
তাপদগ্ধ জীবনের ঝঞ্চাবায়ু প্রহারে।
পড়ে থাকে দূরগত, জীর্ণ অভিলাষ যত,
ছিন্ন পতাকার মত ভগ্ন দুর্গ-প্রকারে।
জীবনেতে পরিণত, এইরূপে হয় নত,
মর্ত্যবাসিমনোরথ, হা দগ্ধ বিধাতারে!
ধর্মনিষ্ঠাপরায়ণ, সুচারু পবিত্র মন,
বিমলস্বভাব সেই যুবা এবে কোথা রে!
অমত্য কলুষলেশ, ছিঁড়িলে শ্রবণদেশ,
কলঙ্কিত ভাবিত যে আপনার আত্মারে।

* * *

কোথা সে দয়ার্দ্রচিত্ত, সংকল্প যাহার নিত্য,
শতদুঃখবিমোচন এ দুরন্ত সংসারে!
অত্যাচার উৎপীড়ন, করিবারে সংযমন;
না করিত যেই জন ভেদাভেদ কাহারে!
না মানিত অনুরোধ, না জানিত তোষামোদ,
সে তেজস্বী মহোদয় বাঞ্ছা এবে কোথা রে।

কত যুবা জীবনেতে, চড়ি আশা বিমানেতে,
ভাবে ছড়াইবে ভবে যশঃপ্রভা আভারে।
তুলিবে কীর্ত্তির মঠ, স্থাপিবে মঙ্গলঘট
প্রণত ধরণীতল দিবে নিত্য পূজা রে।
কেহ বা জগতে ধন্য, বীরবৃন্দে অগ্রগণ্য
হয়ে চাহে চরণেতে বাঁধিবারে ধরারে!
স্বদেশহিতৈষী কেহ, ভাবিয়ে অসীম স্নেহ,
ব্রত করে প্রাণ দিতে স্বজাতির উদ্ধারে।
কার চিত্তে অভিলাষ, হবে শারদার দাস,
পিবে সুখে চিরদিন অমরতা সুধারে।
কালের করাল স্রোতে, ভাসে যবে জীবনেতে,
এই সব আশালুব্ধ প্রাণী থাকে কোথা রে।

* * *

কিশোর গাণ্ডীবধারী, জামদগ্ন্য দৈত্যহারী,
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কালিদাস কত ডোবে পাথারে!
কৃতান্তের আশীর্ব্বাদে, দিবানিশি কেহ কাঁদে,
বিষম বৈধব্য দশা নিগড়েতে বাঁধা রে!
দারুণ অপত্যতাপে, দেখ গে কেহ বিলাপে,
অন্নাভাবে কারো ঘরে মার বক্ষঃ বিদারে!
আগে যদি জানিতাম, পৃথিবী এমন ধাম,
তা হলে কি পড়িতাম আনায়ের মাঝারে।
কোথা গেল সে প্রণয়, বাল্যকালে মধুময়,
যে সখ্যতা পাশে মন বাঁধা ছিল সদা রে।

সহপাঠী কেলিচর, অক্রোক্তা হরিহর,
এবে তাহাদের সঙ্গে কতবার দেখা রে।
পতঙ্গপালের মত; কর্ম্মক্ষেত্রে অবিরত,
স্বকার্য্য সাধনে রত কেবা ভাবে কাহারে।
আহা পুনঃ কতজন, করিয়াছে পলায়ন,
মর্ত্ত্য ভূমি পরিহরি শমনের প্রহারে।
গগন নক্ষত্রবৎ, তাহারাই অকস্মাৎ,
প্রকাশে ক্বচিৎ কভু মৃত্তরশ্মি মাঝারে।
আগে ছিল কত সাধ, হেরিতে পূর্ণিমা চাঁদ,
হেরিতে নক্ষত্রশোভা নীলনভঃ মাঝারে।
দিন দিন কতবার, জাগ্রতে নিদ্রিতাকার,
স্বপ্নে স্বপ্নে ভ্রমিতাম নদ হ্রদ কান্তারে।
বসন্ত বরষাকালে, পিকবর, মেঘজালে,
হেরিতে দামিনী লতা কি আনন্দ আহা রে।
সে সাধ তরঙ্গকুল, এবে কোথা লুকাইল,
কে ঘুচালে জীবনের হেন রম্য ধাঁধাঁ রে।
বিশুদ্ধ পবিত্র মন, স্বর্গবাসী সিংহাসন,
পঙ্কিল করিল কে রে দগ্ধচিন্তা অঙ্গারে।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

পার্থিব বিভবের নশ্বরতা।

কোথায় গাণ্ডীবধারী পাণ্ডব দুর্জ্জয়।
প্রচণ্ড প্রতাপে যার ব্রহ্মাণ্ড বিজয়।

ভীম পরাক্রম কোথা বীর বৃকোদর ?
দানব মানব যার ভয়েতে কাতর।
এক ছত্রা কৈলা ধরা নাশি রিপুগণে।
রাখিল বিশ্রুত কীর্ত্তি দীপ্ত ত্রিভুবনে।
সুরপুরে প্রায় ধরা সাজাইয়া ছিল।
তবুতো বিধির বিধি এড়াতে নারিল।
নিয়তির বাধ্য সবে নিয়তই হয়।
ধরায় ধরিয়া কিছু রাখিবার নয়।

শত সহোদর আর সেনা অগণন।
অতুল ঐশ্বর্য্য আর প্রবল শাসন।
ভুবনবিজয়ী বীরবৃন্দে যে বন্দিত।
মহামানী দুর্য্যোধন জগত পূজিত।
ধন জন প্রবল শাসন আর মানে।
বারিতে নারিল কিছু বিধির বিধানে।
অনিত্য, প্রকৃত কিবা সব ছায়াময়।
ধরায় ধরিয়া কিছু রাখিবার নয়।

সুরাসুর অনুচর অগম্য সংসারে।
শমন শাসনাধীন বদ্ধ যার দ্বারে।
শশাঙ্ক সশঙ্ক, যোড়কর দিবাকর।
বিধিদাতা বিধাতা বাধিত নিরন্তর।
সুবর্ণললনাপূর্ণ সুবর্ণ আগার।
দশানন ত্রিভুবন শাসন যাহার।
কদিন সুদিন বল হয়েছিল তার।
কালের কাছেতে আছে কাহার নিস্তার।

সময়ে ক্রমশঃ আসি ঘটে কুসময়।
ধরায় ধরিয়া কিছু রাখিবার নয়।
কখন কাহার হয় সৌভাগ্য উদয়।
গূঢ় তাব ভবে তাহা হয় কি নির্ণয়?
দেখহ ইংলিস দল স্থল উপমার।
কিবা ছিল, কিবা হলো কি হইবে আর!
পশুপাল সম্বল বসন পশুছাল।
পশুবৎ আচরণে ছিল কত কাল।
ধন জ্ঞানহীন ছিল কুটীর আগার।
কতকাল বহিয়াছে অধীনতাভার।
সেই জাতি সংপ্রতি এ কালের কৃপায়।
ধন্য মান্য অগ্রগণ্য হয়েছে ধরায়।
বেড়েছে প্রভূত যশ পৌরুষ ভূতলে।
জলে স্থলে সম বল অপূর্ব্ব কৌশলে।
অরণ্যাচ্ছাদিত ছিল কুটীর যথায়।
সুরম্য হর্ম্ম্যেতে এবে সুরপুর প্রায়!
ধনে ধনী জ্ঞানে জ্ঞানী শিল্পে সুকুশল।
আশ্চর্য্য কার্য্যেতে প্রকাশিছে বুদ্ধিবল।
চিরদিন কুদিন কাহার বল রয়।
ধরায় ধরিয়া কিছু রাখিবার নয়।
কুটিল কালের গতি হয় কি নির্ণয়।
কার লয়ে কারে দেয় কে জানে নিশ্চয়।
জগত বিজয়ী ফ্রান্স বল কেবা জানে।
ধরণীর মাঝে মানী বিবিধ বিধানে।

ধনে বল জ্ঞানে বল বিক্রম পৌরুষে।
পরাভূত সবে, কেবা তুল্য ছিল যশে।
বীর অগ্রগণ্য যথা বীর চূড়ামণি। (২)
একাই শাসিল কত শত নৃপমণি।
বুদ্ধিবল প্রবল বলিতে অকথন।
ভূচর খেচররূপে বিমানে ভ্রমণ।
ত্রাসেতে ত্রাসিত বল কেবা ছিল তার।
প্রণয়ে করিত কেবা মিত্র ব্যবহার।
চিরই প্রবল বল থাকে বল কার।
তেমন সুখের দিন এবে কোথা আর।
কোথা বল কোথা বীর্য্য কোথা অহংকার।
কে জানে কখন কার জয় পরাজয়।
ধরায় ধরিয়া কিছু রাখিবার নয়।
তবে কেন অকারণ হে মানবগণ!
অনিত্য বিষয়ে কর নিত্য আচরণ।
গগণবিহারী যথা নব ঘনচয়।
আসে যায় কিন্তু কখনতো স্থায়ী নয়।
ক্ষণে অদর্শন পুন ক্ষণেতে উদয়।
কালের চাতুরী বোঝা সোজা বড় নয়।
কখন কাহার ভাগ্যে ঘটিবে কেমন।
কে বলিতে পারে ভবে কে আছে এমন।
নিরন্তর রূপান্তর পলকে প্রলয়।
ধরায় ধরিয়া কিছু রাখিবার নয়।

[২] নিপোলিয়ান বোনাপার্ট

'হে ধনি বিপুলবিত্তে অবিতৃপ্ত মন ।'
'ধন হেতু দয়াধর্ম্ম দেছো বিসর্জ্জন ।
রতন-খচিত সুশোভিত পরিধান ।
হীরক অঙ্গুরী করে শিরে শিরস্ত্রাণ ।
মাতঙ্গ তুরঙ্গ সঙ্গে, রঙ্গ রসে রত ।
সাধিতে মনের সাধ যতন সতত ।
ভাব কি চরম ফল হইবে কেমন ।
জান না জগতে যত নহে চিরন্তন ।
আজ কাল আছে বটে হেন সুসময় ।
ধরায় ধরিয়া কিছু রাখিবার নয় ।

নূতন বৎসর ।

ভূত-রূপ সিন্ধু-জলে গড়ায়ে পড়িল,
বৎসর, কালের ঢেউ, ঢেউর গগনে ।
নিত্যগামী রথচক্র নীরবে ঘূরিল,
আবার আয়ুর পথে । হৃদয়-কাননে,
কত শত আশালতা শুখায়ে মরিল,
হায় রে, কব তা কারে কব তা কেমনে !
কি সাহসে আবার বা রোপিব যতনে
সে বীজ, যে বীজ ভূতে বিফল হইল !
বাড়িতে লাগিল বেলা ; ডুবিবে সত্বরে
তিমিরে জীবন-রবি । আসিছে রজনী,

নাহি যার মুখে কথা বায়ু রূপ স্বরে ;
হি যার কেশ-পাশে তারা-রূপ মণি ;
চির-রুদ্ধ দ্বার যায় নাহি মুক্ত করে
উষা,—তপনের দূতী, অরুণ-রমণী !

মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

সম্পূর্ণ।

Printed by J. N. Ghose-New School-Book Press.